NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

রবি সাহিত্য সংস্কৃতি · সোম স্বাস্থ্য বীমা · মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি · বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি · বৃহস্পতি খেলার জগৎ · শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ · শনি অর্থের আকাশ

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বাংলাজুড়ে 'ভরাট শিল্পে'র রমরমা: অর্জুন

জুটমিল খোলার দাবিতে রাস্তা অবরোধ ২

কলকাতা ১০ জানুয়ারি ২০২৬ ২৫ পৌষ ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ২০৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.01.2026, Vol.19, Issue No. 207, 8 Pages, Price 3.00

দিল্লি থেকে কলকাতা- ইডি বনাম দিদি

তুমুল হট্টগোলে মামলা মুলতুবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডি বনাম তৃণমূল মামলার শুনানি চলাকালীন এজলাসে বেনজির বিশৃঙ্খলা। চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। ফলে তুমুল হট্টগোলের জেরে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত মামলা মুলতুবি করে দেন বিচারপতি ঘোষ। সেদিনই ইডি এবং তৃণমূলের করা দুটি মামলারই শুনানি হবে একসঙ্গে। তার পরেই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির অফিসের দ্বারস্থ হয় ইডি। তাদের আবেদন, ওই মামলার দ্রুত শুনানি হোক! কিন্তু সেই আবেদন মঞ্জুর করলেন না হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল।

এদিকে, মামলা মুলতুবি হওয়ার অখুশি ইডি। ইডি হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের কাছে দ্রুত শুনানি চেয়ে আবেদন জানায়। প্রথমে মৌখিক ভাবে বিষয়টি প্রধান বিচারপতির অফিসে জানানো হয়। হাইকোর্ট সূত্রে খবর, ইডি আবেদন করে, যদিও ওই বিচারপতি ঘোষের এজলাসে শুনানি সম্ভব না-হয় তবে অন্য বিচারপতির কাছে মামলা পাঠানো হোক। ইডিকে তাদের আবেদন লিখিত ভাবে জানানোর জন্য প্রধান বিচারপতির অফিস থেকে বলা হয়। সেই ভিত্তিতে জরুরি ভিত্তিতে বেঞ্চ বসিয়ে শুনানির আবেদন লিখিত ভাবে জানায় ইডি। তবে তাদের আবেদন মঞ্জুর করেননি প্রধান বিচারপতি। আইনজীবীরা জানান, যে হেতু জুডিশিয়াল অর্ডার পাশ হয়েছে। তাই প্রধান বিচারপতি শুনানির বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে রাজি হননি। ১৪ তারিখই শুনানি হবে।

তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে 'চুক্তিবদ্ধ' ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈন ও সংস্থাটির সল্টলেকের অফিসে ইডির হানায় তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। ঘটনার পরেই অর্থাৎ বৃহস্পতিবারই বিজেপি ইডিকে ব্যবহার করে ভোটের রণকৌশল, প্রার্থী তালিকা চুরি করছে বলে অভিযোগ তুলে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পালটা ইডির দাবি, কয়লা পাচার মামলায় এই অভিযান। গোটা ঘটনার জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত।

আইপ্যাকের অফিস এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি অভিযানকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করা হয়েছে শাসক শিবিরের তরফে। আবেদনে তৃণমূলের দাবি ছিল, আইপ্যাক তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে আইপ্যাকের কাছে দলের নানা তথ্য, নথি ছিল। বিজেপি ইডিকে কাজে লাগিয়ে সেসব লুটের চেষ্টা করেছে বলেও অভিযোগ জানানো হয়।

পালটা তদন্তে বাধার অভিযোগ নিয়ে হাইকোর্টে যায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটও। ঘটনায় সিবিআই তদন্ত জানিয়ে মামলা দায়ের করে। শুক্রবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে দুটি মামলারই একসঙ্গে শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই মামলার শুনানি শুরু হতেই এজলাসে বেনজির বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। যারা এই মামলার সঙ্গে যুক্ত নন, তাঁরাও এজলাসে ভিড় করে ঢুকে পড়েন। বারবার এজলাস খালি করার কথা বলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি। এমনকী কোর্ট অফিসাররাও এজলাস খালি করার আবেদন জানান। কিন্তু তুমুল চিৎকার চেঁচামেচিতে এজলাস ছাড়েন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। আগামী ১৪ই জানুয়ারি এই সংক্রান্ত মামলার পরবর্তী শুনানি। ততদিন পর্যন্ত মামলা মুলতুবি করে দেন বিচারপতি।

আইপ্যাকে ইডির তল্লাশির বিরুদ্ধে শুক্রবার যাদবপুর থেকে হাজরা পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: অদিতি সাহা

শাহের দপ্তরের সামনে ধর্না, মহুয়াদের চ্যাংদোলা পুলিশের

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি: আইপ্যাকের অফিস এবং কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি হানার প্রতিবাদ দিল্লিতে। খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর দপ্তরের সামনে ধর্নায় বসেন তৃণমূল সাংসদরা। কিন্তু সেই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদেও বাধা দেয় দিল্লি পুলিশ। তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে বচসার পর কার্যত চ্যাংদোলা করে তাঁদের তুলে নিয়ে যায় পুলিশ।

ডেরেক ও'ব্রায়েন, শতাব্দী রায়রা স্পষ্ট বলে দেন, 'অমিত শাহ গতকাল আমাদের অফিসে দলের স্ট্র্যাটেজি চুরি করতে পাঠিয়েছিল।'

সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ধর্না শুরু করেন তৃণমূল সাংসদরা। কিছুক্ষণ পরই দিল্লি পুলিশের আধিকারিকরা সেখানে এসে ধর্নায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তৃণমূল সাংসদরা বিক্ষোভ থামাতে রাজি হননি। বেশ কিছুক্ষণ পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বচসা হয় ডেরেকদের। তারপর একপ্রকার জোর করে সাংসদদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দিল্লি পুলিশ।

দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তরের সামনে ধর্নায় বসা তৃণমূল সাংসদের টেনেহিঁচড়ে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

শুরু হয় ধস্তাধস্তি। কার্যত টেনে হিঁচড়ে ঘটনাস্থল থেকে নিয়ে যাওয়া হয় সাংসদদের। তৃণমূলের মহিলা সাংসদদেরও চ্যাংদোলা করে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ। জানা গিয়েছে, তৃণমূলের সব সাংসদকেই আটক করা হয়েছে।

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দপ্তরের সামনে ধস্তাধস্তির পর বিক্ষোভরত তৃণমূল সাংসদের শুক্রবার পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখান থেকেই ফেসবুক লাইভ করলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। শাহ, দিল্লির পুলিশ, বিজেপি এবং ইডিকে তুলোধনা করেছেন তিনি। দাবি, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে হস্তক্ষেপ করেছে পুলিশ। টেনে-হিঁচড়ে, চ্যাংদোলা করে তৃণমূল সাংসদদের থানায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মহুয়া যখন লাইভ করছিলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন শতাব্দী রায়, প্রতিমা মণ্ডল, শর্মিলা সরকার, বাপি হালদার, সাকেত গোখলে, কীর্তি আজাদের মতো সাংসদেরা।

ইডির অভিযানের বিরোধিতা করে লাইভে মহুয়া বলেন, 'বাংলার মানুষ দেখেছে কী ভাবে শাহের নির্লজ্জ পুলিশ সাত-আট বছরের পুরনো কয়লা কেলেঙ্কারিকে সামনে রেখে, সেই অজুহাত দিয়ে ইডি-কে প্রতীক জৈন ও আইপ্যাকের অফিসে ঢুকিয়েছে। তৃণমূলের রাজনৈতিক তথ্য, নির্বাচনী তথ্য, সমীক্ষা, প্রার্থিতালিকা চুরি করার জন্য ইডি-কে পাঠানো হয়েছিল। কয়লা কেলেঙ্কারির কিছু থাকলে সাত বছর ধরে কি তারা ঘুমোচ্ছিল? এসআইআর চলছে, সামনে ভোট, এখন ইডি জেগে উঠল? সাত বছরের তথ্য কি এখন প্রতীকের কম্পিউটার বা ফাইলে পাওয়া যাবে?'

'আমি কোনও অন্যায় করিনি'

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপ্যাকের দপ্তর এবং কর্ণধারের বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তল্লাশি নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টা ধরেই সরগরম রাজ্য রাজনীতি। অনৈতিকভাবে এই তল্লাশির অভিযোগ তুলে শুক্রবার খোদ মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী পথে নামে শাসকদল। এদিন যাদবপুর এইট বি থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত মিছিল করে সেখানে জনসভা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেখান থেকেই ইডি হানার নেপথ্য কাহিনি শোনালেন তিনি। কোন পরিস্থিতিতে তল্লাশি, কেন মমতা নিজে ছুটে যান, সবটাই খুলে বললেন হাজরার এই জনসভা থেকে।

যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ড থেকে শুক্রবার দুপুরে মিছিল শুরু করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পাশে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, দেব, সোহম-সহ তৃণমূলের অন্য সাংসদ, বিধায়কেরা। রয়েছেন টেলি-তারকারাও। মিছিল শুরুর আগে ৮বি বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে মমতা জানান, দিল্লির বঞ্চনা, লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে, এ রাজ্যের মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে 'রাস্তাই রাস্তা'। বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ হাজরায় শেষ হয় মিছিল।

মিছিল শুরু করার আগে যাদবপুরে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই অঞ্চলের সকল নাগরিকবৃন্দকে, মা-মাটি-মানুষকে প্রণাম, ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞ৷ জানাচ্ছি। সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই। আপনাদের সমর্থন বাংলার মানুষকে সারা বিশ্বের দরবারে এগিয়ে নিয়ে যাবে।' তার পরেই তিনি জানিয়ে দেন, শুক্রবারের এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। তাঁর কথায়, 'দিল্লির বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, অত্যাচার, অপমান, অসম্মান, ২ কোটি মানুষের ভোট কেটে দেওয়া হচ্ছে, অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে রাস্তাই আমাদের রাস্তা। এটা নেতাজির কথা।' তিনি এ-ও বলেন, 'যাদবপুরের মাটি লড়াইয়ের মাটি। উদ্বাস্তুদের মাটি।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'আমি খবরটা শুনে প্রথমে ভেবেছিলাম, ওরা এসেছে কিছু জানতে বা কিছু দেখতে। আমি প্রতীককে ফোন করলাম। দেখলাম, ওর ফোন বেজে গেল, ফোনটা ধরল না। তখন আমার মনে হল, আমাদের দলের নথিপত্র নিয়ে চলে যাচ্ছে না তো? আইপ্যাক এখন আমাদের দলের পরামর্শদাতা সংস্থা, ভোট স্ট্র্যাটেজিও ওরাই দেখে। আমি তড়িঘড়ি গেলাম। আরে তোমরা তো এসেছ সকাল ৬টায়, আমি গিয়েছি যখন ১২টা বাজে। এতক্ষণে তো সব নিয়ে চলে গিয়েছ! এসআইআরের তথ্য, ভোটারদের তথ্য, বিএলএ-দের নাম, ফোন নম্বর , এসব চুরি করতে এসেছিলে তোমরা।'

এরপরই মমতার হুঙ্কার, 'তুমি খুন করতে এলে আত্মরক্ষার অধিকার আছে আমাদের। চোরের মতো এসেছিলে কেন? সব তথ্য আমার অফিস থেকে চুরি করতে চাইছিলে। এসআইআরের তথ্য, ভোটারের তথ্য, বিএলএ-দের তথ্য। দলের চেয়ারপার্সন হিসেবে আমি ওখানে গিয়েছি। যা করেছি, কোনও অন্যায় করিনি।' বিজেপিকে নিশানা করে মমতা বলেন, 'বাংলাতে ঘেঁচু হবে, কীভাবে ললিপপ ধরাতে হয় জানি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট তলব

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি: আইপ্যাকের দপ্তরে ইডি-র অভিযানকে কেন্দ্র করে এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রিপোর্ট তলব করল। শুক্রবার বেলা ১২টার মধ্যে ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

বৃহস্পতিবারই ইডি জানিয়েছিল, 'আইপ্যাক অফিসে তল্লাশি সম্পূর্ণ তথ্যভিত্তিক। কোনও রাজনৈতিক দলের অফিসে তল্লাশি চালানো হয়নি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই।' তল্লাশির সময় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, তিনি অফিসে গিয়ে ইডি-র কাজ বাধাগ্রস্ত করেছেন এবং কিছু নথি সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়ি এবং সল্টলেকের অফিসে বৃহস্পতিবার ইডি অভিযান চালায়। ইডি সূত্রে জানা যায়, তল্লাশিতে পাওয়া তথ্য ও নথি তদন্তের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠার পরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ইডি-র কাছ থেকে বিস্তারিত ঘটনা জানতে চেয়েছে। সরকারী সূত্রে বলা হয়েছে, 'প্রতিটি পদক্ষেপ সংবিধান ও আইনের অধীনে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ তদন্ত প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারবে না।'

এ ঘটনা রাজ্য রাজনীতিতে উত্তাপ ছড়িয়েছে। এবার দেখা যাবে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্টে কি তথ্য প্রকাশ পায় এবং তদন্তে কী প্রভাব ফেলে।

আইপ্যাকের অ্যাকাউন্টে ১৬ কোটি! সরব শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপ্যাক অফিসের তল্লাশিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এবার বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দুর্নীতির ১৬ কোটি টাকা আইপ্যাকের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছিল বলে দাবি করেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার আইপ্যাকের অফিসে ইডি-তল্লাশি ঘিরে দিনভর নাটক চলে। তল্লাশির মাঝে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফাইল হাতে নিয়ে বেরিয়ে যান তিনি। এই ঘটনায় তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধীরা। ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে ইডি। সেই ঘটনাকে 'ফৌজদারী অপরাধ' বলে উল্লেখ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু আইপ্যাকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন।

শুভেন্দুর দাবি, কেন্দ্রীয় প্রকল্প 'জল জীবন মিশন'-এর ৮০০০ কোটি টাকা পেয়েছিল বাংলা, কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, ২০২১ সালে এই প্রকল্পের বরাত পেয়েছিল একটি সংস্থা। ১৭০ কোটি টাকার বরাত পেয়েছিল তারা। কাকদ্বীপের একটি ব্যাঙ্ক থেকে তার মধ্যে ১৬ কোটি টাকা আইপ্যাকের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন শুভেন্দু। এমনকী ওই লেনদেনের চেক নম্বরও বলে দিয়েছেন শুভেন্দু।

সেইসঙ্গে শুভেন্দু আরও দাবি করেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদতে কিছুই নিয়ে যেতে পারেননি। শুভেন্দু বলেন, 'উনি যে প্রস্তাবিত প্রার্থী তালিকা নিয়ে গিয়েছেন, সেই তালিকা অনেকের কাছেই রয়ে গিয়েছে। উনি যে ল্যাপটপ নিয়ে গিয়েছেন, তাতে কী আছে কেউ জানে না।'

ট্রাম্পকে ফোন করেননি মোদী, শুল্ক-রোষে ভারত!

ওয়াশিংটন, ৯ জানুয়ারি: কেবল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একগুঁয়েমিতেই ভারতের উপর বসেছে বিরাট মার্কিন শুল্কের বোঝা! এমনটাই দাবি করলেন মার্কিন বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিক। এক পডকাস্টে তিনি স্পষ্ট বলেন, ভারত-আমেরিকা বাণিজ্যচুক্তি চূড়ান্ত করার অন্যতম শর্ত ছিল, ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফোন করবেন মোদী। কিন্তু সেই ফোন আসেনি। বাণিজ্য চুক্তি হয়নি। ভারতের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছে আমেরিকা।

পডকাস্টে আলোচনার সময়ে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ে মুখ খোলেন লুটনিক। তাঁর কথায়, দুই দেশের বাণিজ্য চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চুক্তিতে সিলমোহর হিসাবে প্রয়োজন ছিল একটিমাত্র বিষয়-তা হল মোদীকে ফোন করতে হবে। ট্রাম্পের কাছে প্রধানমন্ত্রীর ফোন গেলে তারপরেই চুক্তি চূড়ান্ত হবে-এমন শর্ত রাখা হয়েছিল। তবে ভারতীয় আধিকারিকরা এই শর্ত মানতে চাননি বলে দাবি লুটনিকের। শেষ পর্যন্ত মোদীর ফোন পাননি ট্রাম্প। ভারত-মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি সই হয়নি।

সবমিলিয়ে, মোদির ফোন না পেয়েই ট্রাম্পের 'ইগো'য় ধাক্কা লাগে। তারপর থেকে আলোচনা হলেও বাণিজ্যচুক্তি হয়নি। উলটে ভারতের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন ট্রাম্প। আগামী দিনে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করা দেশগুলির উপর ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপানোর বিলে অনুমোদনও দিয়েছেন।

বাংলাদেশে মৌলবাদের বাড়বাড়ন্তে কড়া ভারত

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি: সংখ্যালঘুদের উপর বাড়তে থাকা হিংসার ঘটনায় শুক্রবার বাংলাদেশকে কড়া বার্তা দিয়েছে ভারত। গত একমাসে অন্তত ৫ জন হিন্দুকে হত্যার পাশাপাশি ভাঙা হয়েছে অসংখ্য মন্দির। বাংলাদেশে বাড়তে থাকা মৌলবাদে লাগাম টানার কড়া নির্দেশ দিল ভারত। দ্রুত এবং কঠোর পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ইউনূস সরকারকে।

বাংলাদেশকে কড়া বার্তা দেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়ওসয়াল। তিনি বলেন, 'আমরা বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর উগ্রপন্থীদের হামলার উদ্বেগজনক প্রবণতা বারবার লক্ষ্য করছি। তাঁদের বাড়িঘর ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হামলা চালানো হচ্ছে। এই ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা রুখতে দ্রুত এবং দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করতে হবে। ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক বিরোধ হিসাবে দেখিয়ে এইসব ঘটনা উড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা অপরাধীদের সাহস যোগায় এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা বাড়িয়ে তোলে।' উল্লেখ্য, গত একমাসে দফায় দফায় সংখ্যালঘু হিন্দু হত্যার ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে। গত ১৮ ডিসেম্বর মৌলবাদীরা হিন্দু যুবক দীপু দাসকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এরপর ২৪ ডিসেম্বর অমৃত মণ্ডল নামে এক যুবককে হত্যা করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর দোকান বন্ধ করে ফেরার সময় খোকন চন্দ্র দাস নামে ৫০ বছরের এক ব্যক্তির উপর হামলা চালানো হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। বাংলাদেশে পরপর এই ধরনের ঘটনায় এবার কড়া বার্তা দিল বিদেশ মন্ত্রক।

রক্তে রাঙা ট্রাম্পের হাত, হুঁশিয়ারি খামেনেইয়ের

তেহরান, ৯ জানুয়ারি: গত দেড় সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভ চলছে ইরানে। গত ২৭ ডিসেম্বর ইরানের রাজধানী তেহরানে দোকানদারেরা দেশে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ক্রমে দেশের অন্যান্য প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভের আঁচ। প্রাথমিক ভাবে দেশের আর্থিক অবস্থার প্রতিবাদে বিক্ষোভ চললেও ক্রমে তা ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিক্ষোভে পরিণত হয়।

ভয়াবহ আকার নিয়েছে ইরানে বিদ্রোহের আগুন। কড়া হাতে পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে ধড়পাকড় ও মৃত্যু সেখানে হয়ে উঠেছে সাধারণ ঘটনা। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে ইরানবাসীর উদ্দেশে বিবৃতি দেন সেখানকার সুপ্রিম লিডার আয়াতুল্লা খামেনেই। গোটা ঘটনার দায় দুই দেশের উপর চাপিয়ে তাঁর দাবি, আমেরিকা ও ইজরায়েলের সন্ত্রাসবাদী এজেন্টরা দেশে বিদ্রোহ করাচ্ছে। সরাসরি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে তোপ দেগে তাঁর বার্তা, ট্রাম্পের হাত রক্তে রাঙা। উনিই ইরানের মানুষের রক্ত ঝরিয়েছেন।

'তৃণমূলের কেউ দিল্লির কাছে মাথা নোয়াবে না'

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপ্যাক-এর দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি অভিযান নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় তৃণমূলকে সহায়তা করছে বলে ইডি হানার মুখে পড়েছে আইপ্যাক। বিজেপিকে নিশানা করে অভিষেক জানান, তাঁকে, তাঁর স্ত্রী-সন্তান, বাবা-মাকে হেনস্থা করেছে ইডি। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তাই আবার ইডি-সহ কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের হেনস্থার চেষ্টা চলবে। কিন্তু তিনি বা তৃণমূলের কেউ 'দিল্লির কাছে' মাথানত করবেন না।

শুক্রবার নদিয়ার তাহেরপুর সভা করেন অভিষেক। সেখানে তিনি বৃহস্পতিবারের ইডি হানা নিয়ে মন্তব্য করেন। তৃণমূলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা বলেন, 'বাংলার মানুষকে শোষিত, অবহেলিত করতে চাইছে ওরা (বিজেপি)। কিন্তু বাংলার মানুষ মাথা নত করবে না।' তাঁর কথায়, 'এরা ইডিকে ব্যবহার করবে। তৃণমূলের জন্য একটা সংস্থা কাজ করে। এই ভোটে যাতে মানুষের অসুবিধা না-হয় তারা তৃণমূলের জন্য একটা অ্যাপ তৈরি করেছে। 'দিদির দূত' বলে একটি অ্যাপ তৈরি করেছে আইপ্যাক বলে একটি সংস্থা। কিন্তু কেন তারা এসআইআরে তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে, কেন গরিব মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে, সেই জন্য গতকাল ইডি পাঠিয়ে রেড করিয়েছে। আর সাধারণ মানুষের অধিকার ইসি-কে পাঠিয়ে হরণ করছে। আর ইডিকে পাঠিয়ে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করছে। তোমাদের সব আছে।' কিন্তু মানুষ সঙ্গে নেই। আমাদের কিচ্ছু নেই। সঙ্গে মানুষ আছে।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৮/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২১ নং এফিডেভিট বলে Ajay Kumar Yadav S/o. Ram Surat Yadav ও Ajoy Yadav S/o. R S Yadav সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Asim Kumar Sinha S/o. Rabindra Nath Sinha ও Ashim Kr. Sinha S/o. R. N. Sinha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **RINA SAPUI** @ RINA SANPUI, daughter of Ayanal Ali Sapui, wife of Sk. Firoj, presently residing 14/1, Ramchandrapur (Julpiia Road), P.O. R. C. Thakurani, Police Station Haridevpur, Kolkata-700104, District South 24-Parganas, W. B., in my PAN Card and Aadhaar Card has been recorded my name as RINA SAPUI, wife of Sk Firoj but in my PASS PORT my name has been recorded as RINA SANPUI wife of Firoz sekh have changed my name and shall henceforth be known as RINA SAPUI wife of SK. FIROJ as declare before the Notary Public, Alipore, W.B. vide Affidavit No.83 dated 18.12.2025 RINA SANPUI, wife of FIROZ SEKH and RINA SAPUI wife of SK. FIROJ both is same and identical person.

নাম-পদবী

গত ০৬/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Salam ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Md Habibullah ও Md Habibullah সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৯/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৬১১ নং এফিডেভিট বলে আমি Madhusudan Patra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Lalit Patra ও L. M. Patra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৮/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Samir Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Paresh Chandra Das, Paresh Das ও Chandra Paresh Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

AFFIDAVIT

I, **SABIHA SHAMIN** wife of Md. Ale Rasul aged about 56 years by faith- Muslim by nationality- Indian, residing at 24, Madan Mohan Burman Street, VTC Barabazar H.O., Kolkata- 700007. my correct and actual name is SABIHA SHAMIN which has been recorded in my Aadhaar Card being No. 835427209392 and my Voter Id card No. YMQ2047629 where my name has been recorded as SABIHA BEGUM. SABIHA SHAMIN and SABIHA BEGUM is the same and one identical person. vide affidavit no. WB/190/06, dated 08/01/2026 sworn before the LD 1st class Judicial Magistrate at Calcutta.

CHANGE OF NAME

I, **Shankhadeep Utpal Deb**, S/o Utpal Kumar Deb, residing at Government Colony, Pansila, S.O & P.O.- Pansila, P.S.- Khardha, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 700112, W.B., do hereby declare that in my two Motor Cycle (WB-24AC-6763 & WB-24AU-7892) Registration Certificate Books my name has been wrongly recorded as **"Shankhadeep Deb"** in place of **"Shankhadeep Utpal Deb"**. **"Shankhadeep Utpal Deb"** and **"Shankhadeep Deb"** is the same and one identical person through an affidavit (No. F380/335/2024) 1st class Judicial Magistrate Barrackpur Court, North 24 Parganas dt. 29.12.2025.

AFFIDAVIT

I, **Biswanath Karmakar**, S/O Late Sahadeb Karmakar, Nabagram, P.O.- Nildih, raghunathpur, Purulia, W. B do hereby solemnly affirm & declare that, my actual name is Biswanath Karmakar. That, Biswanath Karmakar & Jagannath Karmakar is same & one identical person, i.e myself vide affidavit sworn before 1st. cl.ld.judicial magistrate, Raghunathpur court, dated 4.1.2021.

AFFIDAVIT

আমি, Sabina Begam, স্বামী- Fakir Sajamal, গ্রাম- ভগবানপুর, পোঃ- মোল্লাহাট, থানা- শ্যামপুর, জেলা- হাওড়া, পিন নং- 711314, পশ্চিমবঙ্গ এর বাসিন্দা, গত ০৫.০১.২০২৬ তারিখে হাওড়া জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (১ম শ্রেণী) আদালতের নিকট হলফনামা বলে ঘোষণা করিতেছি যে, বিবাহ পূর্বে আমার নাম ছিল Lakshmi Khanra এবং আমার পিতার নাম ছিল Gosto Bihari Khanra @ Gosto Khanra। বিবাহের পরে আমি সর্বক্ষেত্রে Sabina Begam নামে পরিচিত হইব। আরও ঘোষণা করিতেছি যে, আমার বিভিন্ন নথিতে উল্লেখিত Lakshmi Khanra, D/o- Gosto Bihari Khanra; Lakshmi Khanra, D/o- Gosto Khanra; Sabina Begam, W/o- Fakir Sajamal; Sabina Begam, W/o- Sajamal Fakir এবং Sabina Begam, W/o- Sahazamal Fakir এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

AFFIDAVIT

আমার প্রকৃত নাম **রাহুল মাহাতো, পিতা- ভোলা মাহাতো, মাতা- ভারতী মাহাতো,** নিবাস 81/1 বেলেঘাটা মেন রোড, কলকাতা- 700010, যেটা আমার ভোটার ও আধার কার্ডে আছে, কিন্তু আমার জন্মের পরিচয় পত্রে ভুলবশত আমার নাম রাহুল মণ্ডল, পিতা- বুলা মন্ডল, মাতা-ভারতী মণ্ডল লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। গত 7/1/2026 তারিখে শিয়ালদহের প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এফিডেভিট বলে আমি **রাহুল মণ্ডল, পিতা- বুলা মন্ডল, মাতা-ভারতী মন্ডল** এবং **রাহুল মাহাতো, পিতা- ভোলা মাহাতো, মাতা- ভারতী মাহাতো** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

AFFIDAVIT

আমি, **Gobinda Shaw** , **পিতা: Late Puna Shaw** , 36, পিয়ারস রোড, বালি, থানা: বালি, জেলা: হাওড়া- 711201 এর বাসিন্দা। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় অসাবধানতাবশত আমার পিতার নাম Krishna Shaw অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। আমি আলিপুরের এলডি ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গত ০২/০১/২০২৬ তারিখে সম্পাদিত হলফনামা বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পিতার প্রকৃত নাম **Puna Shaw** । **Puna Shaw** এবং **Krishna Shaw** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

AFFIDAVIT

আমার প্রকৃত নাম **প্রিয়াঙ্কা মাহাতো,পিতা- ভোলা মাহাতো, মাতা- ভারতী মাহাতো,** নিবাস 81/1 বেলেঘাটা মেন রোড, কলকাতা- 700010, যেটা আমার ভোটার ও আধার কার্ডে আছে, কিন্তু আমার জন্মের পরিচয় পত্রে ভুলবশত আমার নাম প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল, পিতা-ভোলা মন্ডল, মাতা-ভারতী মণ্ডল লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। গত 7/1/2026 তারিখে শিয়ালদহের প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এফিডেভিট বলে আমি **প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল, পিতা-ভোলা মন্ডল, মাতা- ভারতী মন্ডল** এবং **প্রিয়াঙ্কা মাহাতো, পিতা- ভোলা মাহাতো, মাতা- ভারতী মাহাতো** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী অর্ণব সেট,** পিতা প্রয়াত অরুণ কুমার সেট, নিবাস : ৭৪/১, ব্লক -৪, লেক জেলা, ফ্ল্যাট নং ৭এল, নারকেলডাঙ্গা মেন রোড, পো অফিস : নারকেলডাঙ্গা, থানা : ফুল বাগান, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০০৫৪, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য **১৯৯.৮৮ বর্গ মিটার প্লট নং ডিই-৬৫, প্রেমিসেস নং ১০-০৩২২,** অ্যাকশন এরিয়া -আইডি, নিউ টাউন, থানা - নিউ টাউন, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৫৬, **শ্রীমতি অমলা মাইতি,** স্বামী দেবকীনন্দন মাইতি, নিবাস -সিই-১৪১, সল্ট লেক সিটি, সেক্টর-১, বিধাননগর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৬৪, পশ্চিমবঙ্গ এর নিকট থেকে ক্রয় করতে আগ্রহী। কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা এর সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বা সম্পত্তির কোনও অংশ সম্পর্কে কোনও স্বত্ব অধিকার, স্বার্থ, দাবি থাকলে প্রয়োজনীয় নথি/প্রামাণ্য নথি সহ নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দাবি পরিত্যক্ত, বাতিল, অদাবিকৃত এবং/বা অবাঞ্ছিত গণ্য হবে।

সৌমেন মুখার্জি (অ্যাডভোকেট)
মোবাইল : ০৯৪৭৪৩১৬৯২৮
ই-মেল : soumenmukherjeeskail@gmail.com
ফ্ল্যাট নং ১/২ , এসি-১, ফারসাইট চালস, নিউটাউন, কলকাতা -৭০০১৬৩

ভ্রম সংশোধন

গত 07/01/2026 তাং একদিন পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়েছিল সেখানে সঠিক আমমোক্তারনামা তাং 17/02/2023 (A.D.S.R), দলিলের তাং 14/03/2024 (A.D.S.R), L.R খতিয়ান 16042/1 হবে। ভুল প্রকাশের জন্য ত্রুটি মার্জনীয়।

NOTICE

Notice is hereby given that the original documents of Deed No. 2709 of the year 1945 and Deed no 2335 of the year 1945 relating two propertys situated at premises no 36 and 37, Sashi Bhusan Dey Street, under the Kolkata Municipal Corporation,word no 48,P S Muchi para , Kolkata -700012, have been lost/misplaced.

If anyone has any information or comes across the said documents, any claim or any legal demand, they are requested to contact the undersigned Advocate with in 15 days from the date of publishment of this notice.

Contact details.
Adv Siladitya Mondal
58D Pratapaditya Road
Kolkata 26 Ph 7003823274
Reg No. WB/670/2007

NOTICE

I, Priyanka Majhi D/o-Gopal Majhi, R/o-Vill. Saguna green belt Coloni, Po.Saguna, Ps.Kalyani, Dist-Nadia, Pin- 741245. I have Changed my name from Priyanka Majhi to Priyank Majhi & my Gender from Female to Male vide affidavit dt-08/01/2026 before Notary public at Kalyani, Nadia.

NOTICE

I, Sushmita Panigrahi D/o- Biswanath Panigrahi, R/o- 3/1C Ram Mohan Roy Road, Narkeldanga, Po. Raja Ram Mohan Sarani, Sub dist- Amherst Street, Kol-700009.I have Changed my name from Sushmita Panigrahi to Soumu Panigrahi & my Gender from Female to Male vide affidavit dt-09/01/2026 before Notary public at Calcutta.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল উত্তম ঘোষ, পিতা- মৃত সত্য ঘোষ বিগত ২৭/০৫/২০১৩ তারিখে A.D.S.R বারাসাত অফিসে ৩৪১২ নং আমমোক্তার নিযুক্তীয় গৌর ধাড়া, মৌজা- আমড়াডাঙ্গা J.L. NO- 70 খতিয়ান L.R.- 471 ও 472 ভুক্ত R.S. ও L.R. নং 71 দাগে দুই খতিয়ানে ২ কাঠা ২ ছটাক জমি, I-4943/2017 দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কনো আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে বারাসাত-I, B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

In the 2nd Court of Civil Judge(Senior Division), Paschim Medinipur
Other Suit No. 145/2012

শ্রীমতী স্বপ্না সাউ, স্বামী শ্রী বরুন সাউ, সাং- অলিগঞ্জ, থানা ও পোঃ মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। ....বাদিনী

বনাম

ছায়ারানী দত্ত-এর লোকান্তে তস্য ওয়ারিশগনঃ- ১) (ক) শ্রী দেবাশীষ দত্ত প্রঃ গোপাল দত্ত, পিতা- ৺অজিত দত্ত, ১) (খ) শ্রী নেপাল দত্ত, পিতা- ৺অজিত দত্ত, ১) (গ) শ্রী ভূপাল দত্ত, পিতা-৺অজিত দত্ত, ১) (ঘ) শ্রীমতী আল্পনা দত্ত, পিতা- ৺অজিত দত্ত, সর্ব সাং- ছোটবাজার, থানা ও পোঃ মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। ....বিবাদীগন

উপরোক্ত বাদিনী শ্রীমতী স্বপ্না সাউ নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে উপরোক্ত বিবাদীগন যথাক্রমে শ্রী দেবাশীষ দত্ত দীগর-এর বিরুদ্ধে চুক্তিপূরন বা Specific performance of contract and possession দাবীতে উপরোক্ত মোকদ্দমাটি উপরোক্ত বর্ণিত আদালতে উত্থাপন করিয়াছেন। উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমার পরবর্তী দিন আগামী ইং02/02/2026 তারিখে ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত ধার্য্য দিনে অত্র মোকর্দ্দমার ১) (খ) নং বিবাদী শ্রী নেপাল দত্ত, ১) (গ) নং শ্রী ভূপাল দত্ত, এবং ১ (ঘ) নং বিবাদিনী শ্রীমতী আল্পনা দত্ত হুজুরাদালতের জনৈক উকিলবাবু অথবা স্বয়ই হাজির না হইলে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা উক্ত বিবাদীগনের বিরুদ্ধে এক তরফা আদেশ হইয়া যাইবে।

-: তপশীল সম্পত্তির বিবরন:-

১) জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা ও পৌরসভা মেদিনীপুর, ওয়ার্ড নং - ৮, মহল্লা ছোটবাজার, হোল্ডিং নং ১১৭/২৫৯, জে. এল. নং-১৮৫, মৌজা- নবিনাবাগ বড়বাজার, আর. এস. খতিয়ান নং-৭৪১. এল. আর. খতিয়ান নং-১১২০ (১৬৫৫), আর. এস. দাগ নং-১৬২৯, বাস্তুভূমি ০.০৩০০একর ১৬৫১ বর্গফুট পুরাতন গৃহাদি । চৌহদ্দীঃ- উত্তর – পৌরসভা রোড ও বিবাদীগনের নিজস্ব জমি । দক্ষিন- শৈলজা মুখার্জী দীগর । পূর্ব- বুলু সাউ দীগর। পশ্চিম সুপ্রিয়া জানা । (২) রেজিস্ট্রীকৃত বায়নানামা দলিল নং ১৮৪২ তাং ১৮.০২.২০০৮ দাতা ছায়ারানী দত্ত গ্রহীতা স্বপ্না সাউ।

অনুমত্যানুসারে
Supriya Patra (সেরেস্তাদার)
দ্বিতীয় সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশন) আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর
Dt. 05.12.2025

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

প:ব: সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং: ২৭/০২/২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি শাশ্বত বিশ্বাস. পিতা- অশোক বিশ্বাস, সাং ও পো:- বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, পিন:-৭৪১১২১, কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার আর. এস. ১৭৩১৫ এল. আর ২১৩০৯ দাগের, এল.আর ৫৬২২৮ খতিয়ান থেকে ৪৩. ১২শতক সম্পত্তি গত ইং২০/০৫/২০২২ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-6894/2022 নং, এল.আর ৫৬২২৭ খতিয়ান থেকে ৪৩.১২শতক সম্পত্তি গত ইং১৫/০৭/২০২২ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I -9590/2022 নং এবং এল. আর ৫৬২২৯ খতিয়ান থেকে ২৬.৩৫ শতক সম্পত্তি গত ইং২১/০২/২০২৫ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I -2085/2025 মোট তিনটি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মোট ১১২.৫৯ শতক জমি মূল মালিক ১নং বৃষ্টি সাহা স্বামী- সজল কুমার সাহা, সাং ও পো:- বোয়ালিয়া, থানা সোনারপুর, পো:- রাজপুর, জেলা- দ:২৪ পরগণা, ২নং স্মৃতিকা সাহা স্বামী- মৃত পরেশ সাহা, সাং ও পো: গোয়ালদহ থানা কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, ৩নং বিদ্যুৎ কুমার সাহা পিতা মৃত পরেশ সাহা, সাং ও পো: গোয়ালদহ থানা কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, মহাশয়ের দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি এক্ষণে চন্দনা বিশ্বাস স্বামী উত্তম বিশ্বাস সাং জংলীতলা লেন, পো: ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়ার, ২৯/০৮/২০২৫ তারিখে A . D . S . R অফিসে ৯১৩৫/২০২৫ নং এবং ৯১৩৪/২০২৫ নং দলিলে আর এস. ১৭৩১৫ এল, আর দাগ ২১৩০৯, এল, আর খতিয়ান ৫৬২২৯ থেকে ২.৪৭ শতক + ২.৪৭ শতক, এল.আর খতিয়ান ৫৬২২৮ থেকে ১.২৪ শতক + ১.২৪ শতক, এল.আর খতিয়ান ৫৬২২৭ থেকে ১.২৪ শতক + ১.২৪ শতক, বিক্রয় করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে B.L.R.O কৃষ্ণনগর-১ ও A.D.S.R কৃষ্ণনগর যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

NOTICE

Under the instruction and advices of my clients 1) Sri Haradhan Das S/o. Late Ganesh Das @ Ganesh Chandra Das, 2) Sri Dilip Das, 3) Sri Bhim Das, both S/o. Late Sambhu Charan Das, all residents of Bazra, P.O. Mankundu, P.S. Bhadreswar, Dist. Hooghly, Pin 712139, 4) Smt. Pratima Patra W/o. Sri Haru Patra, of Helapukurdhar, P.O. & P.S. Chandernagore, Dist. Hooghly, Pin 712136, 5) Smt. Parul Bala Das W/o. Late Bhupen Das, 6) Sri Sailen Das S/o. Late Bhupen Das, both resident of Khalisani, Garan Road, P.O. Khalisani, P.S. Bhadreswar, Dist. Hooghly, Pin 712138, 7) Smt. Bina Biswas W/o. Sri Nemai Biswas, of Uttar Chandernagore, P.O. Buroshibtala, P.S. Chinsurah, Dist. Hooghly, Pin 712105, I am informing to the Public-

Two registered Power of Attorneys were executed by above named persons along with their two other brother & sister namely Bhuddhadeb Das S/o. Late Ganesh Das and Smt. Renuka Das W/o. Bakreshwar Das bearing General Power of Attorneys i) 253/2011, dt. 02/12/2011 and ii) 060400215/2015 dt. 01/07/2015 both were registered in the Additional District Sub Registry office, Chandannagar, Hooghly, in favour of Sri Bhabani Karmakar S/o. Debendranath Karmakar, of Beshohata, Bdamtala, Kabi Bharat Chandra Road, P.O. & P.S. Chandernagore, Dist. Hooghly, Pin 712136, to supervise, maintain, deal our property.

During the continuation of said two General Power of Attorneys the said two brother & sister namely of Attorneys the said two brother & sister namely Budhaded Das died on 11/12/2016 and Renuka Das died on 20/01/2015.

So, that as the two executors of the said General Power of Attorneys died. As such the said two General Power of Attorneys has been cancelled and became null and void automatically. So, at this stage, the said two General Power of Attorneys have no force and value at all.

Schedule of Property

Dist. Hooghly, P.S. Bhadreswar, Mouza Bazra, J.L. No. 4, R.S. Khatian No. 877, 128, R.S. Dag No. 120, 122, 123, 124 and 1274 total area measuring 30 Acre, Bastu, Viti, Bagan, Doba, Pukur and R.S. Khatian No. 350, R.S. Dag No. 170 area measuring 58 Satak Bagan, R.S. Dag No. 171 area 5 satak Viti, R.S. Khatian No. 641, R.S. Dag No. 909 area 1 Acre 59 Satak Bagan and R.S. Dag No. 510 are 58 Satak Pukur.

Sayan Das
Advocate
Chandannagar Court
Regn. No.- F/1159/927/21

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম কৃষ্ণনগরের ডিস্ট্রিক ডেলিগেট আদালত, নদীয়া
মিস কেস নং- ০৬/২০২৫ (সাক্‌সেসন)

দরখাস্তকারী ঃ- (১) শ্রীমতী সুতপা ব্যানার্জী, স্বামী-শ্রী কৌশিক ব্যানার্জী, সাং- নাসড়াপাড়া, ডাকঘর ও থানা- রানাঘাট, জেলা-নদীয়া, পিন - ৭৪১২০১, (২) শ্রী সৌমিত্র চ্যাটার্জী, পিতা- মৃত জ্যোতি প্রসাদ চ্যাটার্জী, (৩) শ্রীমত্যা কাঞ্চন চ্যাটার্জী, স্বামী- মৃত জ্যোতি প্রসাদ চ্যাটার্জী, ২ নং ও ত নং এর সাং- প্রিতিনগর (সাহাপাড়া), ৫ নং রাস্তা, ডাকঘর- পায়রাডাঙ্গা, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৩৮, (৪) শ্রী বিশ্বজিত মুখার্জ্জী, পিতা- মৃত বিশ্বনাথ মুখার্জ্জী, সাং- পি.এল. মুখার্জ্জী রোড, ডাকঘর ও থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১২৪ ।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে অবগত করানো যাইতেছে যে, মৃত আরতী গোস্বামী, স্বামী- মৃত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এর উপরিউক্ত ওয়ারেশনগণ তাহার ত্যাক্ত নিম্ন বর্নিত টাকা পাইবার জন্য অত্রাদালতে তাহাদের উকিলবাবু শ্রী আচিন্ত দেবনাথ মহাশয়ের মাধ্যমে আবেদন করিয়াছেন। নিম্ন তপশীল সম্পর্কে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে নিজে বা উকিলবাবু মাধ্যমে আপত্তি দাখিল করিবেন। নির্দিষ্ট দিনের পর আইন মোতাবেক আদালতের আদেশ হইবে। তপশীল (১) নদীয়া জেলা, সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া ।(a) মেইন ব্রাঞ্চ এর এ্যাকাউন্ট নং- ১৩৯০১০০৪৮৪৩৩, মূল্য-৩৪৯৯০১.৬৫/- এবং সুদ ০১.০৯.২০২৪ তারিখে। (b) মেইন ব্রাঞ্চ এর এ্যাকাউন্ট নং ১৩৯০১০২০৮০২৪, মূল্য- ৮৮৪৪.০০/- এবং সুদ Misc. Dep Security (General) (০১.০৯.২০২৪ তারিখে)। (২) ইন্ডিয়া পোষ্ট অফিস, কৃষ্ণনগর হেড অফিস, (a) এ্যাকাউন্ট নং ১০৫০২৪৯, রেজিস্ট্রেশন তারিখ- ১২.০১.২০১০, মূল্য- ২১০০০/- এবং সুদ। ২৩.১২.২০২৫ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও মোহর যুক্ত করা হইল।

আদেশানুসারে- রাজনারায়ন ব্যানার্জী,
সেরেস্তাদার, ডিষ্ট্রিক ডেলিগেট আদালত, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গাপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ই জানুয়ারি, ২৫শে পৌষ। শনি বার। সপ্তমী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধ ও বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা, মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : R নামের মানুষের থেকে উপকৃত হবেন। দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : S নামের মানুষের থেকে উপকৃত হবেন । জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : পরিবারের স্বজনদের চক্ষু শূল । সময় নেওয়া ভালো ।অতীব সুখ থাকছে। কথা বলতে আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : অর্থ সম্পর্কীয় শুভ। বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : ঈশ্বর আপনার পাশে।পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(আজ স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম তিথী উপলক্ষে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনে সর্বভারতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ভাটপাড়ায় গুলি-কাণ্ডে উদ্ধার ছ'টি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ১৩ রাউন্ড কার্তুজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চলতি বছরের ৪ জানুয়ারি ভাটপাড়া পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিমবাগান মাঠে হানা দিয়ে চার থেকে পাঁচ রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছিল একদল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ওইদিন রাতেই পুলিশ নৈহাটি থেকে পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে। পরে পুলিশ এই ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে ছয়টি আগ্নেয়াস্ত্র, ১৩ রাউন্ড কার্তুজ এবং অপরাধে ব্যবহৃত চারটি মোটর বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে। গুলি কাণ্ডে অভিযুক্ত বাকিদের পুলিশ খোঁজ চালাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, নির্বাচনের আগে ভাটপাড়া পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিমবাগান এলাকা থেকে গুলি কাণ্ডে অভিযুক্ত নৈহাটির বাসিন্দাদের কাছ থেকে পুলিশ ছয়টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ১৩ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে। শুক্রবার এই বিষয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং নিজের এক্স হ্যান্ডেলে টুইটে উল্লেখ করেছেন, 'পার্থ ভৌমিক ব্যারাকপুরকে অপরাধমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু উল্টে তিনি নির্বাচনে ভোট লুটের জন্য অপরাধীদের আশ্রয় দিচ্ছেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অপরাধীরা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনকি তৃণমূলের একাধিক কাউন্সিলর পরিচিত দাগি অপরাধী। তৃণমূল নেতারা-সহ অপরাধী এবং পুলিশের একটা অংশ মিলে তৈরি হওয়া 'সিন্ডিকেট' অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে।' তিনি টুইটে আরও উল্লেখ করেছেন, কয়েকমাস বাদেই বিধানসভা নির্বাচন। অথচ নির্বাচনের আগেই এলাকাটি অপরাধমূলক কার্যকলাপের হটস্পটে পরিণত হয়েছে। তবে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের আইনশৃঙ্খলার ওপর কড়া নজরদারি রাখার জন্য তিনি নির্বাচন কমিশন এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বাংলাজুড়ে 'ভরাট শিল্পে'র রমরমা: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জলাশয় কিংবা পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া বার্তা দিচ্ছেন। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করেই চলছে দেদার জলাভূমি ভরাটের মতো বেআইনি কারবার। অভিযোগ, গোটা বাংলাজুড়েই পুকুর কিংবা জলাশয় 'ভরাট শিল্পে'র রমরমা কারবার চলছে।

সূত্র বলছে, ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্র জলাভূমি ভরাটের শীর্ষে। অভিযোগ উঠেছে, শাসকদল এবং প্রশাসনের মদতেই এই বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে অবাধে চলছে জলাশয় কিংবা পুকুর ভরাটের মতো বেআইনি কাজ। ভাটপাড়া পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের পদ্মবিলের পর, এবার জমি হাঙরদের থাবা ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কেউটিয়ায়। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে সুবিশাল জলাভূমি ভরাটের কাজ চলছে জোরকদমে। ভরাটের পর সেই জমি লেজার ল্যান্ড লেভেলিং মেশিন দিয়ে সমতল করা হচ্ছে। এলাকাবাসীর নজর এড়াতে পুরো জমিটার চারদিক সবুজ রঙের চট দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। জলাভূমি ভরাট নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, পুকুর কিংবা জলাশয় ভরাটের ক্ষেত্রে মমতা ব্যানার্জি তৃণমূলের নেতা-সহ প্রশাসনিক কর্তাদের নৈতিক অধিকার দিয়ে দিয়েছেন। মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় পুকুর ভরাটের ক্ষেত্রে তাঁদের নৈতিক অধিকার আছে।

প্রাক্তন সাংসদের কথায়, জল সংরক্ষনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'জল ধরো, জল ভরো' প্রকল্প চালু করেছেন। অথচ 'জল ধরো, জল ভরো' স্লোগান এখন ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে। উল্টে 'তৃণমূল জিন্দাবাদ, পুকুর ভরাট জিন্দাবাদ' এখন এই স্লোগান বাজারে চলছে।

'শ্যাম স্টিল সবসময় বিশ্বাস করে যে যে সমাজে আমরা ব্যবসা করি, সেই সমাজের সেবা করাও আমাদের কর্তব্য। আমরা বহুরকমের সামাজিক কাজ করি, হ্যাপিনেস ড্রাইভ তার মধ্যে একটা। ২০২০ সাল থেকে প্রতি বছর শীতকালে আমরা বাংলার বিভিন্ন জায়গায় অনাথ, দুঃস্থ এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের শীতবস্ত্র, বইখাতা এবং পেন-পেন্সিল ইত্যাদি দিয়ে থাকি। সঙ্গে গোটা দিন ধরে ওদের নিয়ে নাচ, গান, খেলা, আঁকা প্রতিযোগিতা এবং খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করি। কিছু সময়ে আমরা শিশু ছাড়াও বৃদ্ধাশ্রমের বয়স্কদের এবং প্রতিবন্ধীদের জন্যও এই অনুষ্ঠান করে থাকি। এখন অবধি হ্যাপিনেস ড্রাইভ পাঁচ হাজারেরও বেশি শিশু এবং বয়স্কের জীবনে খুশি এনেছে। এবং প্রতি বছর আরো হাজার হাজার মানুষকে আমরা আনন্দ দিতে থাকব।'

জুটমিল খোলার দাবিতে রাস্তা অবরোধ

জুটশিল্প শেষের চক্রান্ত করছে তৃণমূল সরকার: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গত বছরের ২১ ডিসেম্বর রাতে আচমকা সাময়িক বন্ধের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয় জগদ্দলের জে জে আই জুটমিল কর্তৃপক্ষ। মিল বন্ধের জেরে কর্মহীন স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে চার হাজার শ্রমিক। মিল কর্তৃপক্ষ বন্ধের নোটিশে উল্লেখ করেছে, কাঁচা পাটের তীব্র অভাব এবং অস্বাভাবিক হারে কাঁচা পাটের দাম বেড়েছে। এদিকে মিল খোলার দাবিতে শুক্রবার সকালে প্রায় এক ঘন্টা ব্যস্ততম ঘোষপাড়া রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় সংযুক্ত শ্রমিক ইউনিয়ন। ইনটাক, বিসিএমইউ, জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং আই এনটিটিইউসি এই চারটি ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা এদিন বিক্ষোভে সামিল হন। অবশেষে পুলিশের হস্তক্ষেপে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। প্রশাসনের মাধ্যমে মিল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দশ দিন বাদে মিল ফের চালু হয়ে যাবে।

মিলের জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বিনয় কুমার মণ্ডল বলেন, কাঁচামালের অভাব দেখিয়ে মিল বন্ধ করা হয়েছে। অথচ মিলের গেটে সাময়িক বন্ধের নোটিশ ঝোলানো হয়েছে। বাধ্য হয়ে মিলের চারটে শ্রমিক ইউনিয়ন মিল খোলার দাবিতে আন্দোলনে সামিল হয়েছে। প্রশাসনের মাধ্যমে মিল কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে, দশ দিন বাদে মিল চালু হয়ে যাবে। অপরদিকে সিটু নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, শিল্পাঞ্চলজুড়ে অধিকাংশ জুটমিল আজ বন্ধ। আই-প্যাক কর্তার বাড়িতে এবং অফিসে ইডি হানার খবর পেয়ে সেখানে যাবার সময় আছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অথচ অভুক্ত মজদুরদের নিয়ে ওনার কোনও চিন্তা-ভাবনা করার সময় নেই। আর বিধায়ক ও সাংসদ ব্যস্ত আছেন উৎসব নিয়ে।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বহুতল আবাসনে ভোটকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বহুতল আবাসনে ভোটকেন্দ্র তৈরি করা হবে। রাজ্যের সাতটি জেলায় ৬৯টি বহুতল আবাসনে বুথ তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। এই সমস্ত আবাসনে ৩০০-র বেশি মানুষ বসবাস করেন।

তালিকা অনুযায়ী, দক্ষিণ কলকাতায় ২টি, উত্তর কলকাতায় ৮টি, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ২৫টি, উত্তর ২৪ পরগনায় ২২টি, হাওড়ায় ৪টি, পূর্ব বর্ধমানে ৩টি এবং হুগলিতে ৫টি বহুতল আবাসনে ভোটকেন্দ্র হবে। নির্বাচন দপ্তরের বক্তব্য, বহুতল আবাসনে বসবাসকারী ভোটারদের ভোটদানের সুবিধা বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত। এতে করে দূরে গিয়ে ভোট দেওয়ার প্রবণতা কমবে এবং ভোটার উপস্থিতি বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও আবাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে বলেও জানানো হয়েছে।

‘জনগণই আমার ভরসা’, কড়া নিরাপত্তার মাঝেই বার্তা বোসের

হুমকি উপেক্ষা করেই রাস্তায় রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে খুনের হুমকি দেওয়া ই-মেল ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল রাজ্য রাজনীতিতে। বৃহস্পতিবার রাতে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি আসার পরই লোকভবনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সল্টলেক এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। লোকভবনের এক উর্ধ্বতন আধিকারিক জানিয়েছেন, হুমকি মেলের সূত্র ও উদ্দেশ্য জানতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

হুমকির গুরুত্ব বিবেচনা করে রাজ্য পুলিশ ও সিআরপিএফ যৌথ ভাবে রাজ্যপালের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়। লোকভবনের প্রতিটি গেটে বাড়ানো হয় নজরদারি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। তবে সমস্ত সতর্কতার মাঝেও হুমকিকে কার্যত তোয়াক্কা করেননি সিভি আনন্দ বোস। শুক্রবার সকালে কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াই কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলার ডেকার্স লেনে প্রাতঃরাশ করতে বেরিয়ে পড়েন তিনি। হুমকি প্রসঙ্গে রাজ্যপালের স্পষ্ট বার্তা, ‘আমি জনগণকে বিশ্বাস করি, তারাও আমাকে বিশ্বাস করে। রাজ্যপালের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাজ, সবই মানুষের জন্য। আমি হুমকি মেলকে পাত্তা দিই না।’ লোকভবনের এক বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের দাবি, এটা প্রথম নয়। আগেও হুমকি এসেছে। তবুও রাজ্যপাল আত্মবিশ্বাসী, তিনি মনে করেন, বাংলার মানুষই তাঁকে রক্ষা করবে।

৬৩ কোটি মানুষ পেল, বাংলা বঞ্চিত, মানুষের দোষ কোথায়? নাড্ডার তোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা সফরে এসে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যনীতি নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। তাঁর অভিযোগ, পুরো দেশ যখন আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পাচ্ছে, তখন বাংলার মানুষকে ইচ্ছাকৃত ভাবে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

দু’দিনের বঙ্গসফরে এসে শুক্রবার কলকাতায় ‘ডক্টরস মিট’-এ অংশ নেন নাড্ডা। নবীন-প্রবীণ চিকিৎসক ও মেডিক্যাল পড়ুয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, এটি বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প। দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ, অর্থাৎ ৬৩ কোটি প্রান্তিক মানুষ এই বিমার আওতায় এসেছেন। ৩৩ হাজার হাসপাতাল প্যানেলভুক্ত, প্রায় ১০ কোটি মানুষ বিনা খরচে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা পেয়েছেন। স্বাস্থ্যনীতির প্রসঙ্গে নাড্ডার বক্তব্য, ২০১৭ সালে বিস্তৃত আলোচনা, আঞ্চলিক সম্মেলন ও লক্ষাধিক প্রস্তাবের ভিত্তিতে নতুন জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি চালু হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে দেশে গড়ে উঠেছে ১ লক্ষ ৮১ হাজার আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির।

এরপরই সরাসরি রাজ্য সরকারের দিকে অভিযোগের তির। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, ‘আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বাংলার জন্য আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু হয়েছিল। পরে জানতে পারি, সেই কার্ড ছিঁড়ে ড্রেনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সাধারণ মানুষের দোষ কোথায়?’ নাড্ডার সংযোজন, তএই কার্ড দেশের যে কোনও প্রান্তে ব্যবহারযোগ্য। হিমাচলে অসুস্থ হলেও চিকিৎসা হবে, খরচ বহন করবে বাংলা। ৭০ বছরের উর্ধ্বে প্রত্যেকে আজীবন এই সুবিধা পেতে পারেন, কিন্তু বাংলার মানুষ পাচ্ছেন না। শেষে রাজনৈতিক বার্তাও স্পষ্ট। তাঁর কথায়, যে রাজ্যগুলো আগে বিরোধিতা করেছিল, সেখানেই এখন আয়ুষ্মান ভারত চালু। বাংলাতেও পদ্মফুল ফুটবে, আর এই প্রকল্পও চালু হবে।

ফাইল ‘চুরি’র অভিযোগে যুব মোর্চার মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডির অভিযানকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিলে পাল্টা পথে নামল বিজেপির যুব মোর্চা। শুক্রবার ধর্মতলা মোড়ের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবরুদ্ধ করে তারা বিক্ষোভ দেখায়।

বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি, রাজ্য বিজেপি নেতা সৌমিত্র খাঁসহ দলের কয়েকজন শীর্ষনেতা। পথে টায়ার জ্বালানো হয় এবং ‘মমতার ফাইল চুরি বন্ধ কর’;এ ধরনের স্লোগান উচ্চারিত হয়। মূলত মমতার বিরুদ্ধে ফাইল ‘চুরি’র অভিযোগকে কেন্দ্র করে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি নেওয়া হয়।

দু’টি পরিষেবামূলক বিষয় নিয়ে ভোট ময়দানে জনসংযোগে জোর নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাকা বাড়ি এবং বাড়ির বাইরে পাকা রাস্তা, এই দু’টি পরিষেবামূলক বিষয়কে সামনে রেখেই বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনসংযোগ জোরদার করতে চাইছে নবান্ন। সেই লক্ষ্যেই তিনটি কর্মসূচির ওপর বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই এই কর্মসূচিগুলির কাজ দৃশ্যমান করতে বলা হয়েছে প্রশাসনকে। কর্মসূচিগুলি হল ‘বাংলার বাড়ি’, ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ এবং ‘পথশ্রী’।

তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের ধারণা, এই তিনটি প্রকল্পকে সামনে রেখেই ভোটের ময়দানে বিজেপির মেরুকরণের রাজনীতির মোকাবিলা করা সম্ভব। শাসকদলের অন্দরের বক্তব্য, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত পাকা বাড়ি ও রাস্তার মতো বিষয়ই ভোটের সময় সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র হতে পারে। ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে আগের দফায় ১২ লক্ষ পরিবারকে অর্থ দিয়েছিল রাজ্য সরকার। বিধানসভা ভোটের আগে আরও ১৬ লক্ষ পরিবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আবাসনের প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, জানুয়ারি মাসের মধ্যেই এই অর্থ উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে, যদিও নির্দিষ্ট তারিখ এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

দু’দফা মিলিয়ে মোট ২৮ লক্ষ পরিবার পাকা বাড়ি তৈরির জন্য সরকারি সহায়তা পাচ্ছে। তার মধ্যে ১২ লক্ষ পরিবার ইতিমধ্যেই দুই কিস্তির টাকা পেয়ে গিয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গড়ে প্রতি পরিবারে চার জন সদস্য ধরে নিলে এই প্রকল্পে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপভোক্তার সংখ্যা সওয়া এক কোটির কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। তৃণমূলের অন্দরে আশা, এই পরিবারগুলির ভোটের বড় অংশ শাসকদলের ঝুলিতেই আসবে। যদিও অন্য একটি মহলের মতে, প্রতিটি পরিবারের সব সদস্য ভোটার নাও হতে পারেন, ফলে প্রকৃত সংখ্যাটি এক কোটির নীচেই থাকার সম্ভাবনা।

আবাসনের পাশাপাশি ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ প্রকল্পেও জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার। বুথপিছু ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এই কর্মসূচিতে। পাড়ার রাস্তা, সৌরবাতি, ছোট সেতু নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। বড় রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য শুরু হয়েছে ‘পথশ্রী-৪’। এই প্রকল্পে সারা রাজ্যে প্রায় ২০ হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ চলছে। এই তিনটি কর্মসূচিকে ঘিরে মাঠে নামতে বলা হয়েছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরও। দলীয় স্তরে সতর্কবার্তা দিয়ে বলা হয়েছে, কাজের গতি ও দৃশ্যমান অগ্রগতি যেন মানুষের চোখে পড়ে।

উল্লেখযোগ্য ভাবে, গত কয়েক বছর ধরে একাধিক প্রকল্পে রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ থাকার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। সেই প্রেক্ষিতেই রাজ্যের নিজস্ব উদ্যোগে এই কর্মসূচিগুলিকে ভোটের আগে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে।

এর মধ্যেই গত দেড় দশকে রাজ্য সরকারের কাজের খতিয়ান তুলে ধরে একটি ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই পাঁচালির গান গেয়েছেন ইমন চক্রবর্তী। তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা পাড়ায় পাড়ায় সেই গান বাজিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন। ওই পাঁচালিতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিধানসভা ভোটের আগে এই উন্নয়নের আখ্যানকেই অস্ত্র করে মাঠে নামতে চাইছে শাসকদল।

‘নিজেকে রাষ্ট্রপতি ভাবছেন মুখ্যমন্ত্রী’

আইপ্যাক-ইডি বিতর্কে তোপ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের সল্টলেকের বাড়ি ও দপ্তরে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তল্লাশি এবং সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘটনাস্থলে পৌঁছে নথি নিজের হেফাজতে নেওয়ার ঘটনাকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে ঝড় উঠেছে। এই আবহেই মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

শুক্রবার শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়ে শমীক বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বলে মনে করছেন। রাজ্যপাল বা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, কিছুই তাঁর কাছে গুরুত্ব পায় না।’ তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, আইপ্যাক, ইডি-কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা রাজ্যের ভাবমূর্তিকে গোটা দেশের সামনে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

শনিবার শিলিগুড়িতে বিজেপির জনসভায় যোগ দিতে এসেই শমীক আরও বলেন, প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীই করেন, উত্তরও তিনিই লিখে দেন। সব বিষয়ে তিনিই শেষ কথা। এর ফলেই পশ্চিমবঙ্গ আজ জাতীয় স্তরে হাস্যস্পদ। তাঁর দাবি, এই ঘটনার মধ্য দিয়ে শাসকদল নিজেই প্রমাণ করেছে যে তারা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির গভীরে ডুবে রয়েছে।

তৃণমূলের অভিযোগ, পালটা অভিযোগ প্রসঙ্গে বিজেপি রাজ্য সভাপতির মন্তব্য, রাজ্যে পুলিশ ও সিআইডিকে যে ভাবে রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করা হয়, তেমনটাই কেন্দ্রীয় সংস্থার ক্ষেত্রেও ভেবে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সংবিধান এভাবে চলে না। তিনি আরও যোগ করেন, এই সরকারের কাছে সংবিধানের কোনও মর্যাদা নেই। যাঁরা সংবিধানের রক্ষক, তাঁদের এখনই হস্তক্ষেপ করা উচিত।

শমীক প্রশ্ন তোলেন, যে নথি তদন্তকারী সংস্থার হেপাজতে ছিল, তা কীভাবে মুখ্যমন্ত্রী তুলে নিলেন? কার ক্ষমতায়? তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে কোনও রাজনৈতিক সংকট নেই, কিন্তু রাজনৈতিক শালীনতা ও সাংবিধানিক কাঠামো পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। তিনি বলেন, একসময় মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে দুর্নীতির অভিযোগে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। আজ তিনিই সরকারি আধিকারিকদের হুমকি দেন, ফাইল ছিনিয়ে নেন, কয়লা কেলেঙ্কারির অভিযুক্তদের আড়াল করার চেষ্টা করেন। আদালতে মামলার শুনানির দিন তৃণমূলের ভূমিকা নিয়েও তোপ দাগেন তিনি। শমীকের বক্তব্য, নিজেদের আইনজীবী আর দলীয় লোক দিয়ে আদালতের চিন্তাভাবনাকেই হাইজ্যাক করার চেষ্টা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, গতকাল ছিল বাংলার জন্য এক অন্ধকার দিন। গোটা দেশ দেখেছে কী ভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজের রাজনৈতিক ভাবমূর্তির শেষ অধ্যায় লিখে ফেলেছেন। শমীকের কটাক্ষ, তৃণমূলে আজ আর রাজনীতি নেই, আছে শুধু একজন ব্যক্তি ও ক্ষমতা বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা।

প্রতিদিন ১০০ ফুট গর্ত, এ আর চলতে পারে না, বেআইনি মাটি কাটায় কড়া হুঁশিয়ারি হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেআইনি মাটি কাটা রুখতে এবার কড়া অবস্থান নিল কলকাতা হাইকোর্ট। নদিয়ার জলঙ্গি নদী সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ মাটি কাটা নিয়ে দায়ের মামলার শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, দু’সপ্তাহের মধ্যে জেলাশাসকদের সার্কুলার জারি করে কঠোর নির্দেশিকা আনতেই হবে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, তনির্দেশ মানা না হলে আদালত কঠোর পদক্ষেপে যেতে বাধ্য হবে।দ নির্দেশিকার কপি আদালতে পেশ করাও বাধ্যতামূলক।

মামলাকারীর আইনজীবী শমীক বাগচি শুনানিতে জানান, প্রতিদিন ৭০ থেকে ১০০ ফুট গভীর করে মাটি কাটা হচ্ছে। ফলে এলাকায় ২ থেকে আড়াই হাজার ফুট জুড়ে মৃত্যু-কুয়োর মতো গর্ত তৈরি হয়েছে। কুমিরমারি ড্যাম থেকে চাপড়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় একই ছবি, এমনটাই দাবি। আবেদনকারীর অভিযোগ, ইটভাটার মালিকদের একাংশ প্রশাসন ও থানার সঙ্গে যোগসাজশে মোটা টাকার বিনিময়ে এই লুট চালাচ্ছে। চাষের জমি থেকে বসতভিটে, সবই বিপদের মুখে পড়েছে। একাধিকবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোনও ফল না-মেলায় শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টে মামলা।

উল্লেখযোগ্য ভাবে, ২০২৫ সালে একই ধরনের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান, সে বিষয়ে তিনি অবগত নন। যা প্রশাসনিক উদাসীনতাকেই সামনে এনেছে বলে আদালতে মন্তব্য। ভোটের মুখে বেআইনি মাটি কাটা নিয়ে এই নতুন মামলা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে চাপ বাড়াল, পরবর্তী শুনানিতে আদালতের অবস্থান এখন সকলের নজরে।

আইপ্যাক মামলায় হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাকের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টে আইপ্যাক-কাণ্ডের দু’টি মামলার শুনানি শুক্রবার বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির কারণে সম্পন্ন হয়নি। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ পরিস্থিতি সামলাতে না-পেরে উভয় মামলার শুনানি ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। শুনানির সময় চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তোলেন ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল ধীরজ ত্রিবেদী। তিনি দাবি করেন, মামলার সঙ্গে যুক্ত জরুরি আলোচনার ঠিক সময়ে তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক করা হয়। তিনি আদালতে জানান, মামলার বিষয়ে সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজুর সঙ্গে কথা বলার সময় হঠাৎ হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনার ফলে তদন্ত সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদানে বড় ধরনের বিঘ্ন তৈরি হয়েছে।

ডেপুটি সলিসিটর জেনারেলের কথায়, হ্যাকের ঘটনা প্রায় দেড়টা নাগাদ ঘটে। তিনি ইতিমধ্যেই লালবাজারে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়েরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ঘটনা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের সঞ্চার করেছে, বিশেষত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এবং তৃণমূলের মধ্যে সংঘাতের পটভূমিতে। আইপ্যাক-কাণ্ডের শুনানিতে উভয় পক্ষের উপস্থিতি ছিল, কিন্তু এজলাসে অতিরিক্ত ভিড় ও চেঁচামেচির কারণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এই হ্যাকের অভিযোগ এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি আদালতে নতুন আইনি ও সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্ন তুলেছে।

১৪ জানুয়ারির পরবর্তী শুনানায় আদালত কী পদক্ষেপ নেবে, তা পুরো রাজ্যেই নজরকাড়া বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইপ্যাক মামলা শুধুমাত্র রাজনৈতিক উত্তাপ নয়, এটি এখন প্রশাসনিক ও ডিজিটাল নিরাপত্তার দিক থেকেও নজরকাড়া হয়ে উঠেছে।

ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে ইডি হানার প্রতিবাদে উত্তর কলকাতা তৃণমুল কংগ্রেস মাইনরিটি সেলের সভাপতি গোপাল সাহার নেতৃত্বে পথে নেমে প্রতিবাদ মিছিল করলেন ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমুল কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দরা। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পুরমাতা প্রিয়াঙ্কা সাহা সহ তৃণমুল কংগ্রেসের সদস্য-সমর্থকরা।

এসআইআর শুনানির লাইনে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুনানিতে এসে প্রাণ গেল লিলুয়ার বৃদ্ধ ভোটারের। রাজ্যে এসআইআর শুনানিকে ঘিরে ফের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য। হাওড়ার লিলুয়া চকপাড়ার বাসিন্দা মদন ঘোষ (৬৫) শুক্রবার বালি-জগাছা ব্লকের কোনা বিডিও অফিসে এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেই তিনি লুটিয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। দ্রুত হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল নেতৃত্ব। বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ বলেন, এসআইআরের নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানির ফলেই এই মৃত্যু।

আজকেও পিছু ছাড়ছে না শীত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোরের কুয়াশা, সকালের ঠান্ডা আর দুপুরে মৃদু রোদের মায়াবী উপস্থিতি; বাংলার আবহাওয়া আপাতত এই দ্বৈত সুরেই বাঁধা। অগ্রহায়ণের শেষপ্রান্ত পেরিয়ে পৌষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বঙ্গবাসী টের পাচ্ছেন দীর্ঘমেয়াদি শীতের ইনিংস। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে, যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে গাঙ্গেয় বঙ্গে তেমনভাবে দেখা যায়নি।

পশ্চিমের জেলাগুলিতে শীতের দাপট বরাবরের মতোই বেশি, কার্যত উত্তরবঙ্গের সমতুল্য। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সপ্তাহান্তে দিনের তাপমাত্রা সামান্য চড়লেও ঠান্ডার প্রকোপ আপাতত কমছে না। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের বক্তব্য, আগামী সপ্তাহের শুরুতে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে, তবে পৌষ সংক্রান্তির সময় ফের শীত জাঁকিয়ে বসবে কি না, তা এখনই বলা যাচ্ছে না।

আজ কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আকাশ থাকবে মূলত পরিষ্কার। তবে ভোর থেকে বেলা পর্যন্ত ঘন কুয়াশা দাপট দেখাবে। আজকে শহরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে, আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করবে ২১,২২ ডিগ্রির মধ্যে। অর্থাৎ, তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও স্বাভাবিকের নিচেই থাকবে। উত্তরবঙ্গেও শীতের গিয়ার বদলের ইঙ্গিত নেই। পাহাড় থেকে সমতল, সর্বত্রই কুয়াশার চাদরে মোড়া সকাল। আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, কয়েকটি জেলায় দৃশ্যমানতা ৫০ থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে নেমে আসতে পারে। সেই কারণেই দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে ‘শীতল দিন’-এর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিশেষজ্ঞরা।

মেলার আগেই আতঙ্ক, লক্ষ্মণ ভালো নয়, গঙ্গাসাগরে আগুন ঘিরে বিস্ফোরক প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেলা শুরুর ঠিক আগের দিনই অগ্নিকাণ্ডে কেঁপে উঠল গঙ্গাসাগর। শুক্রবার ভোররাতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল কপিলমুনির আশ্রম চত্বর সংলগ্ন ২ নম্বর রোড। ভোর পাঁচটা নাগাদ আচমকা আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যায় অস্থায়ী ছাউনিগুলিতে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের এলাকায়। ঘন কুয়াশার মধ্যে আগুনের সেই ভয়াল দৃশ্য আতঙ্ক ছড়ায় পুণ্যার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুকনো হোগলা পাতায় তৈরি ছাউনির একটিতেই প্রথম আগুন লাগে। দাহ্য উপকরণের কারণে আগুন দ্রুত ভয়াবহ আকার নেয়। একের পর এক ছাউনি আগুনের গ্রাসে চলে যায়। প্রথমে স্থানীয়রাই বালতি হাতে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। এরপর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ও পুলিশ প্রশাসন।

সাগর ব্লকের বিডিও কানাইয়া কুমার রাও বলেন, ‘খবর পেয়েই আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছই। পাঁচটি দমকল ইঞ্জিন আসে। এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। প্রাথমিক ভাবে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগতে পারে বলে অনুমান। যদিও ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণ হিসেব ও আগুনের প্রকৃত কারণ এখনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’ মেলা শুরুর মুখে এমন ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পরিস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য, গঙ্গাসাগরের পুলিশ কন্ট্রোল রুম আগুনে ভস্মীভূত, লক্ষ্মণ কিন্তু ভালো নয়!

সম্পাদকীয়

সাগরমেলায় প্রস্তুতি থেকে নজরদারি, শুধুই কি আইওয়াশ!

এত প্রস্তুতি! এত নজরদারি! মেলার আগে বৈঠক, পরে বৈঠক। এত আড়ম্বর। নবান্নে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে বৈঠক, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বৈঠক, শুরুর আগে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর মেলা চত্বর পরিদর্শন, তাহলে সবটাই কি লোকদেখানো? আইওয়াশ! এবার কিন্তু প্রশ্নটা উঠছে। ওঠার কারণও আছে। কারণ, মনে রাখতে হবে এই মেলার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত কয়েক লক্ষ মানুষ। যে সব পূণ্যার্থীরা মেলায় আসেন শুধু তাঁরাই নয়, মেলায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি পরিষেবা দেওয়ার জন্য থাকে অনেক মানুষ। সবমিলিয়ে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। সেটাকে নিরাপদে ও সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করতে লাগে প্রশাসনিক নজরদারি। আর সেটাই যদি না থাকে তো এত আড়ম্বর তো শুধুই লোক দেখানো। গঙ্গাসাগর মেলায় যা হচ্ছে, এটাকে আর কীই বা বলা যায়! বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে মেলার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। আর তারপর ২৪ ঘন্টাও কাটল না, মেলা চত্বরে অগ্নিকাণ্ড। আগত পূণ্যার্থীদের থাকার জন্য একাধিক অস্থায়ী ছাউনি তৈরি করা হয়েছিল সাগরদ্বীপে। সেই ছাউনিগুলিতেই আগুন লেগে যায়। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে ছাউনিগুলি। শুধু তাই নয়, ভিতর থেকে বিস্ফোরণের শব্দও আসতে থাকে। কোনও এলপিজি সিলিন্ডার থেকে এই বিস্ফোরণ কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভোররাতে মেলার ২ নম্বর স্নানঘাট এলাকায় অস্থায়ী ছাউনিতে আগুন লাগে। মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে পুলিশ, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর, সংবাদমাধ্যম এবং বজরং পরিষদের একাধিক অস্থায়ী শিবিরের। ছাউনিগুলি সহজ দাহ্য হওয়ায় আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তবে স্বস্তির খবর একটাই। বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। মকরস্নানের আগেই এই অগ্নিকাণ্ডে বেশ আতঙ্ক ছড়িয়েছে মেলা প্রাঙ্গণে। কারণ মেলার মূল আকর্ষণ এখনও বাকি। সবে মানুষ আসছেন। এরপর তো ঢল নামবে। যাঁরা কথায় কথায় প্রয়াগরাজের কুম্ভমেলার ঘটনার কথা তুলে আক্রমণ করে তারা কি এবার নিজেদের দায়িত্বটা ঠিকঠাক পালন করবেন?

শব্দছক ৩৯

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	৫
	■	৬			■	৭	
৮	৯		■	১০	১১	■	
১২		■	১৩			১৪	■
■	১৫	১৬			■	১৭	১৮
১৯	■	২০		■	২১		
২২	২৩	■	২৪			■	
২৫				■	২৬		

পাশাপাশি: ১. মাহাত্ম ৩. পলকহীন ৬. শিরা ৭. গন্ডদেশ ৮. বলিষ্ঠ উত্তর ১০. ময়ূরের ডাক ১২. পা ১৩. অভিপ্রায় ১৫. তাজমহলের নির্মাতা ১৭. নতুন ২০. শত্রু ২১. অঞ্জন ২২. লজ্জার কাব্যরূপ ২৪. রক্ত ২৫. গভীর তৃপ্তি বা আনন্দ ২৬. রম্ভা

ওপর-নিচ: ১. মনে মনে মন্ত্র আওড়ানো ২. শ্রীকৃষ্ণ ৩. গৃহহীন ৪. বাঁশ বা কঞ্চির লম্পা দন্ড ৫. ছিলিম ৯. ছাড় বা বিয়োগ ১১. সময়, যুগ ১৩. মহাত্মা ব্যক্তি ১৪. বনে জন্মায় যা ১৬. বলবৎ ১৮. শক্তিধর ১৯. অসংলগ্ন কথাবার্তা ২১. কর্মসম্পাদক ২৩. সোনালি বা রুপোলি তারে মোড়া সুতো

সমাধান ৩৮ — পাশাপাশি: ১. কন্যা ২. কল্পলোক ৪. দাব ৬. কারবার ৮. তুলনা ১০. রক্ত ১১. কেরালা ১২. বীজন ১৪. টিপ ১৬. সজল ১৭. মহাকাল ১৯. চট ২০. ফাঁকাফাঁকা ২১. ইরা

ওপর-নিচ : ১. কর্মকার ২. কবর ৩. লোভাতুরা ৪. দাবা ৫. মানা ৭. রক্তবীজ ৯. ললাটিকা ১৩. জলঢাকা ১৫. পলস্তরা ১৬. সখা ১৭. লচকা ১৮. হাট

আজকের দিন

- **১৮৬৩** — লন্ডনে (মেট্রোপলিটন লাইন) বিশ্বের প্রথম ভূগর্ভস্থ রেলপথ চালু হয়।
- **১৯৪৬** — চাঁদ থেকে প্রথম রাডার সংকেত পাঠানো হয়।
- **১৯৬৬** — ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সমাধানের জন্য ভারত ও পাকিস্তান তাসখন্দ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে।
- **১৯৭২** — পাকিস্তানে কারারুদ্ধ হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

জন্মদিন

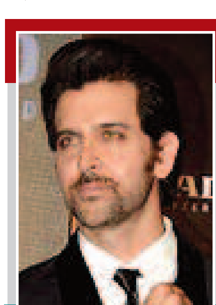

ঋত্বিক রোশন

১৯৩০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক বাসু চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৪০ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কে জে যেশুদাসের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ঋত্বিক রোশনের জন্মদিন।*

কবিগুরুর শান্তিনিকেতন মহাত্মা গান্ধীর কাছে ছিল ‘ভারত দর্শন’

তাপস চট্টোপাধ্যায়

একবার এক জাপানি পর্যটক বাংলায় এসেছিলেন। গান্ধীজি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি দেখেছো বাংলায়?’ উত্তরে সেই জাপানি পর্যটক বলেন, তিনি হ্যামিল্টন সাহেবের গোশালা দেখেছেন। মৃদু হেসে গান্ধীজি বলেন, " Gosala is Gosala– but Santiniketan is India."

‘শান্তিনিকেতন’, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার এক রুক্ষ অনুর্বর প্রান্তরে এক মহর্ষির ভাবাদর্শে গড়ে উঠেছিল এই মিলনায়তন। এখানেই বসে একজন কবি হয়ে উঠছিলেন ‘বিশ্বকবি’। বিশ্বের একাধিক প্রবাদপ্রতিম কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী বারংবার এই কবিতীর্থে এসেছেন। এখানেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক জননেতা একসময় হয়েছিলেন ‘মহাত্মা’।

গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন মোট পাঁচবার । ১৯১৫, ১৯২০, ১৯২৫, ১৯৪০ এবং ১৯৪৫। শেষবার এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথহীন শান্তিনিকেতনে।

দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারত, দুটি দেশই তখন বৃটিশ উপনিবেশবাদের শিকার। গান্ধীজি ঠিক করেছিলেন তিনি ইংল্যান্ডের উপনিবেশ সচিবের সাথে দেখা করে দু দেশের বৃটিশ শাসকদের অহেতুক অত্যাচারের ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করবেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রচেষ্টার মুল বাধা হয়ে দাঁড়ালো দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর প্রিয় ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকদের নিরাপত্তা। ইতিমধ্যে ১৯১৪ সালে সি এফ অ্যান্ড্রুজ যোগ দিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। গান্ধীজির সমস্যার কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে জানালেন। ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম পত্রে গান্ধীজিকে লিখলেন, " That you could think of my school as the right and the likely place where your Phoenix boys could take shelter when they are in India–has given me real pleasure and that pleasure has greatly enhanced when I saw those dear boys in that place éôééôééôé I write this letter to thank you for allowing your boys to become our boys as well and thus form a living link in the Sadhana in both of our lives."

(আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য এই চিঠি লিখছি, আপনি আপনার ছেলেদের আমাদের ছেলে হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, আর এইভাবে আমাদের দুজনের জীবনের সাধনার জীবন্ত যোগসূত্র তৈরি হয়েছে।)

গান্ধীজি ইংল্যান্ড থেকে ফিরে অনেকটা স্বস্তি পেলেন ,যখন জানতে পারলেন যে ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক, তাঁর পুত্র দেবদাস, মগনলাল, রাজঙ্গম, কোটাল, সকলেই শান্তিনিকেতনে সুস্থভাবে আছেন। আর সময় নষ্ট না করে ১৯১৫ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সাথে সহধর্মিনী কস্তুরীবাঈকে নিয়ে পৌঁছোলেন বোলপুরে। ইতিমধ্যেই গান্ধীজির আসার খবরে আশ্রমের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, আবাসিকদের মধ্যে উৎসাহের অন্ত ছিল না। আশ্রমের প্রতিটি কোনা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা থেকে সস্ত্রীক মহাত্মাকে বৈদিক রীতিতে বরণের সমস্ত আঙ্গিক ছিল নিখুঁত। মুল প্রবেশ দ্বারে তোরণ, আসন বেদিতে আলপনা, বেদির চারকোনে কলাগাছ, আম্রপল্লব, ডাব, জলপূর্ণ মাটির ঘট, আয়োজনে কোন ত্রুটি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন না, সস্ত্রীক গান্ধীজিকে অভ্যর্থনার দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক অ্যান্ড্রুজ এবং অধ্যাপক সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার। তাঁরাই সস্ত্রীক গান্ধীজিকে নিয়ে বর্ধমান থেকে ট্রেনে বোলপুর পৌছোন। স্টেশনচত্বরে তখন তিল ধারণের স্থান নেই। আশ্রমিক ছাড়াও এলাকার মানুষরা আগেভাগেই ভীড় জমিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল মহাত্মাকে একঝলক কাছ থেকে দেখা। স্টেশনের বাইরে গাড়ি তৈরি ছিল কিন্তু সস্ত্রীক গান্ধীজি পায়ে হেঁটেই আশ্রমে পৌঁছোলেন। শান্তিনিকেতনে প্রথমবার গান্ধীজীর সেই পদার্পণ ছিল অনেকটা দেব আরাধনা র মতো বর্ণময় ।প্রথমে ফুল আর চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বরণ তারপর সস্ত্রীক মহাত্মাকে মাটির বেদিতে অধিষ্ঠান, প্রবল শঙ্খ এবং উলুধ্বনির সাথে মাল্যদানপর্বের সমাপ্তিতে জল দিয়ে অতিথিদের পা ধুইয়ে কস্তুরবাঈ এর সিঁথিতে সিঁদুর দানের পর গৃহপ্রবেশ। পবিত্র সেই মুহূর্তে শাস্ত্রীয় সংগীত পরিবেশন করলেন সঙ্গীতাচার্য ভীমরাও শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন পাঠ করলেন সংস্কৃত শ্লোক। গান্ধীজির ইচ্ছে ছিল কয়েকটা দিন শান্তিনিকেতনে বিশ্রাম নেবেন কিন্তু তেমনটা হল না । ২০শে ফেব্রুয়ারি গোপাল কৃষ্ণ গোখেলের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অবিলম্বে পুণে ফিরতে হল ।

৬ই মার্চ গান্ধীজি দ্বিতীয় বারের জন্য ফিরলেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ তখন শ্রীনিকেতনের কুঠিবাড়িতে ‘ফাল্গুনী’ নাটক লেখায় ব্যস্ত। সেবার আশ্রম পরিদর্শন করে গান্ধীজি খুশি হতে পারলেন না। আশ্রমের আবাসিক ছাত্রদের জন্য পাচক, পাকশালায় ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর পংক্তিতে আলাদা আলাদা ভোজনের ব্যবস্থা গান্ধীজির কাছে ছাত্রদের স্বাবলম্বী এবং উদারমনস্কতার পরিপন্থী বলেই মনে হল। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু গান্ধীজির সাথে একমত হতে পারলেন না। তাঁর মনে হয়েছিল যে, ছাত্রদের এই প্রকার কঠোর জীবন যাপনে বাধ্য করার সিদ্ধান্ত তাদের স্বাধীন চিন্তা এবং পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে বাধাসৃষ্টি করতে পারে।

একদিকে বিশ্বভারতী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিপুল অর্থের যোগান অন্যদিকে নিজের স্বাস্থ্যের ক্রমাগত অবনতি কবিমনে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর অবর্তমানে বিশ্বভারতীর ভবিষ্যত নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই কাতর হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে উত্তর ভারত পরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথ দিল্লিতে গান্ধীজির কাছে বিশ্বভারতীর আর্থিক ঘাটতির ব্যাপারে সবিস্তারে জানালেন। সেবারের মতো গান্ধীজি বিড়লাদের থেকে ষাট হাজারের একটা চেক রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিলেন। এরপর মাত্র চার বছরের ব্যবধানে কবির শারীরিক অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হতে শুরু করে। বার্ধক্য জনিত রোগে তিনি প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। সালটা ছিল ১৯৪০ এর ১৮ই ফেব্রুয়ারি, তাঁর গুরুদেবের অসুস্থতার খবর পেয়ে মহাত্মা অতিসত্তর সস্ত্রীক চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। আম্রকুঞ্জে সারাটা দিন দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু মেতে উঠলেন গল্পগুজবে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষকে নিয়ে চললো হাজারো পরিকল্পনা। উত্তরায়ণের পাঁচটি বাড়ির মধ্যে গান্ধীজীর পছন্দ ছিল খড়ের চালের মাটির বাড়ি ‘শ্যামলী’। সেখানেই সস্ত্রীক গান্ধীজির রাত্রি যাপনের বন্দোবস্ত করা হল।

পরদিন ১৯শে ফেব্রুয়ারি। এবার ফেরার পালা, শান্তিনিকেতন ছাড়ার পালা, দুই মহাপুরুষের চিরকালীন বিচ্ছেদের ঐতিহাসিক মুহূর্ত। গান্ধীজি গাড়িতে ওঠার আগে রবীন্দ্রনাথ খামের মধ্যে একটা চিঠি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, ‘গাড়িতে পড়বেন’।

তাঁর গুরুদেবের স্বহস্তে লিখিত সেই চিঠিতে ছিল মহাত্মার প্রতি কবির শেষ আবেদন, ‘বিশ্বভারতী আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল। আমি এখন অন্য পথের যাত্রী। এর স্থায়িত্বের ভার আপনার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেম।’

শান্তিনিকেতনে কবির সান্নিধ্যে সেদিনের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত পরবর্তী কালে গান্ধীজির রাজনৈতিক জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল। শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে গান্ধীজি লিখেছিলেন, "The visit to Santiniketan was pilgrimage to me"। (শান্তিনিকেতন দর্শন আমার কাছে তীর্থদর্শনের মতো।)

ডিজিটাল শিক্ষা: সুবিধা নাকি চ্যালেঞ্জ

সুদীপ গুহ

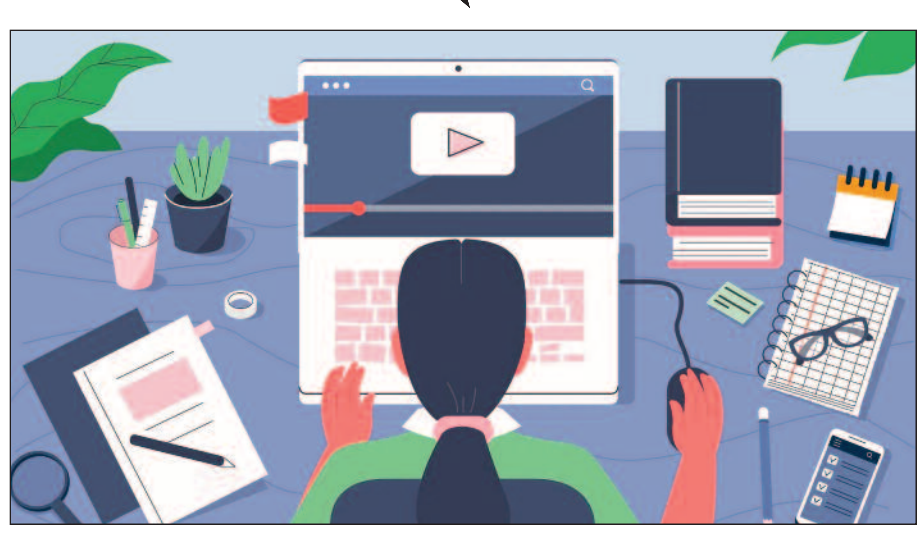

ডিজিটাল যুগে আমরা যখন প্রতিদিনের জীবনের সব ক্ষেত্রকে প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে দেখি, তখন শিক্ষার ক্ষেত্রও তার বাইরে নেই। সাম্প্রতিক কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, কোভিড-১৯ মহামারির সময় শিক্ষার প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ একটি অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছে। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনলাইনে পাঠদান শুরু করেছিল, যা শিখন-শিখানোর পদ্ধতিতে এক নতুন ধারা আনল। তবে এই পরিবর্তনের সঙ্গে এসেছে সুবিধা ও চ্যালেঞ্জের সমন্বয়, যা নিয়ে আজও আলোচনা চলছে।

ডিজিটাল শিক্ষা আমাদের কাছে একাধিক সুবিধা এনেছে

প্রথমত, এটি শিক্ষার্থীদের জন্য জ্ঞানের উৎসকে সীমাহীন করেছে। এখন শিক্ষার্থীরা যে কোনো বিষয় অনলাইনে সহজে অন্বেষণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন শিক্ষার্থী যে জটিল পদার্থবিজ্ঞান সমস্যার সমাধান জানার জন্য ভিডিও টিউটোরিয়াল, ই-বুক বা অনলাইন লেকচার ব্যবহার করতে পারে। এর ফলে কেবল পাঠ্যপুস্তক নয়, বরং বৈচিত্র্যময় মাধ্যমের সাহায্যে শেখার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ডিজিটাল শিক্ষার মাধ্যমে স্থানগত বাধা কমেছে। গ্রামাঞ্চলের শিশু থেকে শুরু করে শহরের শিক্ষার্থীরাও একই অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে উচ্চমানের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এটি শিক্ষার অভিগম্যতাকে ব্যাপকভাবে উন্নত করেছে।

তৃতীয়ত, শিক্ষার্থীরা নিজের গতিতে শিখতে পারে। অনলাইন লেকচারের রেকর্ডিং দেখে বা ই-লার্নিং মডিউলের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যেকোনো সময়, যেকোনো স্থানে পাঠ্যবস্তু অনুধাবন করতে পারে। এটি বিশেষ করে যারা কর্মরত বা পরিবারের দায়িত্বে যুক্ত, তাদের জন্য শিক্ষাকে সহজ এবং নমনীয় করেছে।

চতুর্থত, প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষার্থীদের মধ্যে ডিজিটাল দক্ষতা বাড়ায়। আজকের শিক্ষার্থীরা কেবল বিষয়বস্তু শিখছে না, বরং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সৃজনশীলতা, সমাধানমূলক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতাও অর্জন করছে।

তবে শুধুমাত্র সুবিধা নয়, ডিজিটাল শিক্ষার সঙ্গে এসেছে একাধিক চ্যালেঞ্জও

প্রথমত, প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট সুবিধার অসমতা। শহরের শিক্ষার্থীরা সহজেই অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের অনেক শিক্ষার্থী এখনও ইন্টারনেট এবং উপযুক্ত ডিভাইসের অভাবে পিছিয়ে রয়েছে। এটি শিক্ষায় নতুন ধরনের বিভাজন তৈরি করছে।

দ্বিতীয়ত, অনলাইন শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা সীমিত হয়ে যায়। যে মুহূর্তে শিক্ষার্থী সরাসরি শিক্ষকের সঙ্গে যুক্ত হয় না, তখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সংশোধন বা আলোচনার সুযোগ কমে আসে। ফলে শিক্ষার গভীরতা প্রায়শই ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, দীর্ঘ সময় স্ক্রীনের সামনে থাকা শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। চোখে চাপ, মাথাব্যথা, ঘুমের সমস্যার পাশাপাশি সামাজিক দক্ষতা বিকাশে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষার পাশাপাশি মানবিক ও সামাজিক বিকাশও প্রয়োজন, যা শুধুমাত্র অনলাইন শিক্ষায় সম্ভব নয়।

চতুর্থত, ডিজিটাল শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখা বড় চ্যালেঞ্জ। অনলাইন ক্লাসে মনোযোগ হারানো, ডিভাইসের বিভিন্ন বিনোদনমূলক অ্যাপ বা সামাজিক মাধ্যমের প্রলোভন শিক্ষার কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়।

ডিজিটাল শিক্ষার সুবিধা বাড়িয়ে চ্যালেঞ্জ কমাতে কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে

প্রথমত, সরকার এবং স্কুল কর্তৃপক্ষকে গ্রামাঞ্চল ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টারনেট সংযোগ এবং ডিভাইসের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এটি শিক্ষার সমতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

দ্বিতীয়ত, অনলাইন শিক্ষাকে শুধুমাত্র পাঠ্যপাঠের মাধ্যম নয়, বরং ইন্টারেক্টিভ এবং অংশগ্রহণমূলক করতে হবে। শিক্ষকের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনার সুযোগ, অনলাইন গ্রুপ প্রজেক্ট এবং ভার্চুয়াল ডিবেট শিক্ষার্থীদের মনোযোগ এবং জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হবে।

তৃতীয়ত, ডিজিটাল শিক্ষার সঙ্গে অফলাইন শিক্ষার সমন্বয় জরুরি। হাইব্রিড শিক্ষাপদ্ধতি, যেখানে অনলাইন এবং অফলাইন মিলিত হবে, শিক্ষার্থীর মানসিক ও সামাজিক বিকাশ নিশ্চিত করবে।

চতুর্থত, শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করতে প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। অনলাইন ক্লাসের পাশাপাশি সময়মতো বিরতি, খেলাধুলা এবং সামাজিক যোগাযোগের সুযোগ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

ডিজিটাল শিক্ষা আজকের সময়ে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি শিক্ষার অভিগম্যতা, নমনীয়তা ও বৈচিত্র্য বাড়িয়েছে। তবে একে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত কৌশল হিসেবে নেওয়া যথেষ্ট নয়। শিক্ষার্থীর পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য ডিজিটাল শিক্ষাকে মানবিক, সামাজিক ও শারীরিক দিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। শিক্ষা যদি শুধুমাত্র তথ্য সরবরাহের মাধ্যম হয়ে থাকে, তবে তা সম্পূর্ণ হয় না। শিক্ষাকে গঠনমূলক, সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হলে ডিজিটাল শিক্ষার সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জ দুটোই সমানভাবে বিবেচনা করতে হবে। অন্যথায় আমরা একটি প্রযুক্তিগত দক্ষ, কিন্তু মানবিক ও সমন্বিতভাবে দুর্বল প্রজন্ম তৈরি করতে পারি। সর্বোপরি, ডিজিটাল শিক্ষা আমাদের জন্য একটি সুযোগ এবং এক ধরনের পরীক্ষা;দুটি দিকেই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার সফলতা নির্ভর করবে আমাদের প্রযুক্তি ব্যবহারের দায়িত্বশীলতা, শিক্ষকের নৈপুণ্য এবং শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর।

চর্চাবাসর ৪৫

এখন যেখানে পার্ক স্ট্রিট, একসময় ওখানে প্রচুর বাদাম গাছ ছিল। নাম ছিল বাদামতলা। রাস্তার প্রায় এক প্রান্তে খ্রিস্টানদের সমাধিস্থল তৈরি হওয়ার পর চিহ্নিত হয় বেরিয়াল গ্রাউন্ড স্ট্রিট হিসাবে। এখন রাস্তাটি মাদার টেরিজার নামে চিহ্নিত।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বন্ডে সই করতে পারেননি নিরক্ষর বাবা, ৮ ঘণ্টা ধরে বাইরে পড়ে রইলেন অন্তঃসত্ত্বা

কাঠগড়ায় মশালদহ বাজার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করানোর সময় বন্ডে সই করতে পারেননি বাবা। তার জন্য প্রায় ৮ ঘণ্টা ধরে গ্রামীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বাইরেই ওই অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে বসিয়ে রাখার অভিযোগ উঠল সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের একাংশের বিরুদ্ধে। অবশেষে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা ওই অন্তঃসত্ত্বাকে তাঁর পরিবারের লোকেরা হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। শুক্রবার এই ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের মশালদহ বাজার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্তব্যরত এক নার্সের দুর্ব্যবহার এবং আট ঘণ্টা ধরে এক অন্তঃসত্ত্বার পরিবারের সঙ্গে হয়রানি করার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছেন পরিবারের লোকেরা। পুরো বিষয়টি নিয়ে তাঁরা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। যদিও ওই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই অন্তঃসত্ত্বা মহিলার জটিল সমস্যার তৈরি হয়েছে বলে তাঁর বাবার কাছে বন্ডে সই চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সই করতে পারেননি এবং ওই মহিলার সঙ্গে অন্য আর কেউ ছিল না। ফলেই এই জটিলতা তৈরি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের মশালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনাপুর গ্রামের বাসিন্দা ফজলুর রহমান। তাঁর অন্তঃসত্ত্বা মেয়ে রেনু খাতুনকে মশালদহ বাজার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এদিন ভর্তির জন্য আনা হয়। কিন্তু অভিযোগ, ওই সরকারি হাসপাতালে কর্তব্যরত এক নার্স ওই অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে লেবার রুমে নিয়ে যায়। বাচ্চা দানিতে রক্ত জমাট হয়ে আছে বলে জানান নার্স। মহিলার বাবাকে বন্ডে লিখে দিতে বলা হয়। কিন্তু লেখাপড়া না জানার কারণেই সই করতে না পারায় ভর্তি নিতে অস্বীকার করা হয়। প্রতিবাদ করলে মহিলার পরিবারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ। চিকিৎসার অভাবে ছটফট করতে থাকে অন্তঃসত্ত্বা মহিলা রেনু। রক্তের চাপ বেড়ে যায়। বোমি হতে শুরু করে। রোগীর অবস্থা সংকটজনক হতে শুরু করলে বিনা চিকিৎসায় চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেন বলে অভিযোগ।

অন্তঃসত্ত্বা মহিলার বাবা ফজলুর রহমান বলেন, 'আমি নিরক্ষর। নার্সের কথামত বন্ডে লিখে দিতে পারিনি। সেই সময় আমার সঙ্গে আর কেউ ছিল না। সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অনেকবার আবেদন করি। আগে মেয়েকে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করুন, তারপর কোন আত্মীয়দের ডেকে বন্ডে সই করে দিচ্ছি তাও বলা হয়। কিন্তু ওরা কিছু শোনেনি। প্রায় আট ঘণ্টা ওই হাসপাতালের বাইরেই আমাদের বসিয়ে রাখা হয়, ততক্ষণে মেয়ের যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। এরপর অন্যান্যদের সহযোগিতা নিয়েই সেখান থেকে চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে আসি। পরিবারের অন্যান্যদের সহযোগিতা নিয়েই মেকে ভর্তি করায়।' হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তাপস কুমার মুখার্জি বলেন, 'অন্তঃসত্ত্বা মহিলাটির জটিল সমস্যার কারণে বন্ডে সই চেয়েছিলেন এক নার্স। রোগীর পরিবার বিষয়টি বুঝতে না পেরে নার্সের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ওই রোগীকে চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়।'

বালুরঘাটে তৃণমূলে ভাঙন, কংগ্রেসে যোগ শুভাশিস পালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজার আগেই দক্ষিণ দিনাজপুরের রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় ওলটপালট শুরু হয়ে গেল। শুক্রবার বালুরঘাটে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের একসময়ের দাপুটে ও প্রভাবশালী নেতা সোনা পাল (শুভাশিস পাল)। রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে সোনা পালের এই দলবদল জেলার ক্ষমতার ভারসাম্য বদলে দেওয়ার শক্তিশালী ইঙ্গিত। যদিও বিষয়টি নিয়ে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চাইনি শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।

জানা গিয়েছে, এদিন সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে বালুরঘাট জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে উপস্থিত হন সোনা পাল। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এবং কেন্দ্রীয় নেতা গোলাম আহমেদ মীর তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাঁকে কংগ্রেসে স্বাগত জানান। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এটি তৃণমূলের তৃণমূল স্তরের সাংগঠনিক সংহতিতে বড় ফাটল। একসময়ের শক্তিশালী সংগঠক সোনা পালের হাত ধরে কংগ্রেস ওই অঞ্চলে নিজেদের জমি পুনোরুদ্ধারের সুযোগ পেল। অসন্তুষ্ট কর্মীদের জন্য এটি একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে, যা ভবিষ্যতে আরও বড় দলবদলের পথ প্রশস্ত করতে পারে। উল্লেখ্য, ২০২৬-এর লক্ষ্যে কংগ্রেসের কৌশল নির্বাচন এখনও কয়েক মাস বাকি থাকলেও, শুরুতেই বড় 'ক্যাচ' লুফে নিয়ে কংগ্রেস নিজেদের রণকৌশল স্পষ্ট করে দিল। কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করছেন, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং কর্মীদের একাংশের মধ্যে তৈরি হওয়া অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা নির্বাচনী সমীকরণ বদলে দিতে সক্ষম হবেন। যদিও গোষ্ঠী কোন্দল কিংবা যোগদানের এই বিষয়টিকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে নারাজ শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। জেলার ছয়টি বিধানসভা

কেন্দ্রেই জয়ের বিষয়ে আশাবাদী ঘাস ফুল শিবির। এ বিষয়ে কংগ্রেসের যোগদান করা শুভাশিস পাল বলেন, 'যে সমস্ত কর্মীরা বসে রয়েছেন কিংবা তৃণমূলে অথবা বিজেপিতে চলে গেছে তাঁদের সকলকে নিয়ে সমবেতভাবে আগের মত কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করব। হরিরামপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আমি টিকিট পেলে কিংবা না পেলেও এখান থেকে কংগ্রেস জিতবে। তৃণমূল এখানে কোন ফ্যাক্টর হবে না।' এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন 'সোনা পাল এমনিতেই শক্তিশালী এবং মজবুত নেতা। নির্বাচনের আগে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের যোগদান করায় দল আরও মজবুত হবে। অনেকেই জাতীয় কংগ্রেসের যোগদান করছেন। মানুষ চাইছে তৃণমূলকে পরিবর্তন করে বিজেপিকে আটকে দিয়ে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনতে।'

ঠাকুরনগরে এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরনগর আসার আগেই এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যার চেষ্টা এক ব্যক্তির। শুক্রবার সকালে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বলাই দাস নামে ওই ব্যক্তি। তাকে উদ্ধার করে বনগাঁ হাসপাতালে নিয়ে আসে তার পরিবার। জানা গিয়েছে গোপালনগর থানার বেলেডাঙার বাসিন্দা বলাই দাসের বৃহস্পতিবার এসআইআর-এর শুনানি ছিল। ২০০২-এর ভোটার তালিকায় তাঁর নাম না থাকার কারণে তাঁকে শুনানিতে ডেকেছে কমিশন। শুনানিতে তিনি হাজির হলেও কি হবে তা নিয়ে তিনি আতঙ্কিত ছিলেন। সেই আতঙ্কের কারণেই আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে ওই ব্যক্তি এমনটাই দাবি করেছে তার পরিবার। শুক্রবার সকালে বলাই দাস আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তাঁকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে তার পরিবার। তিনি বর্তমানে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠাকুরনগর সফরের আগেই এই এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ব্যাংক অফ বরোদা — তেঘরিয়া শাখা

তেঘরিয়া শাখা, যমুনোত্রী কমপ্লেক্স, ভিআইপি মেন রোড (হলদিরামের বিপরীতে), কলকাতা - ৭০০০৫২
ফোন : ০৩৩-২৫৭৩-৫৭১৪(ও) ইমেল : teghar@bankofbaroda.com

উদ্ধার নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস এর রুল ৬(২) এবং/বা রুল ৮(৬) অধীনে নোটিশ
Ref No. TEGHAR/NPA/2025-16/44 তারিখ : ০৭.০১.২০২৬ তারিখ : ০৭.০১.২০২৬

১.	অ্যাকাউন্ট নাম	মেসার্স এস এস এন্টারপ্রাইজ	স্বত্বা শ্রী গোপাল বিশ্বাস	ঠিকানা : শরৎ পল্লি, রাজারহাট, গোপালপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৫২
২.	স্বত্বাধিকারী/ ঋণগ্রহীতা	শ্রী গোপাল বিশ্বাস	পিতা প্রয়াত গণেশ চন্দ্র বিশ্বাস,	ঠিকানা : শরৎ পল্লি, রাজারহাট, গোপালপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৫২
৩.	জামিনদাতা	শ্রীমতি সুনীতি বিশ্বাস	স্বামী শ্রী গোপাল বিশ্বাস	ঠিকানা : শরৎ পল্লি, রাজারহাট, গোপালপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৫২

বিষয় : ২০০২ সালের (সারফেসি আইন, ২০০২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং /বা রুল ৮(৬) অধীনে নোটিশ।
রেফা : ১. দাবি নোটিশ তারিখ **০৮.০২.২০২৩** ইস্যুকৃত ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ (২) ধারা অধীনে।
২. দখল নোটিশ তারিখ **০৬.০৬.২০২৩** ইস্যুকৃত ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ (৪) ধারা অধীনে।
প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া,
যেহেতু অনুমোদিত অফিসার, ব্যাংক অফ বরোদা, শাখা - তেঘরিয়া, ঠিকানা - যমুনোত্রী অ্যাপার্টমেন্ট, ভিআইপি রোড (হলদিরামের বিপরীতে) কলকাতা - ৭০০০৫২, সারফেসি আইন ২০০২ (এখন থেকে "আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ (এখন থেকে "রুলস" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ৩ নং নিয়মের সাথে পঠিত, **০৮.০২.২০২৩** তারিখে দাবি নোটিশ জারি করেছেন, ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণ হিসেবে আপনাকে নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে দাবি নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
এবং যেহেতু আপনারা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং বিধি ৪ এবং/অথবা বিধি ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তি সুরক্ষিত সম্পদের (এখন থেকে উক্ত সম্পত্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) দখল গ্রহণ করেছেন, যা এখানে তফসিলে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। [০৬.০৬.২০২৩ তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি প্রস্তুত রেফারেন্সের জন্য এখানে সংযুক্ত করা হল]
সুরক্ষিত সম্পত্তি দখল নেওয়ার পরেও, আপনি উপরে উল্লেখিত দখল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যাংকের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করেননি। সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
অতএব, আপনাদের সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, দখল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পাওনা, প্রযোজ্য সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ এই নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করুন এবং নীচে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পত্তি উদ্ধার করুন। যদি আপনি উপরে উল্লেখিত পাওনা পরিশোধ করতে এবং এই নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে সুরক্ষিত সম্পত্তি উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে পাবলিক ই-নিলামের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য হবে। ই-নিলামের তারিখ, সময় এবং সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

জামিনদত্ত সম্পত্তি/সম্পদ এর তপশিল

ক্রম নং	অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দখল তারিখ	দখলের ধরন (প্রতীকী/স্বত্ব দখলী)	দখল নোটিশের প্রকাশের তারিখ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
১.	সমপরিমাণ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ১ কাঠা ৮ ছটাক ৪ বর্গফুট তদস্থিত এক টালির শেড রুম এবং এক টয়লেট কমবেশি টালির শেড নির্মাণ পরিমাপ ৫০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা- গোপালপুর, জেএল নং ২, আরএস নং ১৪০, তৌজি নং ২৯৯৮, সিএস খতিয়ান নং ৩৩২, সিএস দাগ নং ৩২৭৫, আরএস দাগ নং ২২৫৯, রাজারহাট-গোপালপুর পুরসভা অধীন, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস বিধাননগর এবং সেটেলমেন্ট রেকর্ড অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে অধিকার প্রকাশিত হয় প্লট পরগনা- কলিকাতা, থানা - রাজারহাট, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, দলিল নং ০৪৬৬৩, বুক নং ১, ভল্যুম নং ২৬৫, পৃষ্ঠা ০১ থেকে ১৫-২০০৩ সালের। **সম্পত্তি ১. শ্রীমতি সুনীতি বিশ্বাস,** স্বামী শ্রী গোপাল বিশ্বাস এবং **২. শ্রী গোপাল বিশ্বাস,** পিতা প্রয়াত গণেশ চন্দ্র বিশ্বাস এর নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** তারাশঙ্কর দত্ত এর জমি। **দক্ষিণে :** প্লট নং বি-৭, **পূর্বে** প্লট নং সি - ৬, **পশ্চিমে :** ১৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	০৬.০৬.২০২৩ ০৬.০১.২০২৫	প্রতীকী দখলীকৃত স্বত্ব দখলীকৃত।	০৬.০৬.২০২৩ সম্পত্তির সাইটে এবং ০৯.০৬.২০২৩ তারিখে দুই সংবাদপত্র দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস (ইংরেজি) এবং আজকাল (বাংলা) ০৬.০১.২০২৫, সম্পত্তির সাইটে।

আপনাদের বিশ্বস্ত
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাংক অফ বরোদা, তেঘরিয়া শাখা

নাবালিকাকে ধর্ষণে ধৃত তৃণমূল ঘনিষ্ঠ যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তৃণমূলের যুব নেতা পরিচয় দিয়ে, নাম ভাঙিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ছিল আগেই। সিভিক পরিচয় দিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হল উত্তরপাড়ায় তৃণমূল ঘনিষ্ঠ এক যুবক। যদিও শাসকদলের বক্তব্য, ধৃত যুবক দলের কোনও পদে নেই। দোষ করে থাকলে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ঘটনায় শাসকদলকে কটাক্ষ বিজেপির। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বছর ষোলোর কিশোরী তার এক বন্ধুর সঙ্গে বন্ধ হিন্দমোটর কারখানার ভিতর গিয়েছিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেয়। সেখানে ধৃত যুবক ও তাঁর দুই বন্ধু ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। তৃণমূলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে ওই যুবককে দেখা যায়। উত্তরপাড়া ও হুগলি জেলার একাধিক শাসকনেতার সঙ্গে যুবকের ছবি রয়েছে। এই নিয়ে কটাক্ষ করল গেরুয়া শিবির। বিজেপি নেতা ইন্দ্রনীল দত্ত বলেন, 'এরা তৃণমূল করে বলে মনে করেছে যা খুশি করব। ওদের দলের নেত্রী কাল ফাইল নিয়ে চলে এলেন। এইসব দেখেই তো পার পাচ্ছে নিচুতলার কর্মীরা।' তৃণমূলের স্থানীয় নেতা কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের দল এখন ক্ষমতায় রয়েছে। তাই অপকর্ম করার জন্য দুষ্কৃতীরা ঢুকে পড়তেই পারে। কড়া হাতে আইনি পদক্ষেপ করতে হবে।' তৃণমূলের হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার যুব সভানেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারী বলেন, 'ছবি যে কেউ তুলতে পারে। ও আমাদের দলের পদাধিকারী কেউ নয়।' পকসো ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃত যুবককে শনিবার শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হবে। নাবালিকার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে।

৫৪০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পিঠেপুলি উৎসব পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকে অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রগুলিতে এক অভিনব উদ্যোগ নিতে দেখা যায়। শীতকালে পিঠে পুলি সকলের বাড়িতেই হয়। সেই ধারা বজায় রেখে জামালপুর ব্লকের প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পিঠে ও পায়েস রান্না করা হয়। বাচ্চারা একটু অন্যরকম খাবার পেয়ে আপ্লুত। বাংলার সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং ছোট্ট ছোট্ট কচিকাঁচাদের স্কুলমুখী করতে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের সকল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে হয় এই আয়োজন। আগে পৌষ মাস পড়লেই ঢেঁকিতে চাল কুটে গুঁড়ি তৈরি করা হতো। আর তা দিয়ে বানানো হতো নানা পিঠে পুলি। সেই সংস্কৃতি আজ উঠে যাওয়ার মুখে। তাই সেটাকে টিকিয়ে রাখতে এই উৎসব করা হয়েছে। এদিনের এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল একদিকে, বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে বাচ্চাদের সঙ্গে পরিচয় করানো। অন্যদিকে, তাঁদের

তালগাছি হাই মাদ্রাসায় প্রহৃত শিক্ষক

অভিষেকের কাছে সরাসরি নালিশ জানাতেই গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: হরিশ্চন্দ্রপুরের তালগাছি সরকারি হাই মাদ্রাসার টিআইসি এবং অপর এক শিক্ষককে অফিস ঘরে আটকে মারধরের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল হরিশ্চন্দ্রপুর। বিষয়টি নিয়ে আক্রান্ত শিক্ষকের স্ত্রী তৌহিদা রহমান বৃহস্পতিবারই তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনেই অভিযোগ করেন। এরপরই গ্রেপ্তার হয় হরিশ্চন্দ্রপুরের যুব তৃণমূল নেতার দাদা আনোয়ারুল আলম। ওই মাদ্রাসার প্রাক্তন টিআইসি মহম্মদ আবুজার অবশ্য গা ঢাকা দিয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার মালদার জলঙ্গি ময়দানে মঞ্চে তখন সবে মাত্র বক্তব্য শুরু করেছেন অভিষেক। র‍্যাম্প আকারের মঞ্চে হাঁটতে হাঁটতে বক্তব্য রাখছেন তিনি। হঠাৎই মঞ্চের ধারে এক মহিলা কাঁদতে কাঁদতে এসে তাঁকে বলেন, 'আমাকে বিধবা হওয়ার হাত থেকে বাঁচান।' দলেরই নেতাদের নামে সাদা কাগজে খাম বন্দি অভিযোগ তুলে দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গৃহবধূর নাম তৌহিদা রহমান। বাড়ি মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বালাপাথার এলাকায়। তাঁর স্বামী হেফজুর রহমান তালগাছি সিনিয়র মাদ্রাসার টিআইসি। সম্প্রতি তাঁর স্বামীকে ঘরবন্দি করে লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি মনিরুল ইসলামের দাদা আনোয়ারুল আলম, প্রাক্তন টিআইসি মোহাম্মদ আবুজার এবং তার দলবল।

তৌহিদা রহমান অভিযোগে বলেন, 'আমার স্বামী হেফজুর রহমানকে নতুনভাবে টিআইসি করা হয় এই মাদ্রাসার। এটা মেনে নিতে পারেনি প্রাক্তন টিআইসি আবুজার। গত সপ্তাহের শনিবার উনি যুব তৃণমূলের নেতা দাদার সহযোগিতা নিয়েই আমার স্বামীর উপর হামলা চালায়। এই পরিস্থিতিতে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। দুষ্কৃতীরা অধরা।' তাই সশরীরে আক্রান্ত শিক্ষকের স্ত্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় হাজির হয়ে অভিযোগ করেন। সাংসদ অভিষেকের কাছে অভিযোগ জানাতেই এদিন রাতে গ্রেপ্তার করা হয় আনোয়ারুলকে। যদিও এবিষয়ে কিছুই জানেন না বলে এড়িয়ে গেলেন হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। অন্যদিকে, হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি মনিরুল ইসলামের দাবি, 'যাতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট না হয়, তাই অভিযুক্তকে সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতে বলেছি। তবে ওই শিক্ষক দুর্নীতিগ্রস্ত। কারা দোষী সেটা এলাকার মানুষ জানে।'

মৌতড়ে পরিবর্তন সংকল্প সভা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, রঘুনাথপুর: আজ দুপুর ২টো নাগাদ পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার অন্তর্গত রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের মৌতড় তরুণ সংঘের ফুটবল মাঠে পরিবর্তন সংকল্প সভায় উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তারই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলল শুক্রবার। সারা মৌতড় এলাকাজুড়ে উৎসবের মেজাজে দলীয় পতাকা থেকে তোরণ দিয়ে ছেয়ে ফেলা হয়েছে এলাকা। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপণা দলের নেতা কর্মীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় এদিন। মাঠ পরিদর্শন করে একেবারে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি দলের নেতৃত্ববৃন্দদের সঙ্গে নিয়ে খতিয়ে দেখেন এলাকার তথা পাড়া বিধানসভার বিধায়ক নদিয়ার চাঁদ বাউড়ি। শুক্রবার বিকেলে মৌতড়ের ফুটবল মাঠে দাঁড়িয়ে বিধায়ক নদিয়ার চাঁদ বাউড়ি বলেন, 'জননেতা তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সভায় ১৫ থেকে ২০ হাজার কর্মী, সমর্থক উপস্থিত হবেন। তাঁর বক্তব্য শুনতে দলের কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে।' জননেতার সভা ঘিরে মৌতড়ে সাজো সাজো রব।

Department of Posts
O/O The Superintendent of Post Offices,
North Hooghly Division, Chinsurah,712101

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব জনসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ ডাক বিভাগের অন্তর্গত উত্তর হুগলী মণ্ডলের সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তিতে ডাক বিভাগের নির্মাণ কার্য বাস্তবায়ন করা হইবে। উক্ত সম্পত্তিতে কাহারও কোনোরূপ দাবী থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ডাক অধীক্ষক, উত্তর হুগলী মণ্ডল, চুঁচুড়া-৭১২১০১ এর সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে। উক্ত সময়ের পরে কোনোরূপ দাবী বিবেচিত হইবে না।

তপশীল

জেলা- হুগলী, থানা- মগরা, মৌজা-বাঁশবেড়িয়া, জে এল নং-৫৩, খতিয়ান-৩১৫, হাল দাগ-৩৮৪, পরিমাপ-৭০৫.৪৪ বর্গ মিটার।

ডাক বিভাগের পক্ষে,
ডাক অধীক্ষক, উত্তর হুগলী মণ্ডল, চুঁচুড়া-৭১২১০১

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোটাক মহিন্দ্র ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত ভেহিকেলের জন্য এক নিলামের ব্যবস্থা করেছে।

বিক্রয়ের জন্য ভেহিকেলসমূহ

১) মডেল নং : **LPT_4225** ভেহিকেল নং **OD15Y8796** ওয়াইওএম - ২০২৪ সংরক্ষিত মূল্য - ২৫৫২০০০
২) মডেল নং : **LPT_4227** ভেহিকেল নং **OD15Y8731** ওয়াইওএম - ২০২৪ সংরক্ষিত মূল্য - ২৪৫৭০০০
৩) মডেল নং : **CB_INTRA_V30_ BS_VI** ভেহিকেল নং **WB33F3302** ওয়াইওএম - ২০২৪ সংরক্ষিত মূল্য - ৫১৭৯১০.৪৪৫
৪) মডেল নং : **ALGP4825** ভেহিকেল নং **WB57E6262** ওয়াইওএম - ২০২১ সংরক্ষিত মূল্য - ২৩২৫৯৪০.১১
৫) মডেল নং : **LPT_4226** ভেহিকেল নং **OD15Y8747** ওয়াইওএম - ২০২৪ সংরক্ষিত মূল্য - ২৫৩৫০০০
৬) মডেল নং : **TACEGOLDSL** ভেহিকেল নং **WB49B0502** ওয়াইওএম - ২০২৪ সংরক্ষিত মূল্য - ৩৭০০৫২.২৮
৭) মডেল নং : **LPTK_3718** ভেহিকেল নং **WB51C6920** ওয়াইওএম - ২০১৮ সংরক্ষিত মূল্য - ৮৪৬৮১২.১০৩৭
৮) মডেল নং : **ALDOSTGD** ভেহিকেল নং **WB19M3654** ওয়াইওএম - ২০২৪ সংরক্ষিত মূল্য - ৫৩৩৮১২.৫
৯) মডেল নং : **EICPRO2114** ভেহিকেল নং **WB15E0637** ওয়াইওএম - ২০২৩ সংরক্ষিত মূল্য - ১২৬৬৩৯০.৪৫
১০) মডেল নং : **LPT1916FBT** ভেহিকেল নং **WB73H1585** ওয়াইওএম - ২০২৪ সংরক্ষিত মূল্য - ১৪৯১৭৫০
১১) মডেল নং : **Tata_3118** ভেহিকেল নং **WB76B2180** ওয়াইওএম - ২০১৬ সংরক্ষিত মূল্য - ৪৯৩৬৮৬.৬২৮৭
১২) মডেল নং : **TACE-GOLDSL** ভেহিকেল নং **WB19L6685** ওয়াইওএম - ২০২৩ সংরক্ষিত মূল্য - ৩৩১৭০৬.৫৮৩
১৩) মডেল নং : **ALDOSTGD** ভেহিকেল নং **WB11G0447** ওয়াইওএম - ২০২৪ সংরক্ষিত মূল্য - ৫৩৩৫২০
১৪) মডেল নং : **AL3118CBGD** ভেহিকেল নং **WB33C3527** ওয়াইওএম - ২০১৪ সংরক্ষিত মূল্য - ৪৬০০০০
১৫) মডেল নং : **LPT_4825** ভেহিকেল নং **WB19L4786** ওয়াইওএম - ২০২২ সংরক্ষিত মূল্য -১৯৪২৭৮৫
১৬) মডেল নং : **LPT_4225** ভেহিকেল নং **WB11F1718** ওয়াইওএম - ২০২১ সংরক্ষিত মূল্য -১৫০৫৪২১.৪৫
১৭) মডেল নং : **TATAL_3118** ভেহিকেল নং **WB23D3686** ওয়াইওএম - ২০১৫ সংরক্ষিত মূল্য - ৫৭৫০০০
১৮) মডেল নং : **TACEGOLD** ভেহিকেল নং **WB19L8812** ওয়াইওএম - ২০২৩ সংরক্ষিত মূল্য - ৩৫১৭৪৮.৩৩২
১৯) মডেল নং : **TACEGOLD** ভেহিকেল নং **WB19L6002** ওয়াইওএম - ২০২৩ সংরক্ষিত মূল্য - ৩৩২৭৫৮.০০৩৫

দায়বদ্ধ :
মেসার্স কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি, বিক্রয় অধীন "যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে"।
আগ্রহী পক্ষগণ তাদের কোটেশন দিতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে।

কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি,
২২,ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, বি ব্লক, কলকাতা -৭০০০১৬
বা
যোগাযোগ :
গৌতম সাহা : ৯৮৩৬১০৯৩১৭/
গৌরব সিনহা : ৯০৭৩৯৬৬৫০০

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ইমেল : zo.bardhaman@bankofindia.com

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
সাতগাছিয়া শাখা
গোল্ড লোন ঋণগ্রহীতার প্রতি রিকল নোটিশ

রেফা নং SATG/NOTICE/25-26/7 তারিখ ১৭.১১২০২৫
রেজিস্টার্ড অ্যাকনলেজমেন্ট ডিউ

প্রতি,
শ্রী/শ্রীমতি শেখ মহম্মদ জসিমুদ্দিন,
ঠিকানা : পিতা আবদুল কালাম শেখ , গ্রাম : মধ্যমগ্রাম, পো মধ্যমগ্রাম
থানা মন্তেশ্বর, পূর্ব বর্ধমান -৭১৩৪২২
প্রিয় মহাশয়,

আপনার গোল্ড লোন এ/সি নং ৪২৩৬৭৭৬১০০০৬০৩৬, পরিমাণ মঞ্জুরিকৃত ৩০০০০.০০ টাকা,
বর্তমান বকেয়া অংশ : ৩১৭৫৩.৪০ টাকা

অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে ঋণ পরিমাণ ৩০০০০ টাকা(ত্রিশ হাজার টাকা) আপনাকে আমাদের শাখা থেকে ২৮.০৫.২০২৪ তারিখে মোট ওজন **১০.৬৮ গ্রাম** আপনার দায়বদ্ধ রত্নালংকার/অলংকার/মুদ্রা (অর্থাৎ ৪টি কানের দুল এবং ১টি আংটি) এর পরিবর্তে মঞ্জুর করা হয়।
বকেয়া পরিমাণ ৩১৭৫৩.০০ এবং অধার্য সুদ বকেয়া এবং প্রদেয় ব্যাঙ্কে উক্ত ঋণ এবং সুদ আদায়যোগ্য। আপনাকে ব্যাঙ্কের বকেয়া ১৫ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে উক্ত দায়বদ্ধ রত্নালংকার/অলংকার/মুদ্রা বা যথেষ্ট সংখ্যক অংশ ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিক্রি করা হবে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের বকেয়া উশুলের জন্য বিক্রয় প্রক্রিয়া থেকে বকেয়া উশুলের পর সংশ্লিষ্ট বিক্রির প্রক্রিয়ার জন্য তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি ব্যাঙ্কের দাবির সন্তোষ মতে আদায় করা হবে এবং বাকি যদি কিছু থাকে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আপনার কাছ থেকে আদায় করবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত
স্বা/-
শাখা ম্যানেজার, সাতগাছিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ইমেল : zo.bardhaman@bankofindia.com

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
সাতগাছিয়া শাখা
গোল্ড লোন ঋণগ্রহীতার প্রতি রিকল নোটিশ

রেফা নং SATG/NOTICE/25-26/8 তারিখ ১৭.১১২০২৫
রেজিস্টার্ড অ্যাকনলেজমেন্ট ডিউ

প্রতি,
শ্রী/শ্রীমতি শেখ মহম্মদ জসিমুদ্দিন,
ঠিকানা : পিতা আবদুল কালাম শেখ , গ্রাম : গাঙ্গুরিয়া, পো মধ্যমগ্রাম
থানা মন্তেশ্বর, পূর্ব বর্ধমান -৭১৩৪২২
প্রিয় মহাশয়,

আপনার গোল্ড লোন এ/সি নং ৪২৩৬৭৭৬১০০০৬০৮১, পরিমাণ মঞ্জুরিকৃত ৩৫০০০.০০ টাকা,
বর্তমান বকেয়া অংশ : ৩৯৪৪৯.০০ টাকা

অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে ঋণ পরিমাণ ৩৫০০০ টাকা(পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা) আপনাকে আমাদের শাখা থেকে ০৬.০৬.২০২৪ তারিখে মোট ওজন **১১.০০ গ্রাম** আপনার দায়বদ্ধ রত্নালংকার/অলংকার/মুদ্রা (অর্থাৎ ১ টি চেন) এর পরিবর্তে মঞ্জুর করা হয়।
বকেয়া পরিমাণ ৩৯৪৪৯.০০ এবং অধার্য সুদ বকেয়া এবং প্রদেয় ব্যাঙ্কে উক্ত ঋণ এবং সুদ আদায়যোগ্য। আপনাকে ব্যাঙ্কের বকেয়া ১৫ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে উক্ত দায়বদ্ধ রত্নালংকার/অলংকার/মুদ্রা বা যথেষ্ট সংখ্যক অংশ ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিক্রি করা হবে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের বকেয়া উশুলের জন্য বিক্রয় প্রক্রিয়া থেকে বকেয়া উশুলের পর সংশ্লিষ্ট বিক্রির প্রক্রিয়ার জন্য তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি ব্যাঙ্কের দাবির সন্তোষ মতে আদায় করা হবে এবং বাকি যদি কিছু থাকে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আপনার কাছ থেকে আদায় করবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত
স্বা/-
শাখা ম্যানেজার, সাতগাছিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে বকেয়া পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	**ক. ঋণগ্রহীতা : শ্রী তাপস মুখার্জি এবং সহ ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি সুমনা মুখার্জি।** **খ) শাখা : জামুড়িয়া।**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং এফ-৩, একতলায় বিজয়া রেসিডেন্সি, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৭৮ বর্গফুট এবং এক দ্বিচক্র যান বাইকের খোলা পার্কিং স্পেস পরিমাপ ২৪ বর্গফুট বেসমেন্টে উক্ত বি-জি-৪ তলা ভবনে এবং সকল ফিটিংস, ফিক্সচার, সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ জমি বিজয় রেসিডেন্সি, অবস্থিত জেলা বর্ধমান, পো উষাগ্রাম, থানা আসানসোল, সাব ডিভিশন এবং এডিএসআর : আসানসোল, আসানসোল পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৮ (পুরানো), ৮৬ (নতুন) , জেএল নং ৩৫, মৌজা আসানসোল, গভ. এলওপি : ২০৭ অংশ সিএস প্লট নং : ১১৭ (অংশ) এবং ১১৯ (অংশ) আরএস প্লট নং ২৪১ পরবর্তী এলআর প্লট নং ৩৭৫, এলার খতিয়ান নং ৩৭৫৯, পরিমাপ ৬ কাঠা , নং ১ মোহিশিলা কলোনি সিমুলতলা, **সম্পত্তি শ্রী তাপস মুখার্জি এবং শ্রীমতি সুমনা মুখার্জি এর নামে। চৌহদ্দি (সমুদয় জমি ভবন সম্পত্তির) :** উত্তরে : এলওপি ২০৬ এবং ভি/এল -সুজাতা ব্যানার্জির। দক্ষিণে : এলওপি ২০৮ এবং সুব্রত রায় এর ভবন। পূর্বে : কলোনি রোড। পশ্চিমে : এলওপি ২০১১, রেনুকা সাহা এর ভবন।	ক) ০৮.০১.২০২৬ খ) ২৯.১০.২০২৫ গ) ৩৩,৫০,৪৪৫.৭৯ টাকা **(তেত্রিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার চারশ পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং উনআশি পয়সা)** টাকা পরবর্তী সুদ সহ
২	**ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী সর্বজিৎ সিং।** **খ) শাখা : দোমহানি**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ২বিএইচকে ফ্ল্যাট নং এফ-৫, আরআইএ রেসিডেন্সি, দোতলা, এস পি মুখার্জি রোড, উষাগ্রাম, মুর্গাসোল, আসানসোল- ৭১৩৩০৩, আরএস প্লট নং -৯৫৬, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৯, এলআর প্লট নং ১১৪৯, এলআর খতিয়ান নং ৬৬৩৭, ৬৬৩৮ এবং ৬৬৩৯, জেএল নং ৩৫, মৌজা- আসানসোল, পরিমাপ ১০৫১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) এবং ৭৮৮ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া)। **চৌহদ্দি (সমুদয় জমি ভবন সম্পত্তির) :** উত্তরে : শ্রী এন সি ব্যানার্জির ভবন। দক্ষিণে : ১৯ ফুট চওড়া সড়ক। পূর্বে : শ্রী সুবল চন্দ্র দত্ত এর ভবন। পশ্চিমে : ২৪ ফুট চওড়া সড়ক।	ক) ০৮.০১.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫ গ) ২০,৫৫,১৫১.৮০ টাকা **(কুড়ি লাখ পঞ্চান্ন হাজার একশ একান্ন টাকা এবং আশি পয়সা)** টাকা পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ০৮.০১.২০২৬
স্থান : আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিলেন অভিষেক

কামনা সাগরের জলে মন্দির শুদ্ধিকরণ করলেন শান্তনু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের মন্দিরে পুজো দিলেও মতুয়াদের নিয়ে কোনও মন্তব্য করলেন না অভিষেক। অন্যদিকে মন্দির থেকে বেরিয়ে যেতেই কামনা সাগরের জল এবং গোবরজল দিয়ে মূল মন্দির শুদ্ধিকরণ করলেন শান্তনু ঠাকুর। ঠাকুর বাড়িতে আসলেন পুজো দিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমনে ঠাকুরবাড়ি ও মতুয়াদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা, উপহার, মিষ্টি, ফল প্রসাদ ও হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের পুস্তিকা-সহ বিভিন্ন জিনিস দেওয়া হয়। এদিন বনগাঁর কৃষিমান্ডির স্থানীয় হেলিপ্যাডে নেমে সড়ক পথে ঠাকুর বাড়িতে আসেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। এরপর সাড়ে চারটে নাগাদ তিনি ঠাকুরবাড়িতে এসে পৌঁছান। মতুয়াদের সংঘাধিপতি তথা সাংসদ মমতা ঠাকুর ও সহ সাংঘাধিপতি তথা বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুর তাঁক সংবর্ধনা জানিয়ে পুজো দিতে নিয়ে যান। মন্দিরে প্রবেশের সময় সঙ্গে ছিলেন মমতা বালা ঠাকুর, মধুপর্ণা ঠাকুর, পার্থ ভৌমিক, বিশ্বজিৎ দাস। প্রথমে হরিচাঁদ তারপর গুরুচাঁদ এবং শেষে বড়মার মন্দিরে পুজো দেন। পুজো দিয়ে প্রায় পাঁচটা নাগাদ তিনি ঠাকুরবাড়ি থেকে চলে যান। তাঁকে হাতনাড়িয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে বিদায় দেন মতুয়ারা। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঠাকুরবাড়িতে উপস্থিত ছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, ব্রাত্য বসু, নির্মল ঘোষ-সহ বহু নেতৃত্ব। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এখানে কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য দেব না। নিঃস্বার্থ নাগরিকের কথা বলে আপনারা সব সুবিধা নিচ্ছেন। মাতুয়ারা যদি বেনাগরিক হয় তবে আপনারও গদি ছাড়ুন। মানুষের ভালোবাসা আটকে রাখা যায় না, যত আটকে রাখবেন ততই মানুষের আস্থা ভরসা বাড়বে তৃণমূলের প্রতি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মতুয়াদের জন্য যা যা করেছেন তার রিপোর্ট কার্ড আমরা দিয়েছি। শান্তনু ঠাকুর ও বিজেপি কি কি করেছে তার রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করুন। বাকিটা রাজনৈতিক ময়দানে দেখা হবে। আমরা আছি আপনারাও আসুন। যারা এখানে বিরোধিতা করবেন, তার জবাব মানুষ দেবে। প্রধানমন্ত্রী এসে যা বলে গেছেন তা একটাও করেননি। ঠাকুরবাড়ি সংক্রান্ত উন্নয়ন আমাদের সরকার করেছে, আগামী দিনেও করব।'

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বেরিয়ে যেতেই কামনা সাগরের জল এবং গোবরজল দিয়ে মূল মন্দির শুদ্ধিকরণ করলেন শান্তনু ঠাকুর। শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মতুয়াদের অপমান করেছেন, তাঁর পরিবারের এক সদস্য এখানে মন্দিরে প্রবেশ করে মন্দিরটাকে অপবিত্র করেছেন। তাই আমরা মতুয়া ভক্তরা মন্দির শুদ্ধিকরণ করেছি। মতুয়াদের জন্য কে কি করেছে ২৬-এর নির্বাচনে বোঝা যাবে।' অন্যদিকে, মমতা বালা ঠাকুর বলেন, 'ঠাকুর বাড়িতে এসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পুজো দিয়েছেন। আমরা এটাই চেয়েছিলাম। ঠাকুরবাড়ি সবার জন্য। যেই শুদ্ধিকরণের কথা আপনারা বলছেন। যে পাপ শান্তনু ঠাকুর করেছেন তার জন্য শুদ্ধ করেছেন। তবে কামনা সাগর থেকে স্নান করে এসে যদি করতেন আরও ভালো লাগতো।'

আজ বাঁকুড়ার শালতোড়ায় অভিষেকের জনসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন বাঁকুড়া: আজ বাঁকুড়ার শালতোড়ায় তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা। শালতোড়ার নেতাজি সেন্টেনারি কলেজ মাঠে তাঁর সভা করার কথা। গত কয়েকটি সভার মতো এই সভার জন্যেও তৈরি হচ্ছে বিশাল মঞ্চ ও মঞ্চ লাগোয়া র‍্যাম্প। ভূতুড়ে ভোটার ও নির্যাতিত পরিযায়ী শ্রমিকদের পর শালতোড়ার র‍্যাম্পে কাদের হাজির করা হবে তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বিজেপির কটাক্ষ, 'র‍্যাম্পে যাদেরই হাঁটানো হোক না কেন শালতোড়ার মানুষের মন ছুঁতে পারবেন না অভিষেক।'

গত বিধানসভা নির্বাচন হোক বা লোকসভা নির্বাচন বাঁকুড়া জেলা বারেবারে নির্বাচনী পারফরমেন্স হতাশ করেছে তৃণমূল নেতৃত্বকে। গত বিধানসভা নির্বাচনে ১২টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৮টি এবং ২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১টিতে হারের মুখ দেখতে হয় তৃণমূলকে। বছর ঘুরলে রাজ্যে ফের বিধানসভা নির্বাচন। স্বাভাবিকভাবে এই নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলায় বাড়তি নজর রয়েছে তৃণমূলের। আর সেই লক্ষ্যেই গত ৩০ ডিসেম্বর বড়জোড়ার মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভার পর আগামীকাল শালতোড়ায় সভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার জন্য যে মঞ্চ তৈরি হচ্ছে তা কার্যত বাঁকুড়ার মাটিতে নজিরবিহীন। গোটা মাঠের একপ্রান্ত জুড়ে তৈরি হচ্ছে মঞ্চ। মোট তিনটি অংশে বিভক্ত এই মঞ্চের সামনের অংশ প্রায় ১৬৪ ফুট। মঞ্চের সামনে থাকছে প্রায় ৩২ ফুট লম্বা র‍্যাম্প। সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক সভায় কোথাও নির্বাচন কমিশনের তালিকায় মৃত অথচ জলজ্যান্ত জীবিত ভোটার আবার কোথাও ভিন রাজ্যে নির্যাতিত বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের মঞ্চে তুলে র‍্যাম্পে হাঁটানো হয়েছে। শালতোড়ার সভার র‍্যাম্পে কোন নতুন চমক থাকবে তা এখনি খোলসা করতে চাইছে না জেলার তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে এই সভার র‍্যাম্পে চমক বা ধমক যাই থাকুক না কেন, তাতে শালতোড়ার মানুষের মন মিলবে না বলেই জানিয়েছে বিজেপি।

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI14883844
শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

পরিশিষ্ট IV-A
[রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে অবগত করা হচ্ছে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে, যার স্বত্ব/প্রতীকী দখল অনুমোদিত ব্যক্তিরা নিয়েছেন। আইডিবিআই ব্যাঙ্কের অফিসার, সুরক্ষিত পাওনাদার, ১৩.০২.২০২৬ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.-এর পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য।

১৩.০২.২০২৬ তারিখে নিলামকৃত সম্পত্তির বিবরণ (৩০ দিনের নোটিশ)

শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা (গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ) এর নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখল নোটিশের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) ডাক/টেন্ডার বর্ধিতকরণ পরিমাণ
আসানসোল	চীরদীপ দত্ত (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি সুস্মিতা দত্ত (সহ- ঋণগ্রহীতা)।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৬ কাঠা ৪১২ বর্গফুট মৌজা -আসানসোল, জেএল নং ৩৫, প্লট নং আরএস ১৩৪, খতিয়ান নং আরএস ২১৭, পুরসভা-আসানসোল পুরসভা, ওয়ার্ড নং ১৯, থানা -আসানসোল (দ), জেলা -বর্ধমান, ফ্ল্যাট উল্লেখ্য নং ডি-৩, ৪র্থতলে পরিমাপ ৮৫০ বর্গফুট শৈল অ্যাপার্টমেন্ট, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং -ডি-৩, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫০ বর্গফুট আনুমানিক চতুর্থতলে, শৈল অ্যাপার্টমেন্ট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫০ বর্গফুট , ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, এক ব্যালকনি, সকল ফিটিংস ফিক্সচার সংযোগ ইত্যাদি এবং দুইচক্র যানের পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাপ এরিয়া ২০২ বর্গফুট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ চিহ্নিত এরিয়া ফ্ল্যাটের। **চৌহদ্দি : উত্তরে** : শ্রী চাকি এর ভবন। **দক্ষিণে** : শ্রী ভট্টাচার্যর ভবন। **পূর্বে** : শ্রী ভদ্র এর ভবন। **পশ্চিমে** : ৩০ ফুট চওড়া সড়ক। দখলদারি : জ্ঞাত নয় যদি কিছু থাকে। বিক্রির বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য অনুগ্রহ করে https://baanknet.com প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.ldbi.bank.in ।	ক) ৩০.১০.২০২৪ খ) ২১.১১.২০০৫ গ) ১৩,১৫,৪৭৭.৭৬ টাকা (তেরো লাখ পনের হাজার চারশ সাতাত্তর টাকা এবং ছিয়াত্তর পয়সা) ১৪.০৮.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া এবং ১০.০৮.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	ক) ১৬,১৫, ০০০.০০ টাকা খ) ১,৬১,৫০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০ টাকা

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীন বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশের জন্য বিজ্ঞপ্তি

টেন্ডার নথি কলকাতা জোনাল অফিস, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, দুর্গাপুর রিজিওনাল অফিস, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক আসানসোল শাখা থেকে কাজের দিন ওয়েবসাইট : ১৩ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে।

ডাক/টেন্ডার নথি বিক্রি	**১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত (শনিবার ব্যতীত (২য় এবং ৪র্থ) রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিনগুলি)**
পর্যবেক্ষণের তারিখ	**১৭ জানুয়ারি ২০২৬ এবং ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত**
টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ঘোষণা, কেওয়াইসি নথি এভং ইএমডি সহ	**১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত**
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	**১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত।**

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে https://banknet.com & https://psballiance.com এবং ইমেল আইডি support.baanknet@psballiance.com -এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (BAANKNET প্ল্যাটফর্ম)। হেল্প ডেস্ক - টোল ফ্রি নম্বর +৯১ ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেল আইডি support.baanknet@psballiance.com।

তারিখ : ০৭.০১.২০২৬
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

ইডির কাজে বাধার প্রতিবাদে কাঁকসায় বিজেপির অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বৃহস্পতিবার সল্টলেকে আইপ্যাক-এর অফিসে এবং আইপ্যাক-এর কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি তল্লাশি চালায়। খবর পেয়ে দুটি জায়গাতেই গিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত ফাইলপত্র উদ্ধার করে নিয়ে যান। ইডির তল্লাশির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামেন তৃণমূল কর্মীর সমর্থকেরা।

অন্যদিকে, শুক্রবার বিকেল থেকেই ইডির কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামেন বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। কাঁকসাতেও পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। এদিন বিকেল পাঁচটা থেকে কাঁকসার মিনি বাজারে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়ক অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ। রাস্তার ওপর টায়ার জ্বালিয়ে এদিন বিজেপির বিক্ষোভের জেরে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ ও কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়। অন্যদিকে একই ঘটনার প্রতিবাদে কাঁকসার বিরুডিহায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা বলেন, 'রাজ্যজুড়ে আইনের শাসন নয়, শাসকের আইন চলছে। তারই প্রমাণ মিলল আরও একবার। এখানে কয়লার দুর্নীতি নিয়ে তৎপর হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। সেই ইডি কয়লার বেআইনি লেনদেনের তদন্তে নেমে আইপ্যাক-এর কার্যালয়ে এবং তার কর্ণধারের বাড়িতে হানা দিয়েছিল। কিন্তু রাজ্যের মানুষ জানতে পারলো যে সেই আইপ্যাকের অফিস ছিল তৃণমূলের আইটি সেলের অফিস। আমার প্রশ্ন তাহলে কী বেআইনি কয়লা পাচারের টাকা তৃণমূলের ফান্ডে যাচ্ছে? যাকে আড়াল করতেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তড়িঘড়ি নিজেদের ফাইলপত্র আড়াল করতে ব্যস্ত হয়েপড়েছিলেন। রাজ্যের মানুষ সমস্ত বিষয় দেখেছে, সামনের বিধানসভা নির্বাচনে তার উত্তর ভোট বাক্সে রাজ্যের মানুষই দেবে।'

জেলা পুলিশের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গত দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো বাঁকুড়া জেলা পুলিশের ৫০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এবারের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প, শটপাট, রিলে রেস, আলার্ম রেস, যেমন খুশি সাজো ও দঁড়ি টানাটানি-সহ বিভিন্ন ইভেন্ট আয়োজিত হয়, যা অংশগ্রহণকারী ও দর্শকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। প্রতিযোগিতার ফলাফল অনুযায়ী, মহিলা বিভাগে বেস্ট অ্যাথলেট হিসেবে নির্বাচিত হন লেডি কনস্টেবল বুনি সোরেন এবং পুরুষ বিভাগে বেস্ট অ্যাথলেট হিসেবে নির্বাচিত হন কনস্টেবল আবদুল সালেম খান। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি দিবসে উপস্থিত ছিলেন জেলা কর্মাধ্যক্ষ সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য, আইপিএস, রাজ্যের ডিআইজি (হেড কোয়ার্টার) রশিদ মুনির খান, আইপিএস মহাশয়, এডিজি (ওয়েস্টার্ন জোন) অশোক কুমার প্রসাদ, আইপিএস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এবারের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আইএসএফের মিছিল দুর্গাপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি দুর্গাপুর ফরিদপুরের জেমুয়া এলাকায় আইএসএফের পক্ষ থেকে দলীয় পতাকা হাতে এক বিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিল চলাকালীন আইএসএফ কর্মী-সমর্থকদের স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। রাজনৈতিক কর্মসূচিকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের মধ্যেও যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। আইএসএফ নেতৃত্বের দাবি, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমাজের সব স্তরের মানুষ তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য, রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি, এই দুই দলের বিকল্প হিসেবে আইএসএফ নতুন রাজনৈতিক দিশা দেখাতে চাইছে। সাধারণ মানুষের অধিকার, সামাজিক ন্যায় এবং স্বচ্ছ রাজনীতির দাবিকে সামনে রেখেই এই আন্দোলন জোরদার করা হচ্ছে বলে জানান নেতৃত্ব।

ঝাড়গ্রামে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ খগেন মুর্মুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: নয়াগ্রামে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভায় তৃণমূল ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করলেন মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। পর্যায়ক্রমে বাংলা ও সাঁওতালি ভাষায় গর্জে ওঠে তিনি বললেন, 'চোর বাঁচাতেই দিল্লিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এসব নাটক করছেন।' শুক্রবার ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম বিধানসভা এলাকার বালিগেড়িয়া দুর্গা মণ্ডপে অনুষ্ঠিত বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন বিজেপির এসটি মোর্চার রাজ্য সভাপতি তথা মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু। তাঁর অভিযোগ, 'দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীর যাওয়া ছিল 'নাটক'। প্রতীক জৈনের মতো একজন কর্পোরেট চোরকে বাঁচাতেই মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে গিয়েছিলেন।' তৃণমূল কংগ্রেসের সংস্কৃতিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'আইনের হাত থেকে চোরদের ছাড়িয়ে আনাই তৃণমূলের রাজনীতি।'

সাংবাদিকদের সামনে খগেন মুর্মু প্রশ্ন তোলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী কেন ফাইল নিতে গিয়েছিলেন, সেই ফাইলে কী গোপন তথ্য ছিল।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'তৃণমূল শাসনে পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে, একাধিকবার সংবাদমাধ্যমের উপর হামলা চালানো হয়েছে।' আইপ্যাক প্রসঙ্গ টেনে বিজেপি সাংসদের বিস্ফোরক দাবি, 'আইপ্যাকের টাকাতেই ভোটের খরচ চালানো হবে।' পরিবর্তন সংকল্প সভা থেকে বিজেপির এই আক্রমণ যে আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজ্য রাজনীতিতে উত্তাপ আরও বাড়াবে, তা এদিনের বক্তব্যেই স্পষ্ট।

অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে চলল দুর্গাপুর পুরসভার বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর পুরসভার পক্ষ থেকে শুক্রবার সকালে ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের অমরাবতী কলোনিতে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে মোট দু'টি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে, অমরাবতী কলোনির একটি হোটেলের অবৈধভাবে নির্মিত স্টোররুম ও বাথরুম পুরসভার বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ ছিল, কোনও অনুমতি ছাড়াই এই নির্মাণ কাজ করা হয়েছিল। এছাড়াও, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যান্ড সাইন্স স্কুল বিল্ডিংয়ের পিছনে থাকা আরও একটি অবৈধ নির্মাণও এদিন ভেঙে দেওয়া হয়। অভিযানের সময় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পুরসভার আধিকারিকরা। পাশাপাশি নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ প্রশাসনও মোতায়েন ছিল। পুরসভা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শহরে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযান আগামীতেও চলবে।

খেজুর রস সংগ্রহে বিকল্প অর্থনীতির দিশা দেখাচ্ছেন আরামবাগের যুবকরা

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: খোদ আরামবাগে বিকল্প অর্থনীতির দিশা দেখাচ্ছে ভিন্ন জেলার যুবক। কাজের খোঁজে ভিন্ন জেলায় পাড়ি নয়, বরং স্থানীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়েই গড়ে তোলা যায় টেকসই জীবিকা, এই বার্তাই দিচ্ছেন ভিন্ন জেলার কয়েকজন যুবক। খোদ আরামবাগ শহরের সুপাড়া এলাকায় খেজুর গাছের খেত খামার তৈরি করে খেজুর গাছে হাঁড়ি টাঙিয়ে রস সংগ্রহ করে সেখান থেকে প্রথাগত পদ্ধতিতে গুড় তৈরি করে নজির গড়ছেন তাঁরা। শীতের ভোরে গাছে গাছে হাঁড়ি বাঁধা, দুপুরে জ্বাল বসিয়ে রস ঘন করে গুড়, এই চিরাচরিত কৌশলেই নতুন করে প্রাণ পাচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতি। এই খেজুর গাছের খামারে বর্তমানে মোট ৭০ টা খেজুর গাছ আছে। সেখানে প্রত্যেকটা গাছে মাটির হাঁড়ি টাঙিয়ে রস সংগ্রহের কাজ চলে। তারপর পদ্ধতিগত ভাবে গুড় তৈরি হয়। সেই গুড় বাজারে বিক্রি করে তারা। এই উদ্যোগে যুক্ত অন্যতম যুবক আনোয়ার হোসেন সেখ। তাঁর কথায়, 'বড় শহরে কাজের অনিশ্চয়তার বদলে গ্রামে থেকেই রোজগারের পথ খুঁজেছি। খেজুর গাছের রস আর গুড়ের চাহিদা এখন আবার বাড়ছে। পরিশ্রম আছে, কিন্তু লাভও আছে।' আনোয়ার জানান, 'স্থানীয় কয়েকজন কৃষকের কাছ থেকে খেজুর গাছ লিজ নিয়ে রস সংগ্রহ করা হয়। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে তৈরি গুড়ের চাহিদা বাজারে ভালো, বিশেষ করে ভেজালমুক্ত হওয়ায় ক্রেতাদের আস্থা বাড়ছে। প্রত্যেকদিন ১৮ থেকে ২০ কেজি গুড় তৈরি হয়। প্রত্যেক দিন প্রায় ১০০০ টাকা আয় হয়।' আরেক যুবক ইনজামুল হক বলেন, 'এই বছর ৭০ টা খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হচ্ছে। পরের বছর আরও কুড়ি টা খেজুর গাছ বাড়বে।'

এই কাজ শুধু ওই যুবকদের রোজগার নয়, গ্রামেও কাজের সুযোগ তৈরি করছে। হাঁড়ি বানানো, জ্বাল সংগ্রহ, প্যাকেটজাতকরণ;সব মিলিয়ে কয়েকজনের কর্মসংস্থান হচ্ছে। তাদের মতে, সরকারি সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণ পেলে এই উদ্যোগ আরও বড় আকার নিতে পারে।স্থানীয় বাসিন্দারাও এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি, বহিরাগত যুবকদের এই উদ্যোগে এলাকায় অর্থনৈতিক চক্র সক্রিয় হচ্ছে। পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী খেজুর গুড়ের স্বাদ আবার ফিরছে মানুষের ঘরে। অর্থনৈতিক মন্দা ও কর্মসংস্থানের টানাপোড়েনের সময়ে আরামবাগে এই বিকল্প উদ্যোগ দেখিয়ে দিচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও স্থানীয় জ্ঞানকে কাজে লাগালে গ্রাম থেকেই গড়ে তোলা যায় আত্মনির্ভরতার নতুন দিশা।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬)** অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৮.০১.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা(গণ): শ্রী সুমিত কুমার বোস,** পিতা সুনীল কুমার বোস **এবং শ্রীমতি রাখী কুন্ডু,** স্বামী শ্রী সুমিত কুমার বোস	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৩০৩, ৪র্থতল, উত্তর-পূর্ব কোনে , ব্লকর -২ ভবনের বসবাসের কমপ্লেক্স নাম এবং শৈলী কেশব ধাম কমপ্লেক্স, ২ বেডরুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ হল এবং ১ ব্যালকনি, নির্মিত চিহ্নিত অংশ বা জমির অংশে প্রথম তপশিলে লিখিত বর্ণিত মতে, এরিয়া পরিমাপ আনুমানিক ৭৫০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ বালি পুরসভা অধীন প্রেমিসেস নং ৮০, লালা বাবু শায়র রোড, পো : বেলুড় মঠ, থানা বালি, জেলা হাওড়া, -৭১১২০২, ওয়ার্ড নং ১২। সম্পত্তি **শ্রী সুমিত কুমার বোস এবং শ্রীমতি রাখী কুন্ডু** এর নামে, **উল্লেখ্য দলিল নং ০৩৭৪৭-২০১০ সালের** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ১৭, পৃষ্ঠা ১২০৫ থেকে ১২৪৩ , এডিএসআর , হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**	১৯,০৩,৮৮০.০০ টাকা (উনিশ লাখ তিন হাজার আটশ আশি টাকা) ২৬.১০.২০২৩ অনুযায়ী এবং ২৭.১০.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া	ক) ২০,০২,০০০.০০ টাকা খ) ২,০০,২০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৬.০১.২০২৬ এবং ২১.০১.২০২৬
২	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী অরিজিৎ মিত্র,** পিতা শ্রী গৌর মিত্র	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এফ-২, ২য়তলে, জি-৩ তলা বসবাসের ভবনে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫৭ বর্গফুট কমবেশি এবং ১ কার পার্কিং স্পেস নং ১ পরিমাপ ১২০ বর্গফুট কমবেশি, দুই বেড রুম, কে ড্রইং তথা ডাইনিং , এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লুসি এবং এক বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমিতে অবস্থিত ফ্ল্যাট প্রেমিসেস নং ৩৭, নন্দী পাড়া, পো বাঁশদ্রোণী, থানা : বাঁশদ্রোণী, কলকাতা জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ১১৩-কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার এর অফিস আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, যেমন **হস্তান্তর দলিলে বর্ণিত মতে নং ১-১৬০৪০৫৪৮০-২০২৩ সালের, সম্পত্তি শ্রী অরিজিৎ মিত্র,** পিতা শ্রী গৌর মিত্র এর নামে। **সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**	৩২,৪৪,০০০.০০ টাকা (বত্রিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা) ০৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (পুঞ্জীভূত অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ) এবং ০৮.০৮.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া	ক) ২৮,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৮০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৬.০১.২০২৬ এবং ২১.০১.২০২৬
৩	**ঋণগ্রহীতা(গণ) : মেসার্স এম বি অ্যাগ্রোভেট ফার্ম, অংশীদার(গণ) : ক) শেখ আবদুল আলম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **খ) শেখ আবদুল সালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **গ) শেখ আবদুল কালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **ঘ) শেখ আবদুল মালেক,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **ঙ) শ্রীমতি লুৎফা খাতুন,** স্বামী শেখ আবদুল মালেক	রাইস মিল জমি তদস্থিত ফ্যাক্টরি ভবন, স্বত্ব দলিল ৩২৩৭ এরিয়া ০.৪২ একর, প্লট নং ৯৩/২০২ (অংশ) , জেএল নং ২৩৩, মৌজা - রানিচক, রাইস মিল জমি তদস্থিত ফ্যাক্টরি ভবন স্বত্ব দলিল ৩২১৭, এরিয়া ০.৪২ একর, প্লট নং -৯৩/২০২ (অংশ) , জেএল নং ২৩৩, মৌজা- রানিচক, রাইস মিল জমি তদস্থিত ফ্যাক্টরি ভবন স্বত্ব দলিল ৩২১৫ এবং রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় চুক্তি ৪০৯, এরিয়া ৪.১৬ একর (পরিবর্তিত ৩.৯৯ একর), প্লট নং ৯৩/২০২(অংশ) এবং ১২০, জেএল নং -২৩৩, মৌজা -রানিচক। **সংশ্লিষ্ট সকল সম্পত্তি এম বি অ্যাগ্রোভেট ফার্ম এর নামে। সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত। দ্রষ্টব্য ১ : উল্লিখিত সম্পত্তির জন্য ডিআরটি ১ সমীপে এসএ দাখিল করা হয়েছে উল্লেখ্য এসএ নং ৪২৩/২০২৩ , সংশ্লিষ্ট বিক্রির ক্ষেত্রে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।**	৪,৮২,৯৯,৭১৭.৪০ টাকা (চার কোটি বিরাশি লাখ নিরানব্বই হাজার সাতশ সতের টাকা এবং চল্লিশ পয়সা) ২৯.০১.২০২৪ অনুযায়ী (পুঞ্জীভূত অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ) এবং ৩০.০১.২০২৪ থেকে আদায় হওয়া বিক্রয় থেকে নিট পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ এবং নিলামের তারিখ ০৩.০১.২০২৫ এবং ০৫.০৩.২০২৫ অনুযায়ী	ক) ৩,২০,০৬,০০০.০০ টাকা খ) ৩২,০০,৬০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৬.০১.২০২৬ এবং ২১.০১.২০২৬
৪	**ঋণগ্রহীতা(গণ) : মেসার্স বাহার রাইস মিলস প্রা লি., ডিরেক্টর(গণ) : ক) শেখ আবদুল আলম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **খ) শেখ আবদুল সালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **গ) শেখ আবদুল কালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **ঘ) শেখ আবদুল মালেক,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **ঙ) শ্রীমতি লুৎফা খাতুন,** স্বামী শেখ আবদুল মালেক	ফ্যাক্টরি জমি পরিমাপ ৩৪ ডেসিমেল তদস্থিত সিভিল নির্মাণ সংস্থাপিত স্থান গ্রাম -রানিচক, পো : অমরাকুচি, থানা : কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, মৌজা-রানিচক, দাগ নং ৯৩/২০২(অংশ), সত্তা-১৭, হাল খতিয়ান নং ২০৯ এবং ২১২ , স্বত্ব দলিল ২১৪১/২০০৫, **সম্পত্তি শেখ আবদুল মালেক এবং শেখ আবদুল সালেম এর নামে। সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত। দ্রষ্টব্য : বিবাদ মামলা নং ২০/আরসিএস -২০২৪ সালের, ডব্লুবিএস কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন লি (বেনফেড) কর্তৃক দাখিলকৃত।**	১,৯০,১৬,৪৭৬.২০ টাকা (এক কোটি নব্বই লাখ ষোলো হাজার চারশ ছিয়াত্তর টাকা এবং কুড়ি পয়সা) ২৯.০১.২০২৪ অনুযায়ী (পুঞ্জীভূত অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ) এবং ৩০.০১.২০২৪ থেকে আদায় হওয়া বিক্রয় থেকে নিট পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ এবং নিলামের তারিখ ২০.০৫.২০২৪ এবং ০৩.০১.২০২৫ অনুযায়ী	ক) ৬২,৪০,০০০.০০ টাকা খ) ৬,২৪,০০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৬.০১.২০২৬ এবং ২১.০১.২০২৬

দ্রষ্টব্য ৩ : ক্রম নং ৩ এবং ৪ এর অধীনে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি একই কম্পাউন্ডের মধ্যে অবস্থিত, তাদের মধ্যে স্পষ্ট সীমানা নেই, তাই সম্ভাব্য দরদাতাকে ক্রম নং ৩ এবং ৪ এর সম্পত্তির জন্য সম্মিলিত দর জমা দিতে হবে। এই দুটি সম্পত্তির জন্য পৃথক দর গ্রহণ করা হবে না।

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১০.০১.২০২৬
স্থান : কলকাতা

কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

জমির বদলে চাকরি দুর্নীতিতে লালুর পরিবারের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন

পাটনা, ৯ জানুয়ারি: বিহারের ভোটে বিপর্যয়ের পরে আরও আঘাত এল আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ ও তাঁর পরিবারে। জমির বিনিময়ে রেলে চাকরি মামলায় লালুপ্রসাদ, তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী, দুই পুত্র তেজস্বী, তেজপ্রতাপ এবং কন্যা মিসা ভারতী-সহ ৪৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হল দিল্লির বিশেষ সিবিআই আদালতে। আদালত শুক্রবার লালুর পরিবারকে 'দুর্নীতির প্রতিষ্ঠান' বলায় মামলার সম্ভাব্য রায় নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জল্পনা।

প্রসঙ্গত, 'জমির বিনিময়ে চাকরি'র মামলায় বেআইনি আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধ আইনে ইডি ২০২৪ সালের ৮ জানুয়ারি লালুর পরিবারের একাধিক সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল।

সিবিআই আগেই এই মামলায় বেশ কয়েকটি চার্জশিট জমা করেছে। সেই সব চার্জশিটে দাবি করা হয়, কী ভাবে রেলে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জমির দাবি করা হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, দুর্নীতির শিকড় কী ভাবে গজিয়েছিল, কী ভাবে তার বিস্তার হয়েছিল, তা-ও চার্জশিটে উল্লেখ করে সিবিআই। এই মামলায় মোট ৯৮ জন জীবিত অভিযুক্তের মধ্যে ৪৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের অনুমতি দিয়েছে দিল্লির বিশেষ সিবিআই আদালত।

২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রে ইউপিএ সরকারের রেলমন্ত্রী ছিলেন লালু। অভিযোগ, সেই সময় চাকরি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। পরে ইডি এফআইআর দায়ের করে এই মামলার তদন্ত শুরু করে। গত বছরের মার্চ মাসে এই মামলার তদন্তের স্বার্থে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য লালুকে ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। শুধু একা নয়, লালুর স্ত্রী-পুত্রদেরও তলব করা হয়েছিল। সেই তলবে সাড়া দিয়ে হাজিরাও দিয়েছিলেন লালুরা।

১২ ঘণ্টায় ন'বার ভূমিকম্প গুজরাতের রাজকোটে

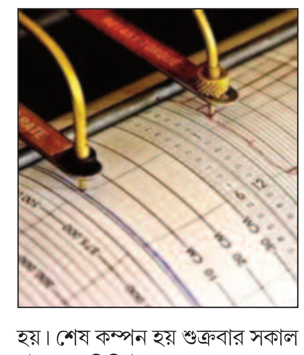

আমদাবাদ, ৯ জানুয়ারি: এক বার বা দু'বার নয়। ১২ ঘণ্টার মধ্যে ন'বার কাঁপল গুজরাতের রাজকোট। মৃদু কম্পন হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এই কম্পনের জেরে আতঙ্কিত হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন রাজকোটবাসী। অনেক এলাকায় বাড়ি খালি করানো হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চ্যুতিরেখার উপরেও পড়ছে না রাজকোট। তা হলে এই কম্পন কেন, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। তবে বর্ষার মরসুমের পর এই ধরনের মৃদু কম্পন খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে এত বার কম্পনের বিষয়টিই ভাবাচ্ছে বিজ্ঞানীদের।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত ৮টা ৪৩ মিনিটে প্রথম কম্পন হয়। শেষ কম্পন হয় শুক্রবার সকাল ৮টা ৩৪ মিনিটে। তার মাঝে আরও সাত বার কম্পন হয়েছে বলে স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর। কম্পনের উৎসস্থল ছিল উপলেটার উত্তর-পশ্চিমে ৩০ কিলোমিটার দূরে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, ন'বারে মধ্যে সর্বোচ্চ কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৮। সবচেয়ে কম কম্পনের মাত্রা ছিল ২.৯। কম্পনের মাত্রা যদি ৩ থেকে ৩.৯-এর মধ্যে থাকে, সেটিকে মৃদু কম্পন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যদি কম্পনমাত্রা ৩-এর নীচে হয়, তা হলে সেটিকে অতি মৃদু হিসাবে ধরা হয়। গান্ধিনগরের ইনস্টিটিউট অফ সিসমোলজিক্যাল রিসার্চ-এর বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের মাত্রা যদি ৪-এর নীচে থাকে, তা হলে সেটি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। কিন্তু একইসঙ্গে তাঁরা এটাও বলছেন যে, এত কম সময়ের মধ্যে কেন এত বার কাঁপল রাজকোট, সেটাই উদ্বেগের বিষয়।

উপলেটা মূলত কচ্ছ অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। আর ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার মধ্যে পড়ে কচ্ছ। তবে একসঙ্গে এত বার কম্পন আগে কখনও অনুভূত হয়েছে কি না, মনে করতে পারছেন না রাজকোটবাসী।

কিয়েভে মিসাইল-ড্রোন হানায় নিহত ৩

কিয়েভ, ৯ জানুয়ারি: বৃহস্পতিবার রাত থেকে ফের ইউক্রেনে হামলা শুরু করেছে রাশিয়া। জানা গিয়েছে, ড্রোন এবং মিসাইল নিয়ে কিয়েভে হামলা করেছে পুতিনের বাহিনী। এই ঘটনায় ৩জন নিহত হয়েছে এবং ১৬ জন আহত হয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে।

শুক্রবার ইউক্রেন সরকার জানিয়েছে, দেশের পশ্চিমে লাভিভ শহরে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোয় আক্রমণ করেছে রাশিয়া। হামলায় অজানা ব্যালিস্টিক মিসাইল ব্যবহার করা হয়েছে বলে ইউক্রেনের দাবি। ইউক্রেন বিমান বাহিনীর পশ্চিম কমান্ড জানিয়েছে ১৩ হাজার কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে আঘাত হানে এই মিসাইল। রকেটটি পরীক্ষা করে দেখা হবে বলে জানানো হয়েছে। এই আক্রমণে কিয়েভের বেশ কিছু জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিয়েভ শহরের প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা তৈমুর কাচেঙ্কো এই খবর জানিয়েছেন। ডেসনিয়ান্সকি জেলার একটি বহুতলের ছাদে আঘাত করে একটি ড্রোন। পাশাপাশি, একই জেলার অন্য দুটি আবাসনও এই আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কিয়েভের মেয়র জানিয়েছেন, রাজধানীর বেশ কিছু অংশে জল এবং বিদ্যুৎ-এর সরবরাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি দেশবাসীকে সতর্ক করে বলেন, রাশিয়া বড় মাত্রার আক্রমণ প্রকল্পনা করছে। এরপরেই এই আক্রমণের ঘটনা ঘটে। জেলেনস্কি বলেন, রাজধানী এলাকায় আবহাওয়ার খারাপ হওয়ার সুযোগ নেবার চেষ্টা করবে রাশিয়া।

মৃত মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মেয়ে-সহ ৩

ইন্দোরে গাড়ি দুর্ঘটনা

ইন্দোর, ৯ জানুয়ারি: ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনা মধ্যপ্রদেশে। ট্রাক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বালা বচ্চনের মেয়ে-সহ তিনজনের। শুক্রবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম প্রেরণা বচ্চন, প্রখর কাসলিওয়াল ও মান সান্ধু। অনুষ্কা শেট্টি নামে এক মহিলা গুরুতর আহত। তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। শুক্রবার ভোরে একটি পার্টি থেকে ফিরছিলেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বালা বচ্চনের মেয়ে প্রেরণা ও তাঁর সঙ্গীরা। রালামণ্ডল এলাকায় তেজাজিনগর বাইপাসে তাঁদের গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাক ও প্রেরণাদের গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। অভিঘাতে দুমড়ে মুচড়ে যায় প্রেরণাদের গাড়িটি। বিকট শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। উদ্ধার কার্যে হাত লাগান তাঁরা। খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশও। আহতদের রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে। সেখানে প্রেরণা-সহ ৩ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। খবর পাওয়ার পরই মর্গে ছুটে যান প্রেরণার পরিবার। শোকের ছায়া নেমে এসেছে প্রাক্তন মন্ত্রীর পরিবারে। এদিকে কী করে দুর্ঘটনা ঘটল তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত ট্রাক চালক পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

মনট্রা ইলেকট্রিকের বিস্তার দিল্লি এনসিআর-এও

দিল্লি এনসিআর, ৯ জানুয়ারি: মুরুগাপ্পা গ্রুপের মনট্রা ইলেকট্রিক নিজেদের ডিলারশিপ নেটওয়ার্ক এবার দিল্লি এনসিআর-এও বিস্তৃত করেছে। উত্তর দিল্লির লিবাসপুরে একটি ইলেকট্রিক স্মল কমার্শিয়াল ভেহিক্যাল ডিলারশিপের উদ্বোধন করা হয়েছে। পাশাপাশি গ্রেটার নয়ডার সুরজপুরেও একটি থ্রি-হুইলার ডিলারশিপের উদ্বোধন করা হয়েছে মনট্রা ইলেকট্রিকের তরফে। ভারতের ইলেকট্রিক কমার্শিয়াল ভেহিক্যালের বাজারে অন্যতম সেরা মনট্রা ইলেকট্রিকস এই জোড়া ডিলারশিপের মাধ্যমে নিজেদের বাজারের অস্তিত্ব আরও কিছুটা বৃদ্ধি করল বলে মনে করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে শহুরে সরবরাহ ব্যবস্থা, ভাগ করা যাত্রী পরিবহণ এবং শহর-আন্তঃনগর যান ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান প্রভাব পড়বে। কারণ বৈদ্যুতিক যানবাহন পাইলট পর্যায় থেকে নিয়মিত বাণিজ্যিক ব্যবহারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

ময়দান

ভারতীয় শিবিরে ধাক্কা!

প্রথম তিন টি-২০ ম্যাচে নেই ভারতের নির্ভরযোগ্য মিডল-অর্ডার ব্যাটার

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ শুরুর ঠিক আগে বড় ধাক্কা খেল ভারতীয় ক্রিকেট দল। প্রথম তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে খেলতে পারবেন না তরুণ ব্যাটার তিলক বর্মা। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এক সরকারি বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'টেস্টিকুলার টরশন' সমস্যার কারণে তাঁর তলপেটে জরুরি অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। এই বিরল কিন্তু জটিল পরিস্থিতিতে অণ্ডকোষে রক্ত সঞ্চালন হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। দ্রুত অস্ত্রোপচার না-হলে অণ্ডকোষ বাঁচানো সম্ভব নয়। তাই চিকিৎসকদের পরামর্শে বৃহস্পতিবার সকালে রাজকোটের হাসপাতালে তিলকের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করা হয়। বোর্ডের বিবৃতি অনুযায়ী, অস্ত্রোপচারের পর তিলক এখন স্থিতিশীল ও পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। শুক্রবার তিনি রাজকোট থেকে নিজের শহর হায়দরাবাদে ফিরবেন। শারীরিক উপসর্গ পুরোপুরি কমে গেলে শুরু হবে তাঁর পুনর্বাসন (রিহ্যাব) প্রক্রিয়া। ঝুঁকি এড়াতে বোর্ড ও টিম ম্যানেজমেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রথম তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হবে। এর পর ধীরে ধীরে ফিটনেস, দক্ষতা বৃদ্ধি ও ক্রিকেট, নির্দিষ্ট অনুশীলনে ফিরবেন তিনি। চিকিৎসকেরা তাঁর উন্নতিতে সন্তুষ্ট হলে তবেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কামব্যাকের সুযোগ মিলতে পারে।

অন্য দিকে, এক দিনের সিরিজের প্রস্তুতিও জোরকদমে শুরু করেছে ভারত। দলের বেশির ভাগ ক্রিকেটার ইতিমধ্যেই বড়োদরায় পৌঁছে গিয়েছেন। বুধবার রাজকোটে তলপেটে তীব্র ব্যথা অনুভব করায় তিলককে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

E-TENDER

E- tender invited by the Pradhan, **Natidanga-II Gram Panchayat** (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Thanarpara, Nadia. **NIET NO. 06/Nati- II/ 15th CFC/2025-26,** visit **www.wbtenders.gov.in** Last date of submission **20.01.2026 up to 5p.m.**
For details please contact to the office or
Sd/- Pradhan,
Natidanga- II Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা -৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং. ঃ ইএলইজি-ওটি-১২৮২-২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ০৫.০১.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** পুরোনো কোচসমূহর থেকে সাব-প্যান্ট্রি সরঞ্জাম অপসারণ করা এবং সেইগুলি নতুন নির্মিত কোচে পুনরায় ফিট করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৪,৪৪,৬৮০.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২৮,৯০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৩ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু তারিখ ঃ** ১৩.০১.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টো। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী যে ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in** SDAH-347/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under. following tender(NIeT) No:-22/EN/SB/2025-2026(3nd call), (Pathashree-2025-26)(Sl No 01 to 02) Dated:- 07/01/2026. The last date of online submission of tender is 20/01/2026 upto 14:00 hours.
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-*Block Development Officer*
Sagardighi, Murshidabad

STATE FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

SFDCL invites e-tender as second call from eligible bidder regarding Supply of Tiger Shrimp Feed & Scampi Feed. Details of which are appended below:–**NIT Details:** SFDC/MD/NIT/Inland/2025-26/31(e) to 37(e) **(2nd call)** & SFDC/MD/NIT/Inland/2025-26/39(e)**(2nd call)**. Bid submission start date **10.01.2026,** Bid submission end date **20.01.2026,** For details visit **wbtenders.gov.in**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Construction of Concrete Road and Miscellaneous work at Link Park-I near Kali Mandir, within Ward No-13, Under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-236/25-26
Tender ID : 2026_MAD_986174_1 • Estimated Amount : 3706939/-
2) Name of the Work: Construction of Concrete Road at Outer Periphery of Annada Dhara Marriage Hall, Ward No- 19, Under DMC Area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-237/25-26
Tender ID : 2026_MAD_986612_1 • Estimated Amount : 1936811/-
3) Name of the Work: Repairing of Bituminous Road at different places of Arjunpur road connected road , Ward No-37 under DMC Area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-192/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_986679_1 • Estimated Amount : 2773017/-
4) Name of the Work: Construction of Concrete Road from Mansi's House to Jamuna Stoke Roal, Kalkari School to 2A Street, near Sima Gorai's House at Satyajitpally within Ward No- 15, Under D.M.C.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-188/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_986704_1 • Estimated Amount : 2223254/-
5) Name of the Work: Repairing of Bituminous Road from House No A1/1 to Sanchita Nibas at Taramaa Nagar Main Road & at Opposite side of Gosainagar Water Tank Ward No-15 Under D.M.C.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-187/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_986716_1 • Estimated Amount : 1610446/-
Last Date : 24th January 2026, up to 02:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **tenders.wb.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

OFFICE OF THE
KHARGRAM GRAM PANCHAYET
(Under Khargram Panchayet Samity) Vill+P.O+P.S.-Khargram, Dist- Murshidabad,
TENDER NOTICE
Sealed Tender hereby invited vide **NIT No. 07 (NIET) /KGP/2026 (1st Call)** dated- **07/01/2026** by the Prodhan, Khargram Gram Panchayat, Khargram Block, Murshidabad for Schemes under 5th CFC. Last Date of submission & sale of Tender Paper from **10/01/2026 up to 18.00 hrs. to 24/01/2026 upto 18.00 hrs.** Interested bidders may kindly visit GP notice board for details notice.
Sd/- Prodhan
Khargram Gram Panchayat

Office of the
KATABARI GRAM PANCHAYAT
P.O. Natial, Murshidabad, West Bengal
Tender Notice
Percentage rate e - Tender invited vide **NIT No.- 05/KGP/2025-26 of 15th FC.of 15th F.C Memo No.:- 07/1(12)/KATA , Date:- 09-01-2026.** by the Prodhan, KATABARI GRAM PANCHAYAT. Date & time of publication of **e-NIT 10/01/2026 AT 10:00 A.M.** Last date of submission of bid (online) **21/01/2026 UP TO 05:00 P.M.** Intending bidders may download tender documents from **htpp://wbtenders.gov.in** or Notice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Sd/- Pradhan
Katabari Gram Panchayt
Natial, Murshidabad

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of Surface drain in different booths, in ward no.-05, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.
Tender reference:
WBMAD/NIeT/277/BM/2025-26/APAS
Date: 08.01.2026
Tender ID- TENDER ID:
2026_MAD_5007185_1,
2026_MAD_5007185_2,
2026_MAD_5007185_3,
2026_MAD_5007185_4,
2026_MAD_5007185_5,
2026_MAD_5007185_6,
2026_MAD_5007185_7,
2026_MAD_5007185_8,
2026_MAD_5007185_9,
2026_MAD_5007185_10,
2026_MAD_5007185_11,
2026_MAD_5007185_12
1. Bid Submission Start date- **08.01.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date- **14.01.2026 at 14.00**. 3. End date- **19.01.2026 at 18.00.** 4. Bid opening date- **21.01.2026 at 18.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: NGP-15/2025-2026, Dated: 07-01-2026.** The last date for online submission of tender is **21-01-2026 (Wednesday) upto 15:00 Hours.**
For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Sl. No.	Name of Work	NIT No	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1	DEVELOPMENT OF GREEN SPACE AT A-BLOCK OF WARD NO-03 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMRUT 2.0 (Tender ID: 2026_MAD_986263_1)	WBMAD/BM/33e/ 2025-26 Memo. No.: 06/PWD Dated: 05.01.2026	09.01.2026 at 17.00PM	27.01.2026 at 15.00 Hrs.
2.	CONSTRUCTION OF PUBLIC TOILET (MODEL-F) AT SHIVAKALI GIRLS SCHOOL OF WARD NO-08 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER SBM-U 2.00 SCHEME. GROUP-H (Tender ID: 2026_MAD_986417_1	WBMAD/BM/30e/ 2025-26 (2nd call) Memo. No.: 18/PWD Dated: 09.01.2026	09.01.2026 at 17.00PM	21.01.2026 at 15.00PM

For details please visit **www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org**
Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

DURGAPUR MUNICIPAL CORPORATION
City Centre, Durgapur-713216
Notice Inviting e-TENDER

1) Name of the Work: Construction of Concrete Road connecting between St. No-18 & 16, Shibaji, Ward No-10, Booth No-21, Borough No-01.
e-Tender No: WBDMC/W/369(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006861_1, **Est. Amt: Rs.54,055**/-
2) Name of the Work: Construction of Toilet Block and provision of Drinking Water Facility at St.-14 & 16, Shibaji, Booth No-21, Ward No-10, Borough No-01.
e-Tender No: WBDMC/W/369(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006861_2**, Est. Amt: Rs.9,43,814**/-
3) Name of the Work: Repairing of drain near Netaji Sporting Club Trunk Rd. St. no-28, within Ward No-08.
e-Tender No: WBDMC/W/386(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006865_1,**Est. Amt: Rs.2,54,167**/-
4) Name of the Work: Construction of Community Hall of Public Toilet Block near Ramkrishna Mandir, Booth-32, Ward No-09, Borough-01.
e-Tender No: WBDMC/W/372(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006886_1,**Est. Amt: Rs.9,43,814**/-
5) Name of the Work: Construction of Concrete Road from 1 no. S. N. Banerjee road to S. N. Banerjee main road, Ward No-09, Booth No-32, Borough No-01.
e-Tender No: WBDMC/W/372(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006886_2, **Est. Amt: Rs.54,055**/-
6) Name of the Work: Repairing of Drain at 3 no. S. N. Banerjee road, Borough-01, Booth No-33, Ward No-09.
e-Tender No: WBDMC/W/375(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006896_1**, Est. Amt: Rs.54,690**/-
7) Name of the Work: Construction of Community Toilet & Cultural Mancha at Amar Sangha Play Ground, Booth-33, Ward No-09, Borough-01.
e-Tender No: WBDMC/W/375(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006896_2, **Est. Amt: Rs.9,43,814**/-
8) Name of the Work: Construction of Drain from Rohimpath st. no. – 01 to 59 Qtrs. Main Street, Borough-01, Booth No-34, Ward No-09.
e-Tender No: WBDMC/W/379(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006913_1, **Est. Amt: Rs.4,37,720**/-
9) Name of the Work: Construction of Drain between Rohimpath st. no. – 10 to 12, Borough-01, Booth No-34, Ward No-09.
e-Tender No: WBDMC/W/379(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006913_2, **Est. Amt: Rs.5,34,367**/-
10) Name of the Work: Construction of drain from Rina Devi House to Balai Dey House, Mirabai Basti within Ward No-08.
e-Tender No: WBDMC/W/385(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006931_1, **Est. Amt: Rs.2,52,637**/-
11) Name of the Work: Construction of Mini Shed near Tulsidas road within Ward No-08, under DMC.
e-Tender No: WBDMC/W/385(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006931_2,**Est. Amt: Rs.6,29,096**/-
12) Name of the Work: Construction of road from Shibu Das House to Niranjan Das House, Kamlaitala, within Ward No-01.
e-Tender No: WBDMC/W/388(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5007016_1, **Est. Amt: Rs.1,22,873**/-
13) Name of the Work: Construction of road from Sagar Sen House to Ram Mandi House, Kamlaitala, Ghosh Para, within Ward No-01.
e-Tender No: WBDMC/W/388(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5007016_2,**Est. Amt: Rs.3,78,044**/-
14) Name of the Work: Construction of road from Sukhdeb Singh House to Kamlaitala, within Ward No-01.
e-Tender No: WBDMC/W/388(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5007016_3,**Est. Amt: Rs.2,70,550**/-
Last Date : 19-01-2025 up to 09.00 AM
For details : tenders.wb.gov.in
Sd/-
Executive Engineer, DMC

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 139/PW/Eng/APAS/26 Dt. 09-01-2026
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No:- **03/GGP/ 15th CFC (TIED / UN TIED) / 2025-26**, With Vide Memo No. **267/ GGP/ 2025-26, Dated: - 08-01-2026,** The Last date for online submission of tender is **21/01/2026 upto 03.00 P.M.** For details please visit website:- **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Ghoshpara Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated of Work
WBMAD/ULB/ RSM/1475/ 25-26/2nd Call Dated 08.01.2026	Estimate for Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Halder Bari to H/O Naimuddin Halder in Ward No. - 07 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-284 (Proposal Serial No.-1)Within 151, Sonarpur Uttar A.C	Rs. 5,57,829.00
WBMAD/ULB/ RSM/1966/ 25-26/2nd Call Dated 08.01.2026	Repairing and Upgradation of road from h/o Basanti Singh to T.G link, Nabendu Das to R.G road link and H/O Swapan Sarkar to Sahapur road Link at Ward no-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-156 (Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 5,34,530.00

Bid Submission end date: **27.01.2026** at **11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call 2nd Corrigendum Notice
N.I.E. EQ. No. 115/PW/Eng/25 Dt. 06-11-25
Bid Submission period: 28.01.26 instead of 08.01.26
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia
Tender Notice
Chakdaha Municipality invites e tender **vide tender reference no:- WBMAD/CM/APAS/W-1/ NIT-11_2nd/25-26 & TENDER ID 2026_MAD_5007182_1, 2, WBMAD/CM/APAS/W-5/NIT-31/25-26 & Tender Id:- 2026_MAD_5007308_1** for various development works under Chakdaha Municipality under the APAS scheme. For further information please visit **https://tenders.wb.gov.in/**
Sd/-
Chairman
Chakdaha Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/ 1124/25-26/3rd Call Dated 08.01.2026	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Tapan Kumar Das to H/O Kashinath at Sonajil in Ward No. - 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-55, (Proposal Serial No.-01) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.2,99,557.00
WBMAD/ULB/RSM/ 1125/25-26/3rd Call Dated 08.01.2026	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Parameshwar Das to H/O Dipak Mondal at Ghasiara Paschim Para in Ward No. - 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-55, (Proposal Serial No.-02) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.1,86,123.00
WBMAD/ULB/RSM/ 1126/25-26/ 3rd Call Dated 08.01.2026	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Lalit Purkait to H/O Debabrata Mondal at Rupnagar in Ward No. - 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality,BoothNo.-55,(Proposal Serial No.-03) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.2,29,348.00
WBMAD/ULB/RSM/ 1127/25-26/3rd Call Dated 08.01.2026	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Basudev Babu to H/O Arindam Das at Ghasiara Paschim Para in Ward No. - 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-55, (Proposal Serial No.-04) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.1,70,305.00
WBMAD/ULB/RSM /435/25-26 /4th Call Dated 08.01.2026	Upgradation of road near H/O of Sambhunath Bhattacharjee at Mishra Para at Ward no-16,17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-88(Proposal Serial No-5) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,47,950.00
WBMAD/ULB/RSM/ 1755/25-26/2nd Call Dated 08.01.2026	Repairing & Upgradation of concrete road from h/o naru debnath towards byepass link, at Ward No- 24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-182 (Proposal Serial No - 2) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.1,20,981.00
WBMAD/ULB/RSM/ 1970/25-26/2nd Call Dated 08.01.2026	Repairing & Upgradation of road from h/o Nemai Mondal to H/O Biswajit Mondal and H/O Ratan Sarkar to Rakhal Ghosh link at Ward no-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-156 (Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 3,49,002.00

Bid Submission end date: **27.01.2026** at **11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

(ANNEXURE-I)
SHORT QUOTATION NOTICE
E-Quotation is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:- **Name of the Work:** Printing and supply house connection application forms within Rajpur Sonarpur Municipality.**NIQ No. WBMAD/ULB/RSM/WS/2016/25-26 Dt. 09.01.2026. Submission started date:** 10.01.2026 at 17-30 hrs. **Submission End date:** 21.01.2026 at 17-30 hrs. **Technical opening date:** 23.01.2026 at 17-30 hrs. For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in**.
Sd/- Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur-Sonarpur municipality

Sahajadapur Gram Panchayat
Dakshin Bijaynagar, Joynagar-II, South 24 Parganas
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 11 Nos. scheme vide **NIT No: 557/SAHA/APAS/25-26, Dated- 08.01.2026.** Documents Downloaded/Sale & Bid Submission Start date- **09.01.2026 from 10:00 AM** and Closing date (Online) : **24.01.2026 up to 11:30 A.M.** Tender opening date(Online): **27.01.2026 on 12:00 Noon.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** **Tender id: 2026_ZPHD_985546_(1-11)** also available at undersigned G.P.
Sd/-
Pradhan
Sahajadapur Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

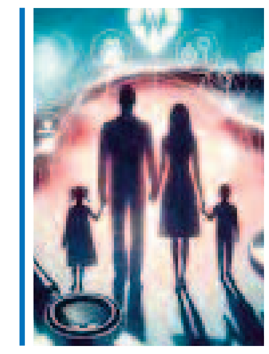

ভারতের প্রথম মহিলা আবহাওয়াবিদ

ভারতকে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করেছিলেন

আন্না মানি

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকার কেবল যোগ্যতার উপরে নির্ভর করেনা, নির্ভর করে জ্ঞান এবং অনুশীলনের উপরে - এমনটাই বিশ্বাস করতেন তিনি। কখনো ক্ষমতা বা খ্যাতির পিছনে ছোটেননি, নীরবে নিজের কাজ করে গেছেন সারাজীবন। কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ছিল না, তাঁর জীবনযাপনও ছিল অতি সাধারন। লিঙ্গগত বাধা অতিক্রম করে তিনি জীবনে সফলতা অর্জন করেছিলেন নিজের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রেখে। তিনি ভারতের প্রথম মহিলা আবহাওয়াবিদ আন্না মানি। জেদ নিষ্ঠা বুদ্ধি ও প্রতিভার জেরে একটা একটা করে বাধা টপকে একেবারে শীর্ষে পৌঁছে গিয়ে হয়ে উঠেছিলেন 'ওয়েদার উওম্যান অফ ইন্ডিয়া'।

জলবায়ু বিজ্ঞানে ভারতের স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে আন্না মানির ভূমিকা ছিল অবিসংবাদিত। তাঁর গবেষণার ফলেই ভারত একদিন সঠিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হয়েছিল এবং তৈরি হয়েছিল দেশের জন্য নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের ভিত্তি ভূমি।

তাঁর আগে নগরায়ণকে ক্ষুদ্র জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে যুক্ত করার কথা ভাবেননি কেউ।

১৯১৮ সালের ২৩ আগস্ট কেরালার ত্রিবাংকুরে এক অবস্থাপন্ন খ্রিষ্টান পরিবারে জন্ম হয়েছিল আন্না মোদায়িল মানির। সবাই যাকে চেনে আন্না মানি নামে।

আট ভাই বোনের মধ্যে আন্না ছিলেন সপ্তম। পরিবার অবস্থাপন্ন হলেও ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল সেই পরিবারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। পরিবারের রীতি ছিল বাড়ির পুরুষরা ছোট থেকেই উচ্চ শিক্ষার জন্য সচেষ্ট হবে অন্যদিকে বাড়ির মেয়েরা নিজেদের তৈরি করবে বিয়ের জন্য। স্বাভাবিক কারনেই পরিবারের মেয়েদের পড়াশোনা থেকে দূরেই রাখা হতো। ছোট থেকেই তাঁদের দেওয়া হতো সংসারের নানান পাঠ। আন্নার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হওয়ার ছিল না। পড়াশুনোয় আন্না সময় নষ্ট করুক, একেবারেই চাননি তাঁর সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বাবা। কিন্তু, পরিবারের ভাবনাকে গুরুত্ব না দিয়ে ছোটবেলা থেকেই বইপত্রের মাঝে ডুবে থাকতেই ভালোবাসতেন আন্না, স্বপ্ন দেখতেন বড় ডাক্তার হওয়ার। মেধাবী আন্না পরিবারের অনুশাসন না মেনে, বাবার চিন্তাভাবনার ধারে কাছে না গিয়ে মন দিয়েছিলেন পড়াশোনায়। যখন তাঁর আট বছর বয়স, তখনই জন্মদিনে হীরের দুলের বদলে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বেছে নিয়ে আন্না বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি পরিবারের অন্য মেয়েদের মতো হবেন না। আট বছর বয়সেই তাঁদের বাড়ির কাছে থাকা পাবলিক গ্রন্থাগারে গিয়ে পড়ে নিয়েছিলেন মালায়ালাম ভাষার প্রায় সব বই, বারো বছর বয়সের মধ্যেই গ্রন্থাগারে থাকা ইংরেজি ভাষার বইগুলিও পড়া হয়ে গিয়েছিল তাঁর। আন্নার জেদের কাছে একসময়ে হার মেনে যান বাবা। তিনি আর বাধা দেননি। আন্না তাঁর পড়াশোনা চালিয়ে যান নিজের মতো করে।

ছোটবেলা থেকেই মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আন্না মানি, গায়ে তুলে নিয়েছিলেন খাদির পোশাক। ভাইকম সত্যাগ্রহের সময় গান্ধীর কার্যকলাপ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল সেখান থেকেই গান্ধীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে পড়েছিলেন আন্না। শুধু তাই নয়, মনের ভিতরেও তিনি সযত্নে লালন করেছিলেন গান্ধীর মতাদর্শ, যেটি তাঁর গভীর স্বাধীনচেতা মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

প্রথম জীবনে তিনি নাচও শিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিবার ঐতিহ্যগতভাবে নাচের বিরোধী হওয়ায় আন্নার নাচ শেখা হয়ে ওঠেনি। ছোটবেলা থেকে ডাক্তার হওয়ার যে স্বপ্ন ছিল তাঁর, সেই স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে মাদ্রাজের পাচায়াপ্পাস কলেজ থেকে একইসাথে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নে সাম্মানিক ডিগ্রী নিয়ে স্নাতক হয়েছিলেন তিনি।

এই সময়ে আন্না মানি বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইন্সিটিউট অফ সায়েন্সে গবেষণা করার জন্য একটি বৃত্তি পেয়েছিলেন। তাঁর অনেকদিনের স্বপ্ন সফল হয় যখন তিনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত বিজ্ঞানী সি ভি রমনের গবেষণাগারে হীরে ও রুবির বর্ণালীবীক্ষণ নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেলেন। সি ভি রমনের এই গবেষণাগারে সংরক্ষিত ছিল ভারত ও আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা প্রায় তিনশোটি হীরে। এই হীরের ঔজ্জ্বল্য বিশ্লেষণ ও তাপ গ্রহণের ক্ষমতা নিয়ে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু করলেন মানি। সেখানে তিনি ত্রিশটিরও বেশি বিভিন্ন হীরার তাপমাত্রা নির্ভরতা এবং মেরুকরণের প্রভাব সহ প্রতিপ্রভতা, শোষণ এবং রমন বর্ণালী রেকর্ড এবং বিশ্লেষণ করেছিলেন। পরীক্ষাগুলি যথেষ্ট দীর্ঘ এবং শ্রমসাধ্য ছিল। নিরবচ্ছিন্নভাবে দিনে পনেরো থেকে কুড়ি ঘণ্টা ধরে কাজ করে গেছেন। গবেষণাগারে পড়ে থেকেছেন মাসের পর মাস। স্ফটিকগুলি তরল বায়ুর তাপমাত্রায় রাখা হয়েছিল, এবং কিছু হীরার দুর্বল আলোকসজ্জার জন্য ফটোগ্রাফিক প্লেটে বর্ণালী রেকর্ড করার জন্য পনের থেকে বিশ ঘন্টা এক্সপোজার সময় প্রয়োজন ছিল। সেই কারনেই আন্না মাণি পরীক্ষাগারে দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছিলেন, কখনও কখনও সারারাতও কাজ করেছেন। সেই সময়ে কোনো পুরুষ সহকর্মী তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। একজন মহিলা সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল, এই তিন বছরের মধ্যেই প্রায় একক প্রচেষ্টায় হীরে ও রুবির ঔজ্জ্বল্য বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

এই বিষয়ে তিনি পাঁচটি গবেষণা পত্র লিখেছিলেন এবং পিএইচডির জন্য মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়েছিলেন, কিন্তু তার পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি না থাকায় তাকে পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া হয়নি।

যদিও অনেকেই মনে করেন শিক্ষাগত যোগ্যতা নয়, আসলে সেই সময়ে লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছিল তাঁকে।

পিএইচডির ডিগ্রি পাননি বলে সাময়িক কষ্ট পেলেও, ভেঙে পড়েননি আন্না। কিছুদিনের মধ্যেই উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি একটি সরকারী বৃত্তি পেয়ে যান চলে যান ইংল্যান্ডে। সেখানে পৌঁছে লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজে নতুন করে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর পড়াশোনা শুরু করেন। তিনি চর্চার বিষয় হিসেবে বেছে নিলেন আবহাওয়া সংক্রান্ত যন্ত্রের ব্যবহার। যদিও বিষয়টি নতুন ছিল তাঁর কাছে কিন্তু আন্না নিজের সহজাত প্রতিভায় শিখে নিলেন সেই সব যন্ত্রের ব্যবহার ও প্রয়োগের খুঁটিনাটি।

লন্ডনের পাঠ্যক্রম শেষ করে ১৯৪৮ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভের পরে পরেই তিনি ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি যোগ দিয়েছিলেন পুনের 'ইন্ডিয়ান মেটিওরলজিকাল ডিপার্টমেন্টে'। যোগ দেওয়ার পরে সেখানে তাঁর প্রথম কাজ ছিল বৃষ্টি পরিমাপ, জলবিদ্যুৎ, থার্মোগ্রাফ, ব্যারোগ্রাফ, ব্যারোমিটার, অ্যানিমোগ্রাফ ইত্যাদি রেকর্ডিং তৈরি করা। স্বাধীন ভারতে জলবায়ু ও আবহাওয়া নিয়ে গবেষণার জন্য এই বিভাগটি তখন সবে তৈরি হয়েছিল। শৈশবের সেই ভারতীয় মেটিওরলজিকাল ডিপার্টমেন্টে তখনও আবহাওয়া নির্ধারণ করার জন্য কোনো যন্ত্রপাতি ছিল না। আন্না যেহেতু লন্ডনে আবহাওয়া সংক্রান্ত যন্ত্রের ব্যবহার শিখে এসেছিলেন তাই তাঁকেই দেওয়া হলো যন্ত্র তৈরির ভার। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে আন্না বুঝতে পারেন রসদের পরিমাণ খুবই সীমিত, সেই সময়ে রসদ সংগ্রহের ক্ষমতাও দেওয়া হয়নি তাঁকে। যন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার জন্য বিভাগের যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতিও সেই সময়ে ছিল না। আন্না কিন্তু হতাশ হয়ে পড়েননি। আসলে, জীবনের কোনও প্রতিবন্ধকতাই যাঁকে কোনওদিন হার মানাতে পারেনি, সে এখানেই বা হার মানবে কেন? তিনি তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীদের উদ্বুদ্ধ করলেন সেই সীমিত রসদ নিয়েই নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করতে। অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে ১০০টি বিভিন্ন আবহাওয়া বিষয়ক যন্ত্রের নকশা তৈরি করলেন তিনি। তাঁর প্রচেষ্টায় এক এক করে সেই যন্ত্রগুলো তৈরি হতে শুরু করে। মানি যন্ত্রগুলিকে সর্বোচ্চ মানের এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে ভুল পরিমাপ একেবারেই কোনও পরিমাপ না করার চেয়েও খারাপ'।

এই সাথে, ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক ভূ-প্রকৃতিবিদ্যা বর্ষে গোটা দেশ জুড়ে বেশ কিছু সৌর-তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপক কেন্দ্রের নেটওয়ার্কও তৈরি করেন তিনি। তাঁর কাজ সেই সময়েই ভারতকে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে। ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে, তিনিই প্রথম ভারতের আর্দ্রতা এবং তাপ সহ্য করতে সক্ষম নির্ভরযোগ্য বিকিরণ এবং সৌর পরিমাপ যন্ত্র, পাইরানোমিটার এবং সানশাইন রেকর্ডার ডিজাইন করেন।

তাঁর যোগ্যতাই তাঁকে ইন্ডিয়ান মেটিওরলজিকাল ডিপার্টমেন্টের উচ্চপদে পৌঁছে দেয়। ১৯৬৯ সালে, মানিকে ইন্ডিয়ান মেটিওরলজিকাল ডিপার্টমেন্টের উপ-মহাপরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।তিনি বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা সহ আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক ফোরামে ভারতের প্রতিনিধিত্ব যেমন

করেছিলেন তেমনি পরিবেশে ওজোনের উপস্থিতির প্রভাব নিয়ে লিখেছিলেন একাধিক প্রবন্ধ।

এই উদ্দেশ্যেই তাঁর হাতে তৈরি হয় পরিবেশে ওজোন পরিমাপের জন্য বেলুন-বাহিত একটি যন্ত্র 'ওজোনসোন্ডে' (OZONESONDE-)। এই যন্ত্রটির সাহায্যে ওজোন স্তর সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য এসে যায় ভারতের হাতে। ১৯৬৪ সালে, তার তত্ত্বাবধানেই ইন্ডিয়ান মেটিওরলজিকাল ডিপার্টমেন্ট ভারতের প্রথম 'ওজোনসোন্ডে' বেলুন উৎক্ষেপণ করে, পরবর্তীকালে যেটি বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার বিশ্বব্যাপী ওজোন ম্যাপিং প্রচেষ্টার একটি অংশ হয়ে ওঠে। এই বিষয়ে তাঁর অবদানের কথা মাথায় রেখে আন্না মানিকে আন্তর্জাতিক ওজোন কমিশনের সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

১৯৮০ সালের দিকে, অ্যান্টার্কটিকায় ভারতীয় অভিযানে মানির এই ওজোনসোন্ড নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। ১৯৮৫ সালে পদার্থবিদ জোসেফ ফারম্যান যখন দক্ষিণ মেরুর উপরে ওজোন স্তরে একটি বৃহৎ 'গর্ত' থাকার বিষয়ে বিশ্বকে সতর্ক করেন (১০ বছর পরে তিনি এর জন্যই নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন), তখন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা মানির এই আবিষ্কার ব্যবহার করে সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে ফারমানের আবিষ্কারকে সমর্থন করতে পেরেছিলেন।

মানি শুধু বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরের ওজোন নিয়েই গবেষণা করেননি তিনি ভূ-স্তরের ওজোন নিয়েও গবেষণা শুরু করেছিলেন, যাকে আমরা এখন ট্রপোস্ফিয়ারিক ওজোন নামে জানি, এটি আসলে হাইড্রোকার্বন এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডের বিক্রিয়ার ফলে তৈরি একটি শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস।

১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত তার প্রতিবেদনে, তিনি 'হাইড্রোকার্বন এবং নাইট্রোজেন-ধারণকারী গ্যাসের সাথে জড়িত বিক্রিয়ার একটি শৃঙ্খল' বর্ণনা করেছিলেন — যা কয়েক দশক ধরে আধুনিক জলবায়ু রসায়নের পূর্বাভাস দেয়। তিনি পুনের শিল্প বায়ু থেকে প্রাপ্ত পরিমাপগুলিকে বঙ্গোপসাগরের পরিষ্কার সামুদ্রিক বাতাসের পরিমাপের সাথে তুলনা করেছিলেন এবং তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, 'সঠিক পরিমাপ হল প্রকৃতি বোঝার ভিত্তি'। মানির কাছে পরিমাপ কোনো যান্ত্রিক কাজ ছিল না, ছিল নৈতিক কাজ। তাঁর নীতি ছিল, 'তুমি যতটা পারো ততটাই করো, কিন্তু তোমার সেরাটা করো।'

তিনি বেঙ্গালুরুতে একটি ছোট কর্মশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে তিনি ওজোন পরিমাপের জন্য যন্ত্র তৈরির পাশাপাশি সৌরশক্তি এবং বাতাসের গতি পরিমাপের জন্যও সরঞ্জাম তৈরি করতেন।

১৯৭০-এর দশকের মধ্যেই, মানির নেতৃত্বে, পুনে ভারতের জাতীয় ওজোন কেন্দ্র এবং পরে এশিয়ার আঞ্চলিক ওজোন কেন্দ্র হয়ে ওঠে। অবসর নেওয়ার আগে ১৯৭৫ সালে তিনি মিশরে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার পরামর্শদাতা হিসেবেও কাজ করেছিলেন।

ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানের জনক শ্রী বিক্রম সারাভাইয়ের অনুরোধে থুম্বা রকেট লঞ্চিং কেন্দ্রে তিনি তৈরি করেন একটি আবহাওয়া বিষয়ক মানমন্দির এবং যন্ত্র সংগ্রহশালা।

তার এই কৃতিত্বগুলি ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমিতে, বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা ও ওজোন কমিশন দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল, কিন্তু জাতীয় স্বীকৃতি বলতে যা বোঝায় তা তিনি কোনোদিনই পাননি।

১৯৭৬ সালে তাঁর বর্ণময় কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি আবার ফিরে এসেছিলেন তাঁর প্রথম জীবনের কর্মক্ষেত্র রমন রিসার্চ ইন্সটিটিউটে। তবে এবারে তিনি গবেষক হিসেবে আসেননি, এসেছিলেন শিক্ষিকা হিসেবে। এই সময়ে বেঙ্গালুরুর নন্দী হিলসে তিনি তৈরি করেন একটি মিলিমিটার ওয়েভ টেলিস্কোপ। পরবর্তীকালে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল মেটিওরোলজি (আইআইটিএম) এর সহযোগিতায়, ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের জন্য ভারতে সৌর ও বায়ু শক্তির সম্ভাব্য সম্পদের মূল্যায়নের উপর একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি ক্ষেত্র গবেষণা ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জীবনের প্রায় শেষ অবধি এই প্রকল্পের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আন্তর্জাতিক মানের যন্ত্র দিয়ে সারা বছর ধরে বায়ুর গতি পরিমাপের জন্য গোটা দেশ জুড়ে ৭০০টিরও বেশি কেন্দ্র তৈরি করেছিলেন আন্না মানি। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি অবস্থিত ছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলে, কিন্তু সাহসী আন্না তার ছোট দল নিয়ে সেই সব প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পৌঁছে গিয়েছিলেন নির্দ্বিধায়।

সেই সময়েই তিনি বিকল্প শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছিলেন। রিনিউয়েবল এনার্জি বা পুনর্নবীকরণ শক্তি নিয়ে সেই সময়েই কাজ করেছিলেন তিনি। আজ যখন সৌর ও বায়ু শক্তির ক্ষমতা ব্যবহারের কাজে ভারতবর্ষ অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে, তখন তাঁর কৃতিত্বের অনেকটাই প্রাপ্য আন্না মানির।

পড়াশোনা এবং গবেষণায় নিবেদিতপ্রাণ মাণি বিয়ে করেননি। প্রকৃতি, ট্রেকিং এবং পাখি পর্যবেক্ষণের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল প্রবল। সময়ের থেকে অনেকটাই এগিয়ে থাকা এই মানুষটিকে যখন প্রশ্ন করা হত, যে মহিলা হওয়ার জন্য কোনওদিন কর্মক্ষেত্রে তাঁর কোনও অসুবিধা হয়েছে কিনা, তিনি মুচকি হেসে বিষয় থেকে সরে গিয়ে ছোটবেলার দিনগুলির কথা বলতেন। অবলীলাক্রমে এড়িয়ে যেতেন পিএইচডি না পাওয়ার বা পুরুষ সহকর্মীদের অসহযোগিতার প্রসঙ্গটি। আন্না মণি তার জীবন এবং কৃতিত্ব সম্পর্কে খুব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি থেকে তাঁকে ডক্টরেট উপাধি না দেওয়া হলেও তিনি কখনও ক্ষোভ প্রকাশ করেননি। তার সেই গবেষণামূলক প্রবন্ধ আজও রমন রিসার্চ ইন্সিটিউটের গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে।

১৯৮৭ সালে বিজ্ঞানে তার অসাধারণ অবদানের জন্য কে আর রামানাথন পদক প্রদান করা হয়েছিল তাঁকে, ১৯৭৫ সালে পেয়েছিলেন পদ্মশ্রী পুরস্কার।

তাঁর লেখা 'দ্য হ্যান্ডবুক অফ সোলার রেডিইয়েশন ডেটা ফর ইন্ডিয়া' এবং 'সোলার রেডিয়েশন অফ ইন্ডিয়া' নামের দুটি বই সৌর-বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের কাছে আজও একটি প্রামান্য দলিল হিসেবে রয়ে গেছে।

জীবনের শেষ সাতটি বছর চলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। ২০০১ সালের ১৬ আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়। ভারতীয় বিজ্ঞানে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতীক হয়ে ওঠা আন্না মাণির নিষ্ঠা ও অবদান আজও ভারতীয় নারীদের অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলেছে।

বিপন্ন মাতৃত্ব

সংকটে জনস্বাস্থ্য

শুভজিৎ বসাক

ভারতের জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় 'মাতৃমৃত্যুর হার' (Maternal Mortality Ratio) বর্তমানে একটি গভীর উদ্বেগের বিষয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দেওয়া একটি পরিসংখ্যান রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। ওই পরিসংখ্যানে দাবি করা হয়েছে, মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসের ক্ষেত্রে ভারত যেখানে সামগ্রিকভাবে ৩১ শতাংশ সাফল্য পেয়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্য মাত্র ১৬শতাংশ! এই তথ্যটি কেবল একটি রাজ্যের সীমাবদ্ধতা নয়, বরং এটি ভারতের সামগ্রিক পরিবার পরিকল্পনা ও নারী শিক্ষার অন্ধকারের এক খণ্ডচিত্র মাত্র। তবে এই চিত্রটি আরও ভয়াবহ হয়ে ধরা দেয় যখন আমরা বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড বা মধ্যপ্রদেশের মতো অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগুলোর দিকে তাকাই, যেখানে উচ্চ প্রজনন হার (TFR) এবং বাল্যবিবাহ মাতৃমৃত্যুর মিছিলকে দীর্ঘায়িত করছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকার কপার-টি (IUCD)-র মতো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রচার করলেও কুসংস্কারের দেওয়াল আজও তা ভাঙতে পারেনি। বর্তমান যুগে ঘরে ঘরে স্মার্টফোন এবং ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা থাকলেও, তা সঠিক স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রসারের বদলে অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও অবৈজ্ঞানিক ভীতি ছড়াতে বেশি ভূমিকা রাখছে। জরায়ুর সংক্রমণ বা শারীরিক ক্ষতির অলীক ভয়ে গ্রামাঞ্চলের মানুষ এই কার্যকরী (৯৯.৯ শতাংশ) পদ্ধতিটি গ্রহণ করতে ইতস্তত করছেন। একদল অসাধু চিকিৎসক ও বেসরকারি নার্সিংহোম ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা মানুষের এই আধো-আধো ভীতি ও সচেতনতার অভাবকে পুঁজি করে নিজেদের মুনাফা লুটছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে, প্রথম সন্তানের পর জরায়ুর পূর্ণ নিরাময় ও গঠনগত স্বাভাবিকতা ফিরে পেতে অন্তত ৩-৪ বছর সময় লাগে। কিন্তু এই ডিজিটাল বিভ্রান্তির শিকার হয়ে অনেকেই অকালে কপার-টি খুলে ফেলে দ্রুত পুনরায় গর্ভধারণ করছেন, যা জরায়ুর আস্তরণ পাতলা করে দিয়ে প্রসবকালীন প্রাণঘাতী রক্তপাতের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে।

লকডাউন-পরবর্তী সময়ে নারী শিক্ষার অপমৃত্যু এই সংকটকে আরও ঘনীভূত করেছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু করে উত্তর ভারত;সর্বত্রই স্কুলছুট ছাত্রীদের নাবালিকা বিবাহের এক নিঃশব্দ মহামারি দেখা দিয়েছে। সতেরো-আঠারো বছরের শরীর যখন প্রসবের জন্য প্রস্তুত নয়, তখনই তাদের ওপর মাতৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। NFHS-5 এর তথ্য অনুসারে, বিহারে প্রজনন হার (TFR) প্রায় ২.৯৮ এবং নাবালিকা বিবাহের হারও আকাশচুম্বী, যা সরাসরি মাতৃমৃত্যুর হারের সাথে যুক্ত। পাশাপাশি, প্রসবযন্ত্রণা লাঘবের দোহাই দিয়ে অপ্রয়োজনীয় 'সিজারিয়ান' অপারেশনের প্রবণতা একদিকে যেমন চিকিৎসা ব্যয় বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে মা ও নবজাতকের দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক ঝুঁকি তৈরি করছে।

এই সংকট নিরসনে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এক বৈপ্লবিক দিশা দেখিয়েছে, যেখানে সিজারিয়ান অপারেশনের বদলে ব্যথাহীন নর্মাল ডেলিভারি অত্যন্ত কার্যকর। অভিজ্ঞ অ্যানস্থেসিওলজিস্টদের তত্ত্বাবধানে এবং অত্যাধুনিক PCEA পাম্প (Patient Control Epidural Analgesia) ব্যবহারের মাধ্যমে প্রসূতি মায়েরা এখন অনেকটাই যন্ত্রণাহীনভাবে সন্তান প্রসব করতে পারেন। এই পদ্ধতিতে প্রসূতির এপিডিউরাল স্পেসে একটি ক্যাথেটার দিয়ে পাম্পের সাহায্যে নির্দিষ্ট মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ করা হয়, যা রোগী নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী রিমোটের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন; ফলে টক্সিক ডোজের ভয় থাকে না। এই জটিল প্রযুক্তিটি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য চিকিৎসকদের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট বা অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের ভূমিকা অপরিসীম, যাঁরা আধুনিক ভেন্টিলেটর, ড্রাগস থেকে শুরু করে অক্সিজেন প্ল্যান্ট পর্যন্ত সমস্ত জীবনদায়ী যন্ত্রাংশের কারিগরি দিক সুনিশ্চিত করেন। সরকারি ও বেসরকারি স্তরে এই যোগ্য টেকনোলজিস্টদের যথাযথ নিয়োগ ও সম্মান প্রদান চিকিৎসা ব্যবস্থার উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাঁদের কারিগরি সহায়তা ছাড়া আধুনিক স্বাস্থ্য প্রশাসনের চাকা সচল রাখা অসম্ভব।

অন্যদিকে, পরিবার পরিকল্পনার সিংহভাগ দায়িত্ব নারীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাও এই সংকটের জন্য দায়ী। পুরুষদের মধ্যে আধুনিক নিরোধক ব্যবহারের হার অত্যন্ত নগণ্য। 'যৌনসুখ কমে যাওয়ার' অমূলক ভয়ে পুরুষদের একটি বড় অংশ কন্ডোম ব্যবহারে অনীহা প্রকাশ করায় নারীরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে জরুরি গর্ভনিরোধক বড়ি বা 'ইমার্জেন্সি পিল'-এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। এরফলে 'এক্টোপিক প্রেগন্যান্সির' (জরায়ুর বাইরে গর্ভসঞ্চার) মতো প্রাণঘাতী সমস্যা বাড়ছে। তথ্য বলছে, ডিজিটাল বিপ্লবের যুগেও সঠিক যৌনশিক্ষার অভাবে মানুষ ইন্টারনেটে বিজ্ঞানসম্মত তথ্যের বদলে অপপ্রচার ও অবৈজ্ঞানিক টোটকার দিকে বেশি ঝুঁকছে।

এই সংকট উত্তরণে কেবল সামাজিক সচেতনতা নয়, বরং কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ অপরিহার্য। প্রথমত, প্রতিটি রাজ্যে 'স্বাস্থ্য নজরদারি সেল' গঠন করে বেসরকারি নার্সিংহোম ও ক্লিনিকগুলোর কার্যকলাপে কড়া নজরদারি চালাতে হবে, যাতে মুনাফার লোভে সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানো বা অকারণে সিজারিয়ান অপারেশন বন্ধ হয়। দ্বিতীয়ত, ব্লক স্তরে স্বাস্থ্যকর্মীদের (ASHA– ANM) মাধ্যমে ডিজিটাল মিডিয়ার অপব্যবহার রুখতে এবং বৈজ্ঞানিক গর্ভনিরোধক প্রচার করতে বিশেষ কর্মশালা আয়োজন করা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, নাবালিকা বিবাহ রোধে প্রশাসনের জিরো-টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে; যেখানে স্কুলছুট ছাত্রীদের ট্র্যাকিং সিস্টেমের আওতায় এনে তাদের পুনরায় শিক্ষার মূল স্রোতে ফেরানো বাধ্যতামূলক করা হবে। পাশাপাশি, হাসপাতালে শুধুই নার্সিং বিভাগের পাশাপাশি প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের গুরুত্ব ও পদমর্যাদাও সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে আধুনিক কারিগরি ত্রুটির কারণে জীবনদায়ী যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে সরকারি অর্থের অপচয় না হয় এবং রোগী পরিষেবা বিঘ্নিত না ঘটে।

পরিশেষে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পর্যবেক্ষণকে কেবল রাজনৈতিক বিতর্ক হিসেবে না দেখে একে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার আয়না হিসেবে দেখা উচিত। বিহার, মধ্যপ্রদেশ বা বাংলার প্রত্যন্ত এলাকা;সর্বত্রই মাতৃমৃত্যু রোধ করতে হলে কেবল পরিকাঠামো উন্নয়ন নয়, বরং কুসংস্কার, অসাধু চিকিৎসা ব্যবসা এবং বাল্যবিবাহের শিকড় উপড়ে ফেলা জরুরি। প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও সামাজিক বিপ্লব;এই দুইয়ের মেলবন্ধন না ঘটলে নারী শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য বরাদ্দ বিপুল অর্থ কেবলই জাতীয় সম্পদের অপচয় হিসেবে গণ্য হবে এবং আগামী প্রজন্ম এক রুগ্ন ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে।